ওঁ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ওঁ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

আচার্য্য
শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী
মহারাজের

যু গ বা ণী

সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ
সঙ্কলক স্বামী আত্মানন্দ



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা
যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

ওঁ

নিবেদন

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার অপার করুণায় সঙ্ঘগীতার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হইল। বাঙলা সন ১৩৩৫ সালের পুণ্যময়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। সঙ্ঘনেতা স্বয়ং এই বৎসর সঙ্ঘসিদ্ধপীঠ বাজিতপুরে সঙ্ঘ-মহোৎসবান্তে আত্মসমাহিত ভাবে সিদ্ধাসনে সমাসীন অবস্থায় সমবেত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে একে একে মাঘীপূর্ণিমার মহান্ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ইহা স্বহস্তে প্রদান করেন। তখন কেবলমাত্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের মধ্যেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ থাকে। তৎপর কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে জাতি-সংগঠক মহান্ আচার্য্য জাতীয় কল্যাণ বিধান উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচারের অনুমতি প্রদান করেন। তদবধি ইহা সর্ব্বসাধারণের ভিতর প্রচারিত ও সুধীগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে।

কৈশোরে—ধর্ম্মজীবনের প্রথম প্রভাতে—পুণ্যপীঠ বাজিতপুরের সেই পরম পবিত্র সাধন-মন্দিরে আচার্য্যদেবের প্রথম সঙ্গলাভের মহাশুভক্ষণে (এপ্রিল, ১৯১৭) যেমন তাঁহার অমৃতময়ী বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তেমনি যৌবন-প্রারম্ভে—সঙ্ঘ-জীবনের সেই প্রথম উষায়,

সুন্দরবনের সেই নিভৃত পল্লীসেবাকেন্দ্র আশাশুনী সেবাশ্রমে যেদিন আচার্য্যদেবের শ্রীহস্তলিখিত স্নেহবিজড়িত লিপিকাখানি সর্ব্বপ্রথম (ইং ৩রা এপ্রিল, ১৯২৩) প্রাপ্ত হই, সেই দিন হইতেই তাঁহার মহামূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত পত্রগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আগ্রহ স্বতঃজাগ্রত হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তদবধি আচার্য্যদেবের পত্র অন্বেষণ ও সংরক্ষণ যেন একটা নেশায় পরিণত হইল ; সকলের খাতাদপ্তর অনুসন্ধান করিয়া পত্র পাইলেই তাহা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে ফলবতী হইতে শুরু করিল ১৩৩০ সনে (ইং ১৯২৪ খৃঃ) মাঘী পূর্ণিমা উৎসবান্তে যখন মাদারিপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে অবস্থান করিতে থাকি। সেই সময় সঙ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্য্যদেব অধিকাংশ সময়েই মাদারিপুরে অবস্থান করিতেন। তখন এই দীন সেবকের উপর তাঁহার লিপিকারের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় লিখিত চিঠিপত্রের প্রতিলিপি রাখার একটা মস্ত বড় সুযোগ ঘটে।

মাদারিপুরে অবস্থানকালে বাঙলা ১৩৩১ সনে কিছুকাল আচার্য্যদেবের সহিত একই গৃহে বাস করিবার সৌভাগ্য হয়। তখন তিনি মধ্যে মধ্যে এই দীন সেবকের অনুপস্থিতিতে তাহার খাতাপত্রে কোথায় কি লেখা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন।

এই সময় আচার্য্যদেব একদিন জনৈক প্রবীণ সঙ্ঘসন্তানের নিকট লিখিত তাঁহার একখানা চিঠি আমাকে সঙ্ঘসন্তানটির খাতাপত্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিতে বলিলেন। আমি চিঠিখানা আনিয়া আচার্য্যদেবের হস্তে প্রদান করিলে তিনি একটু হাসিয়া আমার চিঠি সংগ্রহের খাতাখানি

আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আমি ইহাতে একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। তিনি আবার মৃদুমধুর হাসিয়া সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন খাতাখানি আনিয়া আচার্য্যদেবের হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি সাদা পৃষ্ঠা বাহির করিয়া খাতাখানি আমার সম্মুখে রাখিয়া লিখিতে আদেশ করিলেন এবং নিজেই পত্রখানি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা এই গ্রন্থের ২১ নম্বরের চিঠি। ইহার পর অন্য সময় আচার্য্যদেব আমার অনুপস্থিতিতে ২২ নম্বরের চিঠিখানি স্বামী শুদ্ধানন্দজী এবং ২৪ ও ২৫ নম্বরের চিঠি দুইখানি স্বামী বেদানন্দজীর দ্বারা এই খাতায় লেখাইয়া রাখেন।

মাদারিপুরের পরে কয়েক বৎসর নওগাঁ (রাজসাহী) আশ্রমে থাকি এবং পরে প্রচারকবাহিনী সহ প্রচারকার্য্যে বহির্গত হই। এই সময় আসামের একটি সহরে চিঠিসংগ্রহের এই খাতাখানি হঠাৎ হারাইয়া যায়। আমরা অন্যত্র চলিয়া যাই এবং কয়েক দিন পরে খাতাখানার প্রয়োজন হওয়ায় অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ি। আহার-নিদ্রা, কাজ-কর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তখন এক দিন নিরাশার গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আশার আলো ঝলমল করিয়া উঠিল। দ্বিপ্রহরে নিভৃতে নিরালায় বসিয়া খাতাখানির বিষয় ভাবিতেছি, এমনি সময় ডাকপিওন আসিয়া খাতাখানি জনৈক সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিল। খাতায় শুধু আমার নাম ও সঙ্ঘের নাম ছিল, কোন ঠিকানা ছিল না। আমরা যে এই সহরে আসিব এবং এখানে থাকিব তাহাও কাহারও জানা ছিল না। অথচ আমরা পূর্ব্বে যে সহরে ছিলাম সেখান হইতেই খাতাখানা ডাকযোগে পাঠান হইয়াছে। তাই শ্রীভগবানের মহা-

আশীর্ব্বাদ ও দৈবীসম্পদ ভাবিয়া খাতাখানিকে পুলকভরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম এবং উহার দ্বারা তাঁহারই মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ ও বিশ্বমানবের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে বিশ্বাস করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীমদাচার্য্যদেবের চিঠি ও অন্যান্য লিখিত বিষয়গুলি তাঁহার নির্দ্দেশে সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়।

অতঃপর ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের মহাষ্টমীতে তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পৌষী পূর্ণিমায় চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ায় পঞ্চম সংস্করণ এবং ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের পৌষী পূর্ণিমায় ইহার ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ও নিবন্ধসমূহ সঙ্কলিত হইয়া শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার বর্ত্তমান কলেবর রচিত। প্রকাশ থাকে, 'অর্ঘ্য', 'সিদ্ধান্তপঞ্চক', 'সঙ্ঘনেতা', 'সঙ্ঘ', 'সঙ্ঘদর্শন' —এই পাঁচটি মূল্যবান্ অধ্যায় স্বামী বেদানন্দজীর রচিত। এই অধ্যায়পঞ্চক শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতার উপক্রমণিকা স্বরূপ। সঙ্ঘগীতার বিষয়বস্তুর যথাযথ অনুধাবন ও মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে এই বিষয়গুলির পঠন ও স্মরণ-মনন একান্ত আবশ্যক। এই পাঁচটি বিশেষ অধ্যায় ব্যতীত এই গ্রন্থে আর যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই শ্রীশ্রীআচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। ইহা আচার্য্যদেবের মৌলিক রচনা বুঝিতে হইবে।

অবশেষে নিবেদন—আলোচ্য শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারই নবরূপ—যুগগীতা, ভারতাত্মার চিরন্তনী

বাণী—শাশ্বত ভারতের দিশারী, অলৌকিক তপঃশক্তি ও দিব্যানুভূতি-সম্পন্ন যুগাচার্য্যের অমর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়া শ্রীভগবানেরই মহান্ আশীর্ব্বাদরূপে বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে ভারতীয় জীবন-সাধনার পথনির্দ্দেশকল্পে স্বাধীন ভারতের শিরে বর্ষিত হইল। যুগযুগান্তরের মোহনিদ্রা অপসৃত হউক, শতাব্দী শতাব্দ্যন্তরের আত্মবিস্মৃতির মোহাবরণ বিদূরিত হউক, দাসত্ব ও পরাধীনতার মহাপাপ—অন্ধপরানুকরণ-প্রবৃত্তি, জাড্যজড়তা, নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্টতা ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাউক, নবযুগপ্রভাতে স্বাধীন ভারত যুগাচার্য্যের অমোঘ নির্দ্দেশ অনুসরণ পূর্ব্বক আবার ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথে নূতন বিক্রমে বিজয়াভিযান করিয়া জগদ্‌গুরুর গৌরবান্বিত আসন অলঙ্কৃত করুক—এই প্রার্থনা করি। শ্রীভগবান্ সহায় হউন! ওঁ শম্! ইতি—

—মাঘী পূর্ণিমা—
১৩৫৪ সন
দ্বাত্রিংশৎ (৩২) সঙ্ঘাব্দ
(ইং ১৯৪৮)

স্বামী আত্মানন্দ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা

ভগবৎশক্তি যুগে যুগে সদ্‌গুরু, আচার্য্য ও অবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতির মায়ামোহ, বিভ্রম-বিভ্রান্তি অপসারণ পূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দানের জন্য যে-সমস্ত উপদেশ দান করিয়া থাকেন তাহা গীতা নামে আখ্যাত হয়। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। (এইরূপ অনেক গীতা আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাই সমধিক প্রসিদ্ধ) এতদর্থে তত্ত্বদর্শী মহান্ আচার্য্য শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা মুমুক্ষু সঙ্ঘসন্তানদিগের জীবনলক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আত্মসমাহিত অবস্থায় যে মহামূল্য উপদেশ সমূহ দান করিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা। ইহা তাঁহার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ন্যায় এই সঙ্ঘগীতাও সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বজনিক—সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের জন্য। গৃহীসন্ন্যাসী, বালবৃদ্ধযুবা, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে কোন দেশের, যে কোন সময়ের, যে কোন ধর্ম্মের, যে কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর যে কোন মানুষ ইহাতে জীবনলক্ষ্যের সন্ধান, জীবনপথের নির্দ্দেশ, জীবন-সাধনার শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা

লাভ করিতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি, নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত এই আর্য গ্রন্থ প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করিতে থাকিলে ইহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি সাধককে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করিয়া শক্তিশালী অমর জীবন দান করিবে, মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন শান্তি, শ্রী ও কল্যাণমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমোন্নতি ও নিত্য নূতন অনুভূতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘগীতাও সাধকের অন্তরে নিত্য নূতন রূপে প্রতিভাত হইবেন এবং পরিশেষে সাধক একদিন ইঁহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপ্তকাম হইবেন। তখন সঙ্ঘগীতা শুধু কতকগুলি শব্দ-বাক্য সমন্বিত পুস্তক নহে, শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতারই জীবন্ত বিগ্রহ—তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপ রূপে (আমরা সেই শুভ দিনের আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি) প্রতিভাত হইবেন।

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা পাঠ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি যেমন আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথাবিধানে তাঁহার পূজার্চ্চনা, আরতি, স্তবস্তুতি পাঠ ও ভোগ নিবেদন ইত্যাদি করিতে হয়, তেমনি এই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতাও শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার প্রতিকৃতির সম্মুখে রাখিয়া প্রতি দিন নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানাদি করিতে হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত পূজার্চ্চনার ফলে দেবদেবীর বিগ্রহ যেমন জাগ্রত জীবন্ত হন, তেমনি অনুরূপভাবে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ফলে এই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিও সাধকের নিকট জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠেন এবং সাধক (ইহা হইতে) নিত্য নূতন শক্তি, প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জীবন লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত—ইত্যাদি পাঠের যে ফল, সঙ্ঘসন্তানদের পক্ষে এই সঙ্ঘগীতা পাঠ এবং অনুধ্যানেরও সেই ফল। সুতরাং সঙ্ঘসন্তানগণ প্রত্যেকে একখানি সঙ্ঘগীতা সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন ধ্যানজপান্তে শুদ্ধাচারে ইহা পাঠ করিবেন। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন—শুধু পাঠ করিলেই ফল লাভ হইবে না, অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণও প্রয়োজন। তাহা হইলেই অধ্যয়নে সম্পূর্ণ ফল লাভ এবং সঙ্ঘগীতার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া জীবন ধন্য হইবে।

সূচীপত্র (১ম খণ্ড)

সূচীপত্র (২য় খণ্ড)

ওঁ

অর্ঘ্য

হে আচার্য্য!

তুমি আবার আসিয়াছ! নিজমুখে প্রতিশ্রুত ছিলে —জীবের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তা'কে মহামুক্তির পথে পরিচালনের জন্য তুমি বার বার আসবে!

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যুগে যুগে কতবার তোমাকে আসিতে দেখিয়াছি, দেখিতেছি; কিন্তু দেখিয়াও চিনিলাম কৈ? জানিয়াও পাইলাম কৈ? জীব যাঁকে চায়—সে তো তুমি; এই জীবজগৎ যা'থেকে উদ্ভূত হয়ে এই বিরাট লীলাবিশ্বে অভিব্যক্ত—তাও তো তুমি; তোমাকে আশ্রয় করেই তো এই বিশ্বজগৎ আনন্দ-দোলায় নিত্য লীলায়িত; আবার মহাপ্রলয়ে এই বিশ্বসৃষ্টি তোমারই ক্রোড়ে বিলীন হয়ে যাবে! বিশ্বের অন্তরে তুমি অন্তর্য্যামী; বাইরে তুমি বিরাট বিশ্ববিভূতি! তোমার সে বিশ্বরূপ আমরা বুঝি না, বুঝিতে পারি না;—এই সীমাবদ্ধ দেহ-মনোবুদ্ধি দিয়ে কখনও বুঝিতে পারিবও না!

হে বিশ্বগুরো! তাই তুমি অপার, অহৈতুকী করুণা-বলে যুগে যুগে সসীম দেহমনোবুদ্ধির বাঁধন স্বীকার করে জগতে এসে থাক—তৃষিত, তাপিত, আৰ্ত্ত, ভক্ত, আশ্রিত জীবকুলের নিকট ধরা দিয়ে তা'দিগকে তোমার 'অবাঙ্মনসগোচর'—অসীমের কোলে টানিয়া নিতে।

হে জগদগুরো! আমরা কিন্তু তোমায় চিনিলাম কৈ? তোমাকে প্রাণের সমগ্র প্রেম দিয়া আদর-যত্ন করিলাম কৈ? সে শ্রদ্ধা, সে অনুরাগ, সে ব্যাকুলতা কৈ? সে বিশ্বাস, সে নির্ভরতা,—সে সেবার আগ্রহ কৈ? জীবের প্রতি অহৈতুক প্রেমে তুমি আসিয়াছ—আসিয়া থাক। কি আর প্রার্থনা করিব? সেই অহৈতুকী কৃপা-বলেই তুমি অভাগা সাধন-সম্বলহীন জীবকে তোমার শ্রীচরণ-রাজীবে আকর্ষণ করিয়া লও!

এই ত্রিতাপদগ্ধ, প্রেমরসহীন, হাহাকার-আৰ্ত্ত-নাদময় জ্বালার প্রাণমন আনিয়া তোমার চরণে 'অর্ঘ্য' নিবেদন করিলাম! আর কিছু নাই যে! গ্রহণ কর,—দাবী নাই; —তোমার অহৈতুকী দয়া!

"হরি ওঁ গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"

ত্রয়োদশ
সন্ন্যাসি-মহাসম্মেলন
১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
১৩শ সঙ্ঘাব্দ।
ইং ১৯২৯

মাঘীপূর্ণিমা তিথি—
সঙ্ঘ-সিদ্ধপীঠ।
বাজিতপুর সেবাশ্রম।
ফরিদপুর।

—: :—

সিদ্ধান্ত-পঞ্চক

১। যাঁর ইচ্ছায় জীব এই মায়াময় বিশ্বে নানা রূপে, নানা ভাবে, নানা ক্ষেত্রে লীলারত তাঁরই কৃপায় জীব এই মায়ার গোলক-ধাঁধাঁ হতে মুক্তি পেতে পারে। নান্যঃ পন্থা।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

২। যোগ-ধ্যান-তপস্যা, পূজার্চ্চনা-দান-যজ্ঞ, ব্রত-নিয়ম-উপবাস-তীর্থভ্রমণ—কোনো কিছুই মানবকে তার ঈপ্সিত পরমপদ দিতে পারে না—যতক্ষণ সে সর্ব্বতোভাবে তাঁর দয়ার উপর একান্ত নির্ভর না করে।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।

৩। তিনি 'অবাঙ্মনসগোচর', নিরাকার, নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ হলেও জীবপ্রেমে বিশ্বকল্যাণের জন্য স্থূল দেহ-মনোবুদ্ধির বাঁধন পরে এই জগতে

আমাদেরই মধ্যে আসেন ;—একবার নয়, দুই বার নয়, বহু বার, অনন্ত বার, অসংখ্য বার।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

৪। মূঢ় হতভাগ্য তারা—যারা স্থূলদেহধারী মানুষরূপে অবতীর্ণ সেই পরমবস্তুকে চিনিতে না পারে ; কত কত জন্ম-জীবন দুঃখ-জ্বালা-পাপ-তাপ ভোগের জন্য তারা সংসারে পড়িয়া থাকে,—কে জানে?

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।

৫। যুগে যুগে তিনি আচার্য্য-রূপে, জগদ্গুরু-রূপে সমগ্র বিশ্বজীবকে মহামুক্তির পথে পরিচালনের জন্য আসেন ; যখন অধিকাংশ মানবের প্রাণে হাহাকার-আর্ত্তনাদ-আকুলতা-ব্যাকুলতার দাবানল অসহ্য আবেগে জ্বলিয়া উঠে তখনি তিনি আসেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

এসে বলেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।"

ওঁ

সঙ্ঘ-নেতা

[স্বতঃসিদ্ধ]

১। সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং সঙ্ঘনেতা-রূপে অবতীর্ণ। বিশ্বজীবের প্রতি অপার অহৈতুকী করুণায় বিগলিত-চিত্ত ভগবান্ মানুষদেহ ধারণ করে জগদাচার্য্যরূপে—ভারতকে তথা সমগ্র জগৎকে মহামুক্তির পথে পরিচালনের জন্য আবির্ভূত হয়ে বিশ্বমানবকে বলছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।"

আমি আবার আচার্য্য-রূপে আসিয়াছি! ওরে তৃষিত, তাপিত, আর্ত্ত মানব! আমাকে আশ্রয় কর—

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

ভীত, বিচলিত, শোকগ্রস্ত হয়ো না,—আমি তোমাকে সমগ্র মালিন্য, গ্লানি থেকে উদ্ধার কর্‌বো। "মামেকং শরণং ব্রজ।" আমার নিকট এস!

২। মানবদেহ ধারণ করে—মাতা, পিতা, পতি,

পুত্র, স্বামী, সখার ন্যায় স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সূত্রে আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নরলীলার অনুবর্ত্তন করলেও তিনি আমাদের ন্যায় মায়ামোহে আবদ্ধ নন। তিনি সর্ব্বদাই মায়াতীত, মায়াধীশ। তিনি বল্‌ছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্

'আমাকে যে যে-ভাবে চায়—আমি সেই ভাবে তাকে ধরা দেই ; যে কোনো ভাবে হোক—আমাকে আশ্রয় কর ; যে কোনো সম্বন্ধে হোক্—আমার সহিত যুক্ত হও,—সম্পর্ক পাতাও। আমি তোমার মনোমত ভাবে তোমাকে আমার প্রতি আকর্ষণ কর্‌বো।'

৩। সঙ্ঘনেতা—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, অন্তর-বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, দূর-অন্তিক, দৃষ্ট-অদৃষ্ট—সমস্তই তাঁর নখদর্পণে 'করামলকবৎ' দেদীপ্যমান। ঐ তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও আশ্বাস দিচ্ছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।"

তিনি সবই জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না, —জানিতে চেষ্টা করে কে? "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" —সংশয় হইলে অকল্যাণ।

৪। যাহারা একান্ত মনে সঙ্ঘনেতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় তিনি স্বয়ং তাহাদিগের জীবনতরণীর কাণ্ডারী হন। যেখানে, যেভাবে, যে অবস্থায় থাকিলে তাদের অধিকতর কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা সেইখানে, সেই ভাবে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে রাখেন। সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, সম্পদ-বিপদময় নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া দ্রুতবেগে আপনার শ্রীচরণে টানিয়া নেন।

—: :—

ওঁ

সঙ্ঘ

[স্বতঃসিদ্ধ]

১। বিশ্বকল্যাণকে উপলক্ষ্য করে সর্ব্বনিয়ন্তা যখনি আচার্য্যরূপে জগতে অবতরণ করেন তখনই সে বিরাট ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির মহান্ আবর্ত্ত উদ্ভূত হয় এবং চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে প্রসারিত হতে থাকে। ভাগ্যবান্ তারা— যারা এই বিপুল আধ্যাত্মিক ভাববন্যায় ভাসিয়া, ডুবিয়া, মজিয়া, আত্মহারা হইয়া মহামুক্তির অমৃত আস্বাদন করে!

২। কতকগুলি স্বতঃশুদ্ধ, পবিত্র মানবাত্মায় ঐ মহতী ভাগবতী শক্তি ও বিরাট আধ্যাত্মিক মহাভাব প্রতিফলিত ও সংরক্ষিত হয়, তাহারাই সঙ্ঘের প্রাণ; প্রধানতঃ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। সঙ্ঘরূপ বিরাট হর্ম্ম্যের তাহারাই স্তম্ভস্বরূপ।

৩। আচার্য্যের স্বহস্তে সুগঠিত, সুশিক্ষিত এই শুদ্ধ,

পবিত্র চরিত্রগুলি আচার্য্যের মহাভাব ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সমগ্র বিশ্বমানবের পরম কল্যাণ-বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ইহারা ত্যাগী, সন্ন্যাসী,— "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সর্ব্বভূতহিতে উৎসৃষ্টপ্রাণ।

৪। "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"—কলি যুগে—বর্তমান যুগে যখন মানবকুল সাধারণতঃ সর্ব্ববিষয়ে স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট —তখন কোনো বিরাট কার্য্য সাধন করিতে হইলে সঙ্ঘশক্তি চাই,—সমষ্টিশক্তি চাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শক্তিগুলিকে একত্র সংহত করিয়া এক বিরাট মহাশক্তির সৃষ্টি চাই। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা,"—এই সমষ্টিশক্তি দ্বারা অসাধ্য সাধিত হতে পারে। যেমন "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ-র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" "তুচ্ছ তৃণ গুচ্ছবদ্ধ হয়ে একতায়। মত্ত মাতঙ্গেরে রাখে বাঁধিয়া হেলায়।"

৫। আচার্য্যের স্বহস্তে গঠিত এবং মহাভাবে অনুপ্রাণিত এই ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং সেবকগণকে লইয়া এই সঙ্ঘের গ্রন্থিসমূহ রচিত। বাইরে ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব থাকিলেও —অন্তরে ইহারা এক ;--একমন, একপ্রাণ, একভাব, একমস্তিষ্ক,—একশক্তি ; ইহাদের সকলের সমগ্র দৃষ্টি এক লক্ষ্যে নিবদ্ধ ; ইহাদের সকলের চরিত্র ঐ আচার্য্যের একই মহান্ আদর্শে সুগঠিত।

৬। সৌরজগতে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কক্ষে ভ্রাম্যমান্ তেমনি সর্ব্বনিয়ন্তার এই মানব-লীলায় আচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই সঙ্ঘের এই ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ বিরাজিত। সূর্য্যই যেমন সৌরজগতের প্রাণ ও অবলম্বন, তেমনি আচার্য্য স্বয়ংই সঙ্ঘের এই ত্যাগী, সন্ন্যাসিগণের প্রাণ ও একান্ত আশ্রয়।

৭। এই ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ আচার্য্যের মহাভাবে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার সহিত নিবিড়তর ভাবে যুক্ত হয়ে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে যতই আপনাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে থাকেন, —ততই তাহারা একদিকে যেমন ঐ মহান্ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন, অপর দিকে তেমনি তাহারা ভেদ-বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া পরস্পর যুক্ত ও মিলিত হন। তখন সমগ্র সঙ্ঘটি একটা বিরাট আধ্যাত্মিক শক্ত্যুৎপাদক যন্ত্রস্বরূপ হয়। আচার্য্য স্বয়ং সে যন্ত্রের পরিচালক। সঙ্ঘের ত্যাগী সেবকগণ উক্ত যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

৮। ওঁকার যেমন নিখিল শব্দরাশির আশ্রয় ও উৎপত্তিভূমি,—তেমনি সকল আদর্শের মূল-সমন্বয়ে প্রাপ্ত "ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য" এই অভিনব বিশ্বগ্রাসী আদর্শই সঙ্ঘের অবলম্বন ও বিশ্বমানবের মহামুক্তিপথের পথনির্দ্দেষ্টা।

৯। সঙ্ঘ উদাত্তকণ্ঠে সমগ্র ভারতকে তথা সমগ্র জগৎকে অধিকারী নির্ব্বিশেষে আহ্বান করিতেছে— সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মহামুক্তির সাধনায়— ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়,—সর্ব্ববিধ সাধনায় অগ্রসর হইতে।

১০। বিশ্বমানব—যে কোনো ধর্ম্মাবলম্বী, যে কোনো মতাবলম্বী, যে কোনো জীবিকাবৃত্তিধারী,—ধনী-নির্ধন, গৃহী-সন্ন্যাসী—সকলেই সার্ব্বজনীন ভাবে, যে কোনো উপায়ে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষরূপে—সঙ্ঘনেতা, সঙ্ঘশক্তি বা সঙ্ঘানুমোদিত ভাব বা সঙ্ঘানুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলেই—তার ভাব, চিন্তা ও জ্ঞানের দ্রুততম বিকাশ প্রাপ্ত হইবে এবং তিনি মহামুক্তি ও নিত্যশান্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন।

১১। এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে যেমন লক্ষ কোটি মানব জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় ; এক ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে যেমন শত শত লোক প্রতিপালিত হয় তেমনি সঙ্ঘকে আশ্রয় করিয়া যে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি জগতে প্রকটিত হইয়াছে,—বিশ্বমানব নির্ব্বিশেষে এই সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই—সেই মহাশক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

১২। যুগ-যুগ, জন্ম-জন্ম-ব্যাপী তপস্যা করিয়া মানব যে মহাশক্তি ও আধ্যাত্মিক ভাব লাভে সমর্থ হন

না,—আজ সেই মহাশক্তি বিশ্বমানবের পরম সৌভাগ্যে এই সঙ্ঘের বুকে বিকশিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্ঘ-নেতার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেই মানব অভীষ্ট পরমপদ ও পরমশান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

—: :—

হরিঃ ওঁ

সঙ্ঘ-দর্শন

[নিত্যপাঠ্য]

১। সঙ্ঘ, সঙ্ঘশক্তি ও সঙ্ঘনেতা,—এই তিনে এক ও একে তিন। সঙ্ঘ-শক্তি সঙ্ঘনেতারই শক্তি। আর সঙ্ঘনেতারই বিরাট স্বরূপ—এই সঙ্ঘ। এই তিনের একক আশ্রয় করিলে অপর দুইকেও আশ্রয় করা হইল। এই তিনের একের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অবাধ্যতা—অপর দুয়ের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অবাধ্যতা। সম্মিলিত সঙ্ঘের আদেশ—সঙ্ঘনেতারই আদেশ। সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন,—তিনি সঙ্ঘনেতাকেই পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি সঙ্ঘনেতাকেই অমান্য করিয়া থাকেন।

২। সঙ্ঘসাধনাই—যুগের সাধনা। সংহতিই উন্নতি ও অভ্যুদয়ের উপায় ও মহাশক্তির আবির্ভাবের যন্ত্র। কায়মনোবাক্যের দ্বারা—যে কোন উপায়ে যদি কেহ এই সঙ্ঘের মধ্যে বিদ্বেষ বা বিচ্ছেদ আনয়ন করে—তবে তাহার মস্তকে সমগ্র সঙ্ঘের জ্বলন্ত অভিশাপ নিপতিত

হইবে ; তাহার ইহকাল পরকালের যাবতীয় সুখশান্তি ও সুকৃতি বিনষ্ট হইবে।

৩। ত্যাগ ও তপস্যা, সংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই সঙ্ঘের জীবনীশক্তি ; বিলাসিতা ও ব্যসনই—সঙ্ঘের মৃত্যুবাণ। শরীর রক্ষার্থ নিতান্ত অপরিহার্য্য আহার্য্য, পরিধেয় এবং বিশ্রাম ভিন্ন ত্যাগীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু ও ভাব—এই বিলাসিতা ও ব্যসনের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ঔষধ স্বরূপ নির্লোভচিত্তে আহার্য্য গ্রহণ এবং দেহরূপ দূষিত ক্ষতের আবরণ স্বরূপ সামান্য পরিধেয় বিলাসহীন চিত্তে ধারণ ; ইহাই ত্যাগী সন্ন্যাসীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট আদর্শ।

৪। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যই সঙ্ঘের আদর্শ, এই আদর্শকে প্রাণপণ শক্তিতে আশ্রয় করা এবং সঙ্ঘের উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে অকুণ্ঠিতভাবে প্রাণপাতের আকাঙ্ক্ষা—ইহাই সঙ্ঘের ঐক্যবন্ধনের ও অখণ্ডতা রক্ষার অদ্বিতীয় উপায়।

৫। "Expansion is Life. Contraction is death." "বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু ; ইহাই সঙ্ঘের মূলমন্ত্র।" "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সঙ্ঘের মহাবাণীর প্রচার ও সঙ্ঘনেতার মহাশক্তির সঞ্চার দ্বারা বিশ্বমানবকে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তনের জন্য জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়

সহকারে পরিভ্রমণ—ইহাই সঙ্ঘের প্রকৃত জীবন,—এই কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি বা শৈথিল্যই—সঙ্ঘের মহামৃত্যু। অবিরত অবিশ্রান্ত প্রচার যত দিন চলিবে তত দিনই সঙ্ঘ জীবিত থাকিবে।

৬। সেবাই সঙ্ঘের ধর্ম্ম, সেবাই সঙ্ঘের কর্ম্ম। সুতরাং, সকলকে সকল প্রকার সেবায় নিপুণ হইতে হইবে। কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইও না ;—যে সকলের সেবা করিতে প্রস্তুত সে-ই যথার্থ কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত। "শিরদার তো সরদার।" প্রভুত্ব পরিত্যাগ কর, সকলের দাসত্ব ও সেবা বরণ কর,—ইহাই সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণের পন্থা।

৭। অধ্যক্ষগণের আজ্ঞাবহতা, পরস্পর প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম বিনয় ও অসীম সহিষ্ণুতা—সর্ব্বোপরি উদারতা ও পবিত্রতা—ইহাই সঙ্ঘ-সন্তানগণের একান্ত কাম্য ও অশেষ কল্যাণপ্রদ গুণ।

৮। সঙ্ঘ-সন্তানগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা এই ভাব থাকিবে যে—তিনি যখনই যে কার্য্য করেন তাহার মধ্য দিয়া সঙ্ঘনেতারই মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। তিনি যেখানেই যান, যে অবস্থাতেই থাকুন—তিনি সঙ্ঘনেতারই প্রতিনিধি, তাহার মধ্য দিয়াই লোকে সঙ্ঘনেতাকে দর্শন ও মনন করিবে। সুতরাং, সঙ্ঘনেতার ভাব ও আদর্শ হইতে একচুল বিচ্যুত হইলে তিনি নিজ সর্ব্বনাশের সহিত সঙ্ঘের বিষম অনিষ্ট সাধন করিবেন্।

৯। সঙ্ঘ-সন্তানগণের সাধনা—সঙ্ঘনেতার বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিয়া—সকলে সমবেত ভাবে—এক মন, এক প্রাণ, এক চিন্তা, এক ভাবনা, এক সঙ্কল্প, এক মস্তিষ্ক—হইয়া যাওয়া।

১০। সঙ্ঘের শুভাশুভ প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য সঙ্ঘ-সন্তানগণের প্রত্যেকে দায়ী। সুতরাং কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতির জন্য অপরকে দায়ী করিতে না যাইয়া প্রত্যেকে নিজেকে অপরাধী ও দায়ী করিবেন এবং সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

১১। একে অপরের নামে গোপনে নিন্দা বা সমালোচনা করা—সঙ্ঘ-সন্তানগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনয়নের প্রধান কারণ। কেহ যেন উহা না করে। যদি কোনো ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে ত একান্তে তাহাকেই বলিবে, অপরের সম্মুখে নহে।

১২। আজ্ঞাবহতাই কার্য্যে সফলতা লাভের প্রধান সহায়। সুতরাং, সঙ্ঘ-সন্তানগণ প্রত্যেকে প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। দুঃখের মূল ভয়, ভয়ই মহাপাপ, ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীঃ হইতে হইবে।

"হরি ওঁ এবমস্তু"

—: :—

ওঁ

বিশ্বমানব-পরিত্রাতা
সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা
মহান্ আচার্য্যের

মুক্তিমন্ত্র

ওঁ

সঙ্ঘের শরণই মহাকল্যাণ।

[নিত্যপাঠ্য]

যে সঙ্ঘ দুর্দ্দিনে-দুঃসময়ে পড়িলে আমাকে আশ্রয় দিয়া থাকে, যে সঙ্ঘ সতত সচ্চিন্তা ও সদ্ভাবনা নিয়া থাকিতে আমাকে সাহায্য করিয়া থাকে, যে সঙ্ঘ মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তি-পাপ-তাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকে ;—আজ আমি সেই সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং সেই সঙ্ঘকে হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব-স্বরূপ ভাবিয়া ধরিয়া থাকিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলাম।

সঙ্ঘের উন্নতিই আমার উন্নতি ; সঙ্ঘের কল্যাণই আমার কল্যাণ ; সঙ্ঘের মুক্তিতেই আমার মুক্তি ; সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—আমার সাধনা ও উপাসনা ; সঙ্ঘের বাণীই আমার মহামন্ত্র ; সঙ্ঘের কর্ম্মই আমার আরাধনা ; সঙ্ঘের চিন্তাই আমার ধ্যান, সঙ্ঘের হিতসাধনে তন্ময়তাই—আমার মহাসমাধি। সঙ্ঘই ভক্তের ভগবান্ ; সঙ্ঘই জ্ঞানীর ব্রহ্ম ; সঙ্ঘই যোগীর আত্মা।

সঙ্ঘই আমাদের মহাশক্তি-স্বরূপা কুল-কুণ্ডলিনী ; সঙ্ঘ আমাদের দুর্ব্বল প্রাণকে সবল, নীরস প্রাণকে সরস করিয়া আমাদের বিভ্রম-বিভ্রান্তির বিঘোর ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে মহামুক্তি ও মহামিলনের পথে প্রবর্ত্তিত করিবে।

—: :—

সঙ্ঘ-বাণী

(নিত্যপাঠ্য)

লক্ষ্য কি?—মহামুক্তি, আত্মতত্ত্বোপলব্ধি।

ধর্ম্ম কি?—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য।

মহামৃত্যু কি?—আত্মবিস্মৃতি।

প্রকৃত জীবন কি?—আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানুভূতি।

মহাপুণ্য কি?—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব।

মহাপাপ কি?—দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা।

মহাশক্তি কি?—ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা।

মহাসম্বল কি?—আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্য্যাদা।

মহাশত্রু কি?—আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ।

পরম মিত্র কি?—উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়।

***সঙ্ঘ-বাণীর সূচনা :—** সঙ্ঘ-পরিচালিত আশাশুনী দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্র পরিদর্শনকালে সঙ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্যদেব বাং ১৩২৭ সনের ২রা আশ্বিন বেলা প্রায় দুই ঘটিকায় সঙ্ঘ গীতার সঙ্কলক ও বর্ত্তমান প্রকাশককে নিজ প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয়া নিয়া সঙ্কলকের চিঠি সংগ্রহের খাতায় এই সঙ্ঘ-বাণীর অধিকাংশ লেখাইয়া দেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘ-বাণী প্রকাশিত ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যা প্রচারিত হয়।

প্রঃ—কি উপায়ে সর্ব্বদা হৃদয়ে আত্মস্মৃতি জাগরূক রাখা যায়?

উঃ—প্রতিনিয়ত আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা, আত্মানুশীলন দ্বারা।

প্রঃ—ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও রিপুর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?

উঃ—নিয়ত মৃত্যুচিন্তা, দেহের নশ্বরতা ও জগতের অবাস্তবতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বিষয়-বৈরাগ্য আনয়ন।

প্রঃ—কোন্ কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া মানুষের মনে কামবাসনার উদয় হয়?

উঃ—স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া।

প্রঃ—মানুষের মন দুর্ব্বল হয় কেন?

উঃ—ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষায়, ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছায়, বিবেক, বিচার, বৈরাগ্যের অভাবে।

প্রঃ—কি উপায়ে দুর্ব্বল মন সবল হয়, নিস্তেজ প্রাণ সতেজ হয়?

উঃ—প্রতিনিয়ত প্রাণে বিবেক-বুদ্ধি জাগাইয়া রাখিলে; শুকসমীক-শঙ্করাচার্য্যের বংশধর আমরা, তাঁহাদেরই পবিত্র শোণিত-স্রোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত—এই চিন্তাদ্বারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগাইয়া রাখিলে।

প্রঃ—কোন্ চিন্তাদ্বারা হৃদয়ের সবলতা ও প্রাণের সজীবতা আসে?

উঃ—আমি গৃহদ্বার, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্যাগ-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি। আমি আজ ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার সম্মুখে আজ বিরাট কর্ত্তব্য—আমাকে মুক্ত হইতে হইবে, এ দেশ, এ-জাতিকে মুক্তির পথে চালিত করিতে হইবে। চিরকাল এ-দেশ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মুখপানে চাহিয়া আছে—এরূপ চিন্তা ও বিচার দ্বারা।

প্রঃ—কি উপায়ে নৈরাশ্য ও নিরুদ্যম দূরীভূত হয়?

উঃ—আমরা সঙ্ঘের প্রাণ-স্বরূপ ; এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্য আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। হীন, অন্ত্যজ জাতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে। এ দেশের আলস্য, ঔদাস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জড়তাকে দূর করিয়া দেশের প্রাণে কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে এবং দেশকে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে ;—এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক দায়িত্ববোধ জাগাইলে।*

—: :—

*সঙ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্যদেব ১৩৩০ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ আশাশুনী সেবাশ্রমে (সুন্দরবন) অতি প্রত্যূষে একজন সেবককে ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার এবং দুইজন প্রবীণ ব্রহ্মচারীকে গৈরিক সংস্কার প্রদানান্তর 'জীবের সম্বল ও মোক্ষোপায়' এই শিরোনামায় এই মহাবাণী লিখিতভাবে প্রদান করেন।

মৃত্যুচিন্তা

আমি যুগ যুগ ধরিয়া অনন্তবার, অসংখ্যবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছি। এই জন্ম-মৃত্যুর ভ্রাম্যমাণ চক্র হইতে যদি আমাকে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয় তবে মৃত্যুচিন্তাকেই সে পথের মহাসম্বল রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

মৃত্যুচিন্তা রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে মানুষকে রক্ষা করে। মৃত্যুচিন্তা বিষয়-বাসনাকে বিধ্বংস করিয়া মানুষের অন্তরে বিবেক-বৈরাগ্য জাগাইয়া তোলে ; ভোগ-বিলাসের স্পৃহাকে নষ্ট করিয়া মানব-প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়।

যে ব্যক্তি নিয়ত মৃত্যুচিন্তা করে সে কদাপি কোন প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় না, কোন মায়া-মোহের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতি নিমিষে নিমিষে, প্রতি পলকে পলকে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি চিন্তায়—শয়নে স্বপনে, জাগরণে মৃত্যুর স্মৃতিকে প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারে সে অচিরে মহামুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

আমি অবস্তুতে বস্তুবোধ আনিয়া, অসত্যে সত্য বোধ করিয়া, মায়ামোহ-প্রযুক্ত পিতামাতার স্নেহ ও যত্নে প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া জীবন-জনম ব্যর্থ করিতেছি। আমার

শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য দায়ী আমিই। আমার কৃত সদসৎ কর্ম্মের ফলাফল আমার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কেহই ভোগ করিবে না। সুতরাং আমি বৃথা কেন তাঁহাদের মায়া মমতা ও অলীক কর্ত্তব্যবোধে আবদ্ধ হইয়া আমার জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি? যদি এখনই আমার মৃত্যু হয়—তবে চিতাশয্যায় দুই মুষ্টি ভস্ম ভিন্ন কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। বিপুল বৈভব, অতুল ঐশ্বর্য্য, পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তিম শয়নে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িবই। মৃত্যুচিন্তাই সিদ্ধার্থকে বুদ্ধত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করিল। মৃত্যুচিন্তাই তো শঙ্করকে শৈশবে সন্ন্যাসী করিয়াছিল।

—: :—

আত্মচিন্তা

আত্মচিন্তা মানুষের ভিতরে আত্মজ্ঞান আনয়ন করিয়া তাহাকে রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক মহামুক্তি ও অনন্ত কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করে। মানুষ মায়ামোহ-প্রযুক্ত ভ্রান্তিজালে নিজেকে বিজড়িত করিয়া সতত আত্মচিন্তা হইতে বিরত থাকে। মানব যদি ভ্রান্ত বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া মায়াজাল ছেদনপূর্ব্বক নিয়ত প্রাণে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে পারে, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে।

মানুষ যদি নিয়ত ভাবিতে পারে যে—আমি কোথায় ছিলাম? আমি এখানে কতকাল থাকিব—তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? এখানে আমি চিরকাল থাকিব কি? মৃত্যু কি আমাকে যে-কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া গ্রাস করিতে পারে না? আর ঐ জগতে যদি আমার জীবন চিরস্থায়ী না হয় তবে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবার মত মনোবৃত্তি ও হৃদয়ের ভাব নিয়া থাকিব কেন?—তবে মানুষের অন্তরে এমনি এক বিবেক-বুদ্ধি জাগিয়া উঠে যে তাহার বলে বলীয়ান হইয়া মানুষ যাবতীয় কামনা বাসনাকে বিধ্বংস পূর্ব্বক রিপু ও ইন্দ্রিয়ের অধীনতা সবলে অতিক্রম করিয়া

ভগবৎ-চিন্তা ও আত্মানুভূতিতে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে পারে।

কালব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই আমার নব যৌবনের নধর কান্তি আমার অহংকার ও গর্ব্ব সহ এই মুহূর্ত্তে বিচূর্ণিত, বিধ্বস্ত হইতে পারে। ভোগবাসনাপ্রযুক্ত রিপু ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সমস্ত ক্ষণিক সুখসম্ভোগ করিবার জন্য আমি নিয়ত ব্যতিব্যস্ত—সেই রিপু ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি এক মুহূর্ত্তে লোপ পাইতে পারে। এই দেহমনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়নিচয় একান্ত ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণবিধ্বংসী।

কিন্তু আমার অন্তরে যিনি আছেন—যাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি যাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল যাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু যাকে শুষ্ক করিতে পারে না,—আমি চাই আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা সেই মহাশক্তিকে জাগ্রত করিতে ; আমি চাই সেই অবিকশিত শক্তির বিকাশ, সেই অপ্রকাশিত মহত্ত্বের প্রকাশ।

আমি আর সুদীর্ঘকাল মায়া-মোহে মোহিত হইয়া থাকিব না। বিভ্রম-বিভ্রান্তির জালে বিজড়িত হইয়া জীবন-জনম ব্যর্থ করিব না। আমি বিবেক ও বৈরাগ্যরূপ অসিসহায়ে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া, মায়া-মোহ-বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে বিচূর্ণ করিয়া, পাপতাপ, জরা-মৃত্যু প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতিকে হৃদয়ে জাগাইয়া চাই—সেই অনন্ত অসীমের ভূমা সত্তায় আমার এই ক্ষুদ্র সত্তাকে ডুবাইয়া, মিলাইয়া, মিশাইয়া দিতে।

ইন্দ্রিয় ও রিপুকুলের মুখে সংযমের কঠিন রশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতার মোহকে বিচূর্ণিত করিয়া, অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় ও অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রম সহায়ে আমি চাই—মহামুক্তির পথে, মহাকল্যাণের শুভবর্ত্মে বিজয় অভিযান করিতে।

আজ সমগ্র দেশবাসী যে বিষয়-বাসনাকে হৃদয়ের প্রিয়তম সামগ্রী বলিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া আছে,—আমি চাই সেই বিষয়কে বিষ ও বিষ্ঠাবোধে পরিহার করিতে। যে-ভোগ-বিলাস ও নীচ সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছা মানবকে অবিরত জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করায়, আমি চাই—সেই বিষয়-বাসনাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে।

এ দেশ ভগবানকে লইয়াই জীবন-জনম কাটাইতেছে ও কাটাইতে চায় ; জড়বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে—এ দেশ সে-দেশ নয়। এ দেশ চায়—নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা।

আমাকে আর মায়া-মোহ-বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে লইয়া থাকিলে চলিবে না। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, সংশয়-সন্দেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মহাশৌর্য্য ও পরাক্রম সহকারে অনন্ত উদ্যম অধ্যবসায়ের সহিত আত্মানুভূতিকে প্রাণে জাগ্রত রাখিয়া বীরবেশে মহাকর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমার কোন পাপ তাপ মালিন্য নাই। আমি এখন নির্ম্মল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ শান্ত সমাহিত।

—: :—

আত্মানুশীলন

আজ আমার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ বৎসর। এই ২১ বৎসর পূর্ব্বে আমি কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম? কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে আমার বসবাস ছিল? তখন আমার এই পিতামাতা কোথায় ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ছিল? এখন যদি আমার মৃত্যু হয় তবে বর্ত্তমান পিতামাতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে কি? আমি যে তাঁহাদের আদর যত্নে ভুলিয়া, স্নেহ-মায়া-মমতায় মুগ্ধ হইয়া, ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সুখ-সম্ভোগে কালযাপন করিতেছি, আমার এই সদসৎকর্ম্মের জন্য তাঁহারা দায়ী হইবেন কি? যদি তাঁহারা শাস্ত্রতঃ বা ন্যায়তঃ দায়ী না হন তবে আমিই বা তাঁহাদের জন্য দায়ী হইব কেন? আমিই বা কেন তাঁহাদের মিথ্যা আদর-যত্ন-স্নেহ-মমতায় ভুলিয়া জীবন-জনম ব্যর্থ করিব? এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও কি আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না?

আমি আর আত্মশক্তি ভুলিয়া মোহগহ্বরে নিপতিত হইব না, সিংহ-সন্তান হইয়া শৃগালের ন্যায় অবস্থান করিব না। আমি আজ চাই আমার প্রসুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধন করিতে, অবিকশিত শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিতে।

আমি আমার এই একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কতটুকু আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছি? যতটুকু ক্রমোন্নতি হইতেছে তাহা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা? যদি যথেষ্ট না হয় তবে প্রাণে তেমনিতর আকুলতা ব্যাকুলতা জাগ্রত হইতেছে না কেন?

এমনিভাবে আত্মানুশীলন দ্বারা প্রতিনিয়ত ভিতরের অবস্থা ও ভাবকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক যথাকর্ত্তব্য অনুসরণ করিয়া চলিলে মানুষের ভিতর বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া (রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া) তাহাকে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিবে।

—: :—

মৃত্যুচিন্তা-বিচার

আমি বহুকাল যাবৎ জন্মমৃত্যু লইয়া বসবাস করিতেছি। আমাকে যদি জন্মজন্মান্তর-পরিগ্রহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয় তবে এই মৃত্যুচিন্তাকে মহাসম্বলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মৃত্যুচিন্তা রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে মানুষকে সতত রক্ষা করে, বিষয়-বাসনা ধ্বংস করিয়া মানুষের ভিতর বিবেক-বৈরাগ্য আনয়ন করে, ভোগবিলাসের স্পৃহাকে নষ্ট করিয়া মানুষের ভিতর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকে সে কখনও কোন প্রলোভনের দ্বারা প্রলুব্ধ, মায়া-মোহের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতি নিমিষে, প্রতি পলকে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি চিন্তায়, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে মৃত্যুচিন্তাকে প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারিবে সেই ব্যক্তি তিন বৎসরের ভিতর বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিয়া মহামুক্তি লাভে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত এই মৃত্যুচিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবে সেই ব্যক্তি রিপু-ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে পারিবে।

আমাকে যখন তখন, যে-সময় সে-সময় মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতে পারে। অথচ আমি মোহ বশতঃ অবস্তুতে বস্তু বোধ করিয়া অসত্যে সত্যবোধ আনিয়া, পিতামাতার স্নেহ-যত্নে মুগ্ধ হইয়া জীবন-জনম ব্যর্থ করিতেছি! আমার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কেহই তো আমার কৃত সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগী হইবে না। তবে আমি কেন বৃথা তাঁহাদের মায়া-মমতায় আবদ্ধ হইয়া আমার জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিব? যদি এখনই আমার মৃত্যু হয় তবে দুই মুষ্টি ভস্ম ভিন্ন তো এজগতে আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। আমার এই যে বিপুল বৈভব, অতুল ঐশ্বর্য্য, ইহার কিছুই তো অন্তিম সময়ে আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার এই যে এত আপনার পিতামাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রীপুত্র-পরিবার ইহাদের কেহই তো আমার মৃত্যুপথের সহযাত্রী হইবে না। আমার প্রাণবায়ু যখন ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিবে, এত সাধের এই দেহ যখন বিকৃত ও চক্ষুতারকা স্থির হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবে—তখন সেই চরম বিদায়-মুহূর্ত্তে আমার বিষয়-সম্পত্তি, পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়পরিজন কেহই তো আমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারিবে না। তখন আমাকে শুধু এই অনুশোচনা করিয়াই বিদায় লইতে হইবে—হায়! আমি যদি পূর্ব্বে জানিতাম ও বুঝিতাম যে, আমাকে আজ অকস্মাৎ এমনি ভাবে মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি

আর পিতামাতার বৃথা স্নেহ-আদর-যত্নে আবদ্ধ, স্ত্রীপুত্র পরিবারের মিথ্যা মায়া-মমতায় মুগ্ধ হইয়া জীবন জনম ব্যর্থ করিতাম না।

তখন সেই চরমশয্যায়, জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে শুধু বৃথা এইরূপ অনুতাপই করিতে হইবে, অথচ প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে না। সুতরাং আমাকে আজ সময় থাকিতে মত্যুচিন্তা-বিচার করিয়া জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও অনুসরণ পূর্ব্বক মহামুক্তির পথে অভিযান করিয়া জীবনজনম সার্থক করিতে হইবে।

—: :—

সঙ্ঘের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবর্গের

—প্রতিজ্ঞা-পঞ্চক—

১। সন্ন্যাস বা ত্যাগরূপ যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিলাম —তাহা জীবনে কখনও পরিত্যাগ করিব না।

২। আত্মতত্ত্বোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ ও সন্ন্যাসাশ্রমের কোনও বিধি-নিষেধ কদাপি লঙ্ঘন করিব না।

৩। রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে কদাপি প্রশ্রয় দিব না।

৪। সতত সত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্য-স্বরূপ সনাতন পুরুষকে লাভ করিতে চেষ্টা করিব।

৫। চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিব।

—: :—

১৩২৮ সনে পৌষ-পূর্ণিমার কয়েক দিন পূর্ব্বে সঙ্ঘনেতা শ্রীমদাচার্য্যদেব এই মহাসঙ্কল্প-মন্ত্র খুলনা সেবাশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এবং বর্ত্তমান সঙ্ঘ-সভাপতির হস্তে লিখিতভাবে প্রদান করেন। তাঁহার (শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার) নির্দ্দেশে পৌষ-পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সঙ্ঘের প্রথম ও প্রধান সন্তানগণ (খুলনা ও আশাশুনী সেবাশ্রমে) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান-পূর্ব্বক প্রার্থনা-মন্দিরে নিয়মিত ধ্যানজপ-প্রার্থনান্তে পূর্ব্বাশ্রমের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়া এই মহাসঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার গ্রহণে আত্মস্মৃতি

আজ এই শুভ সময়ে, পরম শুভ মুহূর্ত্তে আমি আমার পূর্ব্বাশ্রমের যাবতীয় সংস্কারকে ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের যাবতীয় স্মৃতি ও সংস্কার আমার প্রাণে জাগাইয়া রাখিব।

যে স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে বহু জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করাইয়া পিতামাতার আদর যত্ন ও স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ঘোর বিভ্রম-বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দিয়াছে,—আজ এই শুভ সময়ে সেই স্মৃতি ও সংস্কারকে নষ্ট করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ পূর্ব্বক—এই নবজীবন গ্রহণ করিলাম।

আমার এখন আর জাতি-গোত্র, আত্মীয়-পর কিছুই নাই। আমার আছেন শুধু একজন—যিনি কখনও সরূপ কখনও অরূপ, কখনও আদি কখনও অনাদি, কখনও সবিকল্প কখনও বা নির্ব্বিকল্প।

আমি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি—এ জীবনে এই ব্রত ও বেশ পরিত্যাগ করিব না।

এই মহাব্রত গ্রহণের নিমেষ পূর্ব্বে যে-আমি ছিলাম

এখন আর সে-আমি নাই। আজ আমি নব বলে বলীয়ান। যাবতীয় বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনির্ব্বাণ ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ-স্পৃহাকে নষ্ট করিয়া নব ভাবে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহামুক্তির পথে গমনোদ্যোগী।

আমার বিষয়-সুখসম্ভোগকারী দেহকে শাসন করিয়া আমি ভোগবিলাস-বিহীন চিত্তবৃত্তি লইয়া বসবাস করিব। এতকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে-মোহে আমি নিমজ্জিত ছিলাম—সেই মোহ, সেই স্মৃতি, সেই জঘন্য ভাব আমার ধ্বংস হউক। যে বুদ্ধি আমাকে নানা বাসনাজালে বিজড়িত করিত, সেই বুদ্ধি আজ নষ্ট হউক। যে জ্ঞান পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধনে, মায়িক কর্ত্তব্য-পালনে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত,—সেই জ্ঞান ও বোধ আমার বিনষ্ট হউক।

আজ আর আমার ভিতরে কোন পাপতাপ নাই; কোন মায়া-মোহ নাই, কোন ভ্রম-ভ্রান্তি নাই ; এখন আমি—নির্ম্মল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমার দুর্ব্বল মন সবল হইয়া আমাকে মহামুক্তির পথে গমনে শক্তি প্রদান করিতেছে। আমার হৃদয় আজ বিবেক-বৈরাগ্যের আলোকে আলোকিত হওয়ায় আমি আজ মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত হইলাম।

যে বিষম বিভ্রম ও বিস্মৃতি এতকাল পর্য্যন্ত অসত্যে

সত্য বোধ আনিয়া, অবস্তুতে বস্তু বোধ দিয়া, অনিত্যে নিত্য বোধ জাগাইয়া—আমার অনন্ত শক্তি-সামর্থ্য ও বিপুল বিক্রম-পরাক্রমকে দমন করিয়া পাপ-তাপ ও মায়া-মোহের পথে প্রবর্ত্তিত করিত;—এই মহাব্রত দ্বারা হৃদয়ে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া, চির জনমের মত এই বিভ্রম-বিস্মৃতিকে বিনষ্ট করিয়া সেই পরম পুরাণ পুরুষের সহিত আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিবার জন্য এই মহামুক্তি ও শাশ্বত কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত হইলাম।

আজ আমি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে সাক্ষী করিয়া, অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি এবং যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি—এই জীবনে তাহা কোনও ক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই ব্রত পালন করিবার জন্য আমাকে যে-কোন দুঃখ-দৈন্যকে সানন্দে, সাগ্রহে বরণ করিতে হইবে। এজন্য অচঞ্চল ও অবিচলিত ভাবে অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অটল অটুটভাবে আমার অন্তরের এই মহাভাবকে রক্ষা করিয়া আশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইবে।

আমি বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবশে ত্যাগধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছি। মায়া-মোহ-পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি আমার জন্য নহে; উহা বিষয়-সুখ-সম্ভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের জন্য। আমি নিজে জাগিয়া দেশকে জাগাইব। আমি নিজে

উঠিয়া দেশকে উঠাইব। আমি বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে বিবেক-বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশকে মহাধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আপনার অস্তিত্ব ও বিশেষত্বের পরিচয় দিব।

ওঁ

সঙ্ঘের আদেশ ও উপদেশ।

১। সতত সঙ্ঘের চিন্তা করিয়া বিষয়ের চিন্তা হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে।

২। মৃত্যুচিন্তা দ্বারা বিবেক-বৈরাগ্য আনয়ন করিয়া রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবে।

৩। অন্তরে নিরন্তর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব, সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ বজায় রাখিয়া বাহিরের নানা কাজের আবিল আবহাওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবে।

৪। ত্যাগি-সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কদাপি একত্র শয়ন ও অঙ্গস্পর্শাদি করিবে না।

৫। রাত্রিতে শেষ প্রহরে নিদ্রা যাইবে না এবং রাত্রিতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় নিদ্রা যাইবে না।

৬। নিয়মিত কৌপীন ব্যবহার করিবে।

৭। দৈনিক নিয়মিত আদেশানুযায়ী জপধ্যান ও

আত্মচিন্তাদি করিবে।

৮। পরিমিত আহার্য্য গ্রহণ করিবে।

৯। মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও দুর্ব্বলতাকে দূর করিবার জন্য চিন্তা করিবে—

আমি যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে আমার পাপ-তাপ, মায়া-মোহ, ভ্রম-ভ্রান্তি—কিছুই থাকিতে পারে না; —ইহা ধ্রুবসত্য, অভ্রান্ত সত্য। আমি নিত্য, নির্ম্মল, শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব।

১০। কখনও কোন প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজ গত জীবনের ব্যাধিযন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির বিষয় চিন্তা করিয়া, —সর্ব্বোপরি সঙ্ঘনেতার চরণে আত্মনিবেদন ও কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

১১। সঙ্ঘের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কদাপি ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে না।

১২। কোন প্রকার নিষিদ্ধ খাদ্য বা মাদক দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে না।

১৩। পূর্ব্ব-আশ্রমের স্মৃতি বা সম্বন্ধ,—স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাকে মহাপাপ বলিয়া বিষধর সর্পবৎ পরিত্যাগ করিবে।

১৪। কোন প্রকার অপ্রত্যাশিত চিন্তাভাবনা আসিলে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে।

১৫। আহারে বিহারে বাক্যে—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সংযমী হইবে।

১৬। নিয়মিত ব্যায়াম করিবে ও রীতিমত ডায়েরী লিখিবে।

১৩৩০ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমদাচার্যদেব ব্রাহ্মমুহূর্তে আশাশুনী সেবাশ্রমে দুইজন প্রবীণ ব্রহ্মচারীকে গৈরিক সংস্কার প্রদানান্তর—'সঙ্ঘের শরণই মহাকল্যাণ', 'মৃত্যুচিন্তা', 'আত্মচিন্তা', আত্মানুশীলন', 'মৃত্যুচিন্তা-বিচার' 'ব্রহ্মচর্য্য-সংস্কার গ্রহণে আত্মস্মৃতি', 'সঙ্ঘের আদেশ ও উপদেশ'—এই মহাবাণী কয়টী লিখিতভাবে প্রদান করেন এবং অন্যান্য ব্রহ্মচারীদিগকেও নিজ নিজ খাতায় ইহা লিখিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে পাঠ করিবার নির্দ্দেশ দেন।

ওঁ

সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমদাচার্য্যদেবের

পত্রাবলী

(১)

বাজিতপুর সেবাশ্রম,
পৌষ—১৩২৬, জানুয়ারী—১৯২০

স্নেহের...

ক্রমান্বয়ে তোমার দুই খানা পত্র পাইয়াছি। বর্ত্তমানে তুমি যেখানে আছ তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী স্থান। দৈনিক শাস্ত্রালোচনা করিও, দৈনিক নিয়মিতভাবে গীতা উপনিষদ এবং যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যশতক ও অন্যান্য বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিও। ৪।৪॥ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইও না। শঙ্করাচার্য্যের বিবেক-বৈরাগ্য, বুদ্ধের ত্যাগ এবং চৈতন্যদেবের প্রেমের বিষয় ভাবিও।

পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বালক প্রহ্লাদ হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত হইল, সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপিত হইল, সুমহান্

পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে নিপাতিত হইল, কালসর্পের দ্বারা দংশিত হইল; তথাপি তিনি হরিনাম জপ ত্যাগ করিলেন না; অচল অটল অটুটভাবে নিজের ভাব রক্ষা করিলেন।

যম-নিয়ম-আসন অভ্যাস করিও। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও। যে সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষের বিষয় তুমি জান তাঁহাদের চরিত্র প্রত্যহ চিন্তা করিও। কোন সময়ের জন্য, কোন মুহূর্ত্তের জন্য যেন বাজে ভাবনা-চিন্তা মনে না আসিতে পারে। সতত সৎচিন্তা সদ্ভাবনা সৎসঙ্কল্প করিবে যাহাতে মানসিক কুবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ...র জীবনের উন্নতির মূল—গোড়াতেই তাঁহার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল। তোমারও তাহাই প্রয়োজন।

তুমি আর সংসারের মুখপানে তাকাইও না, সংসারের বিষয় ভাবিও না। পরিত্যাজ্য ও পরিত্যক্ত বিষয় বা বস্তু যেমন আমাদের স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, তেমনি সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের প্রতি যেন তোমার ঘৃণা বোধ হয়। যে বিষয়কে বিষ ও বিষ্ঠা জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছ —তাহাকে যেন আর কখনও অমৃত জ্ঞানে ধরিতে না হয়।

যে সমস্ত ছেলের কথা তুমি লিখিয়া থাক তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংসারে আছে, আর তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। তোমার ও তাহাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাহারা ত্যাগী হইতে চায় ও চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এখন পর্যন্তও তোমার মত ত্যাগী হইতে পারিতেছে

না। যে পর্য্যন্ত তাহারা সমস্ত কিছু ত্যাগ করিতে না পারিবে সেই পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভেদ করা তো দূরের কথা, তাহা শুনিতে বা বুঝিতেও পারিবে না। সুতরাং তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে বহির্মুখী হইতে দিও না।

দৈনিক ৫।৬ ঘন্টা জপ-ধ্যান করিও। অনেক সময় মৌন থাকিও। এমন অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা করিবে—যেন বহির্জগতের কোন কিছু তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিদৃশ্যমান্ যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতিসাগরের অতলতলে নিমজ্জিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না। মনকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া যতই অন্তর্জগতের দিকে নিতে পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইতে থাকিবে। তোমরা যে পথের পথিক হইয়াছ—যদি সর্ব্বদা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাক তবে কোন প্রলোভনই তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভোগীর মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। সতত সাবধানে থাকিও এবং সর্ব্বদা মনে করিও—আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি সর্ব্বত্যাগী;—এরূপ করিলে তোমাকে কোন ভোগ স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতি—

প্রাপক

ঋষিকেশ স্বর্গাশ্রম

আশীর্ব্বাদক

(২)

বাজিতপুর সেবাশ্রম,
সেপ্টেম্বর, ১৯২০

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম, বিশেষ ব্যস্ত হইও না। দুঃখ-দৈন্য বিপদাপদ মানুষের আসিয়াই থাকে। উহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। যে ছেলে কোন অভাবের তাড়নায় নয়, কোন সাময়িক উত্তেজনা-পরবশ হইয়াও নয়—সংসারকে ত্যাগ করিতে পারে,—তাহার ভিতর কি কোন শক্তির অভাব থাকিতে পারে? এখন দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, বীরবেশে, সমুন্নতবক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত বীরত্বের পরিচয় দাও। নিমেষের মধ্যে যা-কিছু বাসনা আছে ধ্বংস—বিধ্বংস করিয়া ফেল। আর আলস্য দীর্ঘসূত্রতা লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। খুব চিন্তাশীল হইতে হইবে। এখনও কি চঞ্চলতা লইয়া বসিয়া থাকিবে? অবিলম্বে সে-সব জন্মের মত বিদায় দাও। নিয়ন্তা তোমাদের উপর কত বড় গুরুভার, কত বড় কঠোর দায়িত্ব চাপাইয়াছেন, তাহা কি সতত চিন্তা কর না?

কৈ তোমাদের সেই আত্মবিশ্বাস—যার বলে বলীয়ান্ হইয়া সমগ্র দেশ জয় করিবে? অনেক সময়ে অনেক পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইবে; সাবধান—মান-মর্য্যাদা

যেন সব সময় ঠিক থাকে। না-ই বা থাকিবে কেন? শরীরের জন্য কিছু ভাবিও না।

শরীর বড় সুবিধার নয়। হাড়-মাংসের খাঁচা—এতো আর চিরকাল থাকিবার নয়। ইতি—

প্রাপক

খুলনা ধর্ম্মসভা

আশীর্ব্বাদক

(৩)

বাজিতপুর সেবাশ্রম
জানুয়ারী, ১৯২৪

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া যাবতীয় বিষয় অবগত হইলাম। বর্ত্তমানে তোমরা যেরূপ সুযোগ—সুবিধা পাইয়াছ সেইরূপ সুযোগ-সুবিধা খুব কম লোকেই পাইয়া থাকে। এই সুযোগ-সুবিধা যেন কোন মতেই উপেক্ষিত না হয়। বিবেক-বৈরাগ্য ত্যাগীদের একমাত্র সম্বল। তোমাদিগকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে হইবে। তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া, আর্য্য-ঋষিদের আসনে উপবেশন করিয়া এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত করিবে। নীতি ও ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য, ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য বিঘোষণ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ—এই বিশ্বাস

যেন নিয়ত থাকে। এই জাতীয় বিশ্বাসই যাবতীয় উন্নতির মূলীভূত কারণ।

নিজে প্রস্তুত হও, যথোচিত শক্তি—সামর্থ্য সঞ্চয় কর; তোমরা এক একজন এক একটি সিংহশিশু, অযুত হস্তীর বল তোমাদের আছে। তোমরা যে-কোনো কাজ করিতে পার—এই বিশ্বাস খুব চাই। দুর্ব্বলতাই পাপ, কখনও যেন কোন দুর্ব্বলতা আসিতে না পারে। অতি শীঘ্রই তোমাদিগকে আদর্শ স্থানে দাঁড়াইতে হইবে। তোমাদের আদর্শে, তোমাদের অনুকরণে হাজার হাজার লোক গঠিত হইবে। মানুষ যাহা করিতে পারে—তোমরা তাহা অবশ্যই করিতে পারিবে। বিফলতা আসিলে বুঝিবে—চেষ্টা-যত্ন-উদ্যোগের ত্রুটি আছে।

খুব ধ্যানজপ কর—তবেই সব বুঝিতে পারিবে। জপধ্যান ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না, শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব কখনও উদ্ভেদ হয় না।

গয়ার আশ্রম খুব শীঘ্রই হইবে। তোমরা সত্বর প্রস্তুত হও, সমস্ত আশ্রমের অস্তিত্ব তোমাদের উপর নির্ভর করে। ইতি—

প্রাপক

খুলনা সেবাশ্রম আঃ...

(৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—১৯২৫, ডিসেম্বর

স্নেহের...

তুমি লিখিয়াছ—"যে সব ছেলের সহিত আমি মিশি তাহাদের চিন্তা আমার ভিতর আসিয়া থাকে।" কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ চিন্তা তোমার কোন ক্ষতি না করুক, খুব শীঘ্রই উহার সহিত অপবিত্র ভাব ও মলিনতা আসিয়া তোমাকে বিব্রত করিবে এবং ঐ চিন্তা ভিন্ন আর থাকিতে পারিবে না। অবিলম্বে ঐ সব চিন্তা ও সঙ্গ পরিত্যাগ কর যদি ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে চাও। ইতি—

আঃ...

(৫)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

+ + + যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত না হয় সে-পর্যন্ত অন্য লোকের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না। যাহার সহিত মিশিলে, যাহাকে স্পর্শ করিলে তোমার চিত্তবিকার জন্মে, তাহার সহিত না মিশিতে, তাহার

অঙ্গাদি স্পর্শ না করিতে লিখিতেছি। তোমার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য বিশেষ কিছু ভাবিবার নাই। এখন হইতে তুমি প্রস্তুত হও। আর কখনও কুসংসর্গে মিশিও না। এই মহাবাণী স্মরণ কর—"আমি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে সাক্ষী রাখিয়া, শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায়, অচিন্তা বা কুচিন্তা দ্বারা আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব—এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ মহাশক্তিকে নষ্ট করিয়া আত্মহত্যারূপ মহাপাপে নিমগ্ন হইব না।"

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হইবে। সংকল্পে অবিচলিত থাকিবে। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনো দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্য্যই মানুষের যথাসর্ব্বস্ব। বীর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়, আর এই বীর্য্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ইতি—

আঃ...

(৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—১৯২৩, ডিসেম্বর

স্নেহের...

সতত মৃত্যুচিন্তা করিয়া বিষয়বুদ্ধি লোপ করিও। ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাকে সংযত করিবে। রিপুর উত্তেজনাকে নষ্ট করিবে। যে লোক এই স্মৃতি নিয়ত প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারে যে, যে কোন সময়, যে কোন মুহূর্ত্তে এই দেহটী পাত হইতে পারে;—এই যে আমি এখানে অবস্থান করিতেছি যে-কোন মুহূর্ত্তে এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে বাজে চিন্তা-ভাবনা আসিয়া আর তাহাকে বিব্রত করিতে পারে না। দেহ কি ? রিপু কি ? জগৎ কি ? জীব কি ? ইন্দ্রিয় কি? —যে ব্যক্তি এই সমস্ত চিন্তা লইয়া সময় কাটায় তাহাকে অন্য কোন চিন্তা স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিবেক লাভ হইবে, আর বিবেক লাভ হইলেই প্রকৃত বৈরাগ্য আসিয়া থাকে।

দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই—মহাপাপ। কোন ভয় নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় চলিয়া যাও। কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

দিনে ঘুমাইও না, অধিক নিদ্রা খারাপ। আরব্ধ ব্রত সম্পাদনে যে কোন কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে যে কোন দুঃখ, দৈন্য, বিপদাপদ আসুক—তাহাকে

বরণ করিতে হইবে। বিচলিত হইলে চলিবে না। প্রকৃত মানুষ সে-ই—যে আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে জীবনকেও উপেক্ষা করিয়া থাকে।

যে স্থানে আছ, ঐ স্থানকেই হিমালয়ের গুহা মনে করিয়া থাকিবে। ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে হইবে। দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ (সাধনা) করিতেছ? যেরূপ কার্য্য করিতেছ তাহা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা ?—এই সকল চিন্তা করিয়া চলিবে।

যে সমস্ত উপদেশ তোমাদিগকে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা দৈনিক পাঠ করিবে। ইতি—

প্রাপক
মাদারিপুর সেবাশ্রম আঃ...

(৭)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
বাং ২৫।৩।২৯

স্নেহের...

মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেক সময়ে অনেক চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প যারা, আরব্ধ ও সঙ্কল্পিত কর্ম্ম-সংসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত যারা—এমন ব্যক্তি নিজের ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহিষ্ণুতাকে পরিত্যাগ করিয়া, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরতাকে

জলাঞ্জলি দিয়া, সাময়িক চঞ্চলতার বশবর্ত্তী হইয়া, সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যখন তখন যা’ তা’ করিতে প্রস্তুত হয় না। সে যাক্—এখন অন্যের সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দায়িত্বের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য—সহিষ্ণুতাকে গ্রহণ করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।

মানুষের মুক্তিই সেখানে, মানুষের মনুষ্যত্ব, বীরের বীরত্বই সেখানে, যেখানে মানুষ অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় লইয়া যাবতীয় দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপাককে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনে অবিচলিত ভাবে, অচঞ্চল ভাবে, অচল, অটল, অটুট ভাবে অবস্থান করে। ... ...

মানুষের শক্তির বিকাশ-প্রকাশ হয় কার্য্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। ইতি—

প্রাপক

খুলনা সেবাশ্রম আঃ...

(৮)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১১৮ শোভাবাজার স্ট্রীট, হাটখোলা
কলিকাতা—ইং ৩।৪।২৩

স্নেহের ...

তোমরা আজ কোন্ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া, কত বড়

গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছ,—তাহা যদি তোমাদের প্রাণে সতত জাগরূক রাখ তবে সহসা আর কোন দুর্ব্বলতা আসিয়া মনকে অধিকার করিতে পারিবে না। ভ্রান্তিবশতঃ আজ তোমরা তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যকে পরিমাপ করিতে পারিতেছ না। পাপ-তাপ-মায়া-মোহ-স্নেহ-মমতা এই ব্রহ্মচর্য্য সংস্কার গ্রহণের পূর্ব্বে ছিল, এখন আর নাই। তবে ভ্রমবশতঃ বিচারবুদ্ধির অভাবে এইরূপ পূর্ব্বাশ্রমের সংস্কার সময় সময় তোমাদের প্রাণে জাগিয়া তোমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চায়। কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হইও না। এইরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই মানুষ গড়িয়া উঠে। এই কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, মানুষের জীবনে যদি আত্মোন্নতি করা সম্ভব হয় তবে তোমরা যখন লক্ষ্য স্থির করিয়া যথাপন্থাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইবে। এ সম্বন্ধে আর কোন সংশয়-সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সমগ্র দেশে তোমাদের ন্যায় ত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা যদি যথেষ্ট থাকিত তবে ভারতের এখনও এরূপ দুরবস্থা থাকিত না। তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। হাজার হাজার লোককে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তোমাকে পরিব্রাজক অবস্থায় কিছু কালের জন্য প্রচার কার্য্যে থাকিতে হইবে। সমস্ত স্নেহ-মায়া-ভ্রান্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেল। আর মৃতের মত প্রাণস্পন্দনরহিত হইয়া

পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। খুব বেশীদিন আর তোমাকে এমন ভাবে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। ইতি—

প্রাপক
আশাশুনী সেবাশ্রম (খুলনা)

আশীর্ব্বাদক

(৯)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১১৮, শোভাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা—ইং ৩।৪।২৩

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম, বিশেষ ব্যস্ত হইও না। ...র ভিতর একদিন এরূপ দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল যে, তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে এক মহাত্মা বলিলেন যে, তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। কেননা, তোমার মত লোকের ভিতর এত দুর্ব্বলতা আসা যখন সম্ভব নয় তখন ইহার ভিতর অনেক রহস্য আছে। তুমি এই মহাপাতক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর তিনি দেখিলেন —তাঁহার অনেক মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে।

তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমাদের ভিতর অমিত তেজোবীর্য্য আছে, কোনরূপ বিচলিত হইও না। তোমরা স্বতঃপবিত্র, স্বতঃবিশুদ্ধ। তোমাদের কোন ভয় নাই।

তোমাদিগকে কে নষ্ট করিতে পারে? তোমরা ধীর, স্থির হও; আত্মবিশ্বাসী হও; আত্মশক্তি বিকাশের জন্য স্বতঃচেষ্টিত হও।

সতত এই মহামন্ত্র স্মরণ রাখিও যে, আমরা বাড়ী ঘর দেশ সব ছাড়িয়াছি, মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, রিপু ও ইন্দ্রিয়-ভোগসুখ-কামনা পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে আর আমাদের কামনা-বাসনা-আসক্তি কিসে থাকিল? যদি থাকে—তবে তাহা মিথ্যা ও ভ্রান্তি। তোমাদের কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই, তোমরা বীরের সন্তান, ত্যাগীর সন্তান। তোমাদের আবার দুর্ব্বলতা কি? মনে কর সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা, প্রহ্লাদের দৃঢ়তার কথা, বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের বিবেক-বৈরাগ্যের কথা। ধীর স্থির হও; প্রসন্নতা লইয়া সতত চল। ইতি—

প্রাপক

আশাশুনী সেবাশ্রম (খুলনা) আঃ...

(১০)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা।

স্নেহের...

নিজেকে সতত কর্ম্মের প্রবল প্রবাহে ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহা না হইলে অচিন্তা কুচিন্তা সতত আসিয়া তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। কর্ম্মও যেমন করিবে, জপধ্যানও তেমনি করিবে। সতত দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিও, তবে আর স্বপ্নকল্পনায়ও কুচিন্তা আসিতে পারিবে না। সতত মৃত্যুচিন্তা করিলে আর কোন রকম দুর্ব্বলতা আসিতে পারিবে না। ইতি—

আঃ...

(১১)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
ইং ২।৯।২৩

স্নেহের......

সন্ন্যাস সংস্কার সম্বন্ধে তুমি যে সমস্ত কথা লিখিয়াছ তাহার ব্যবস্থা যাহাতে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে হইতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। শারীরিক ব্যাধির জন্য বিশেষ ভাবিলে চলিবে না। ব্যাধিকে ব্যাধি মনে করিও

না, ইহা তোমাদের একরূপ তপস্যা—মহাপরীক্ষা। এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপরই তোমার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আগামী মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তোমার নিয়মিত ডায়েরী রাখিও। ইতি—

প্রাপক
নাটোর কালাজ্বর নিবারণী সমিতি, নাটোর, রাজসাহী

আঃ...

(১২)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
জুন, ১৯২৩

স্নেহের...

যশমান-প্রতিষ্ঠাকে পদদলিত করিয়া, অহংকার অভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় ধীর স্থির অবিচলিত থাকিয়া, সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসীর নীরস প্রাণকে সরস করিবার জন্য, সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিবার জন্য আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়া, আত্মনির্ভরতাকে গ্রহণ করিয়া বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে থাক। অনেক সময় অনেক রকম লোক লইয়া কাজ করিতে হইবে। বিশেষ বিচার পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন না করিয়া চলিলে অনেক সময়ে অনেক ভুল, ভ্রান্তি ঘটিতে

পারে। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে। মানুষ অনেক সময় আত্মশক্তিকে ভুলিয়া আত্মবিশ্বাসকে হারাইয়া নিতান্ত সাধারণের ন্যায় বসবাস করে। সুতরাং, এখন আর নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় প্রচার সহ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইতি—

প্রাপক
উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম
নওগাঁ, রাজসাহী

আঃ...

(১৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম, নওগাঁ
বাং ২১।৪।৩০

স্নেহের...

প্রসুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া, মহাজাগ্রত অবস্থা গ্রহণ করিয়া শক্তির জ্বলন্ত, জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এখন সমগ্র দেশের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে আর চলিবে না। আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান্ হইয়া আত্মমর্য্যাদাকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত পাপ-তাপকে ভ্রান্তিবোধে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল বিক্রম সহকারে রোগ, শোক ও জড়ভাবাচ্ছন্ন

জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য বিবেক বৈরাগ্যরূপ মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে এখন উপস্থিত হইতে হইবে।

বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে বিস্মৃতিসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতিকে হৃদয়ে জাগাইয়া এই দুর্ব্বল জাতিকে সবল করিবার জন্য, এই নিস্তেজ জাতিকে সতেজ করিবার জন্য নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়া মহাসংগ্রামক্ষেত্রের মহাসন্ধিস্থলে অবস্থান করিতে হইবে।

খুব ভাবিও, খুব চিন্তা করিও,—আজ তোমরা কত বড় গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া আছ। আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া শত শত সহস্র সহস্র সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিবার জন্য তোমাদের সঙ্ঘকে উপযুক্ত করিয়া তোল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সমবেত ও সম্মিলিত করিয়া বিরাট সঙ্ঘশক্তিকে সংগঠন কর। তবেই তোমরা মহাসংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিপুল পরাক্রম সহকারে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে।

ভুলিয়া যাও—রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন ; বিস্মৃত হও—পাপতাপ-আধিব্যাধি ; ধর—সুতীক্ষ্ণ বিবেক-বৈরাগ্যের অসি ; ছিন্ন করিয়া ফেল—যাবতীয় মায়া-মোহ-

ভ্রম-ভ্রান্তির কুসংস্কারজাল। এইরূপে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়া পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর—বিপন্নকে, আশ্রয় দাও–নিরাশ্রয়কে, শান্তি-সুখ দাও সন্তপ্তকে। তোমরা সকলে অনন্ত শক্তি-সামর্থ্য লইয়া প্রবল পরাক্রম সহকারে বীরবেশে কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হও। আমি তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সানন্দে কালযাপন করিতে থাকি। ইতি—

প্রাপক
খুলনা সেবাশ্রম আঃ...

(১৪)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
ইং ২৯।১০।২৩, সোমবার
বাং ১২।৭।৩০

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম। আজ বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ও সৌভাগ্য বশে যে সঙ্ঘের সংশ্রবে আসিয়া পড়িয়াছ তাহাতে আর বিশেষ ভয় করিবার ও ভাবিবার যদিও কিছুই নাই তথাপি মাঝে মাঝে নানা আবিলতা আসিয়া তোমাদিগকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিবার উপক্রম করিবে। প্রকৃত বীরের ন্যায় ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা—উহা তোমাদের নহে। পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি, মায়া-মোহ—কোন কিছুই তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—এই ধারণা ও সংস্কার সতত প্রাণে জাগাইয়া রাখিবে। মানুষের জীবনে যাহা কিছু করা সম্ভব—তোমাদের জীবনে তাহা কেন সম্ভব হইবে না ? তোমাদের জীবনে যদি কোন কিছু সম্ভব না হয়—তবে অন্যের জীবনে কোন কিছু কিরূপে সম্ভব হইবে ? তবে উদ্যম, অধ্যবসায় ও পুরুষকারকে বাদ দিলে চলিবে না।

বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম অবলম্বন করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম প্রকৃত বীরের ন্যায় করিয়া যাও। তবেই জীবের ঈপ্সিত ও অভিপ্রেত জিনিস প্রাপ্ত হইবে। বিবেক বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া, সংকল্পেতে দৃঢ় হইয়া, আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্রিকতাকে অবলম্বন পূর্ব্বক দৈনন্দিন নিয়ম নিষ্ঠার ভিতর দিয়া সতত তোমাকে চলিতে হইবে।

যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা মানুষকে মহামুক্তি লাভের অধিকারী করিয়া দেয়—তোমার চাই সেই আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা। তোমার বিশেষ ভাবিবার ও ভয় করিবার কিছু নাই। খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। ভ্রান্ত জীবের ন্যায় সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইও না। নিজের দিকে তাকাও। পূর্ব্বাপর যত কিছু লিখিয়া ও বলিয়া দিয়াছি তাহা বিশেষ করিয়া পড়িও ও

ভাবিও। ওখানে থাকা খুব বেশী অসুবিধাজনক মনে করিলে শীঘ্রই তোমাকে খুলনায় পাঠান যাইবে। ইতি—

প্রাপক

নাটোর কালাজ্বর   আঃ...

নিবারণী সমিতি

(১৫)

মাদারিপুর সেবাশ্রম

ইং ১৫।৫।২৬

স্নেহের...

রিপুদমন এবং ইন্দ্রিয় সংযমই তোমাদের প্রধান তপস্যা। এসম্বন্ধে এযাবৎ তোমার প্রতি যে সমস্ত আদেশ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া চলিলে—তুমি প্রসন্ন ও প্রফুল্ল চিত্তে কালযাপন করিতে পারিবে। যে চিন্তা, যে ভাবনা আসিয়া তোমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তোমাকে মনঃক্লেশ প্রদান করে সেই চিন্তা, সেই ভাবনা আর কখনও করিও না। খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। যেই চিন্তা, যেই ভাবনা তোমার মনকে নীচ, দুর্ব্বল করে—তাহা অবিলম্বে পরিহার কর।

তোমার যথাসর্ব্বস্ব যিনি—অন্তিমে, চরমে, পরিণামে তুমি আপনার বলিয়া যাঁহাকে ধরিবে, যাঁহার শরণ লইয়া তুমি ত্রিতাপতাপিত প্রাণকে সুশীতল করিবে, সেই

পরমাত্মীয়, পরম বন্ধু আপনার জনকে ছাড়িয়া, তাঁহার কথা চিন্তা না করিয়া, না ভাবিয়া, রিপু ও ইন্দ্রিয় তাড়নায় তাড়িত হইয়া একজন সাধারণ ব্যক্তি—যাহার দ্বারা তুমি কোন ক্রমেই কোন কিছু সাহায্যের আশা করিতে পার না;—তাহার চিন্তা লইয়া তোমার অমূল্য সময় কাটাইলে চলিবে কেন?

এমনি ঘোর আত্মবিস্মৃতি তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে যে, তোমার অতি আপনার জন, পরমাত্মীয় যাঁহার শরণ লইয়াছ—তাঁহার বাণী কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? সতত স্মরণ রাখিও যে, তুমি আর এখন স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতে পার না। কেননা, তুমি যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার মান-মর্য্যাদা হানিকর কিছু করিলে তোমার আশ্রয়স্থল সঙ্ঘই কলুষিত ও কলঙ্কিত হইবে। তাই বলিতেছি, এখনও সাবধান হও, সতর্ক হও।

কোন ভয় বা ভাবনার কিছুই নাই। তোমার আশ্রয়দাতার বাণী সতত স্মরণ রাখিও। ইতি—

প্রাপক

উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম, নওগাঁ আঃ...

(১৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ক্রমশঃ অতীত হইয়া চলিল, তবু মায়ার ঘোর, মোহের আবরণ কিছুতেই কাটিল না। আর কতকাল এরূপ রিপু ও ইন্দ্রিয়, কামনা ও বাসনার তাড়নায় তাড়িত হইয়া জীবন-জনমকে নষ্ট করিবে? তোমার সেই পরম শত্রুনিচয় রিপু ইন্দ্রিয়, কামনা-বাসনা প্রভৃতি তমোভাব মিত্রবেশে তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। এখনও নিজের গোঁড়ামি ও মতলব অবিলম্বে পরিহার করিয়া নিজের অমূল্য জীবনকে রক্ষা কর। তোমার বুদ্ধি ও মতলব এখনও নিতান্ত অপরিপক্ক। যে পর্য্যন্ত বিবেক-বৈরাগ্য তোমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত না হইবে সে পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধি ও মতলবের কোনই মূল্য নাই। তোমার হয়তো অনেক সময় মনে হইবে যে, তুমি যাহা ভাবিয়াছ বা করিয়াছ—তাহা খাঁটী সত্য; কিন্তু তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

বিশেষ ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই। খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে অনন্ত উদ্যম

অধ্যবসায় লইয়া বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাও। বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিলে চলিবে না। প্রতি নিমিষে নিমিষে, প্রতি পলকে পলকে জীবন-যৌবনের পরিণতির বিষয় স্মরণ রাখিয়া আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতিকে সতত জাগরূক রাখিবে।

ভাবের দোহাই দিয়া—কদাপি আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রার প্রশ্রয় দিও না। আলস্য, নিদ্রা, দীর্ঘসূত্রতা—মিত্রবেশে তোমাকে অনেক সময়ে আলিঙ্গন করিতে যাইবে। খুব সাবধানে থাকিবে। তাহাদের কুহকে ভুলিলে, মোহে বিমোহিত হইলে চলিবে না। বর্ত্তমানে তোমাকে খুব বিব্রত থাকিতে হইবে। সঙ্ঘকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে অনেক জিনিস হজম করিয়া লইতে পারিবে। ইতি—

আঃ...

(১৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা, নভেম্বর-১৯২৩

স্নেহের...

তুমি একবার তোমার নিজের দিকে তাকাও। মাঘী পূর্ণিমা সন্নিকট হইয়া আসিল। তোমার অবস্থার খুব পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইলে চলিবে না। রাত্রে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা কাজ (ধ্যান-ভজন) করিতে হইবে। বর্ত্তমানে তোমার প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু আলস্য, জড়তা, নিদ্রা,

লোভ ও চঞ্চলতা। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হও।

নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইলে চলিবে না। অতি সত্বর তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। শত শত লোককে তোমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। প্রচার কার্য্যে বাহির হইবার জন্য উপযুক্ত হও। আলস্য ও জড়তায় সময় নষ্ট করিও না। নিয়মিত পড়াশুনা করিও। গীতার যে সমস্ত শ্লোক তোমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন তাহা মুখস্থ করিয়া ফেল।

বিবেক-বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা থাকিলে তোমাদিগকে কোন পাপ-তাপ-প্রলোভন স্পর্শ করিতে পারিবে না। অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় ও বিপুল বিক্রম-পরাক্রম সহকারে তোমার নিজের ভাবকে অবিচলিত ভাবে রক্ষা করিবে। স্বাতন্ত্রিকতাকে কদাপি পরিত্যাগ করিও না। ইহা তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব।

সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমরা যে সংশ্রবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে তোমাদিগকে ধ্বংস করে এমন কোন পাপ তাপ প্রলোভন আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই—যদি তোমরা তোমাদের সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতার মহাবাণীকে প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে—মৃত্যু পর্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিতে পার। উপস্থিত তোমাকে কিছুদিন অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িয়া বিব্রত হইতে হইতেছে। ইহাতে অস্থির হইও না। খুব শীঘ্রই তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে। ইতি—

প্রাপক
উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম
নওগাঁ, রাজসাহী

আঃ...

(১৮)

নওগাঁ, রাজসাহী
বাং ২০।৪।৩০

স্নেহের...

যদি তুমি তোমার প্রসুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধন করিতে প্রস্তুত থাক তবে সমস্ত ভ্রম-ভ্রান্তি-বিপদকে উপেক্ষা করিয়া বীরের মত চলিতে হইবে। তোমাদের ভিতর বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম আছে। সুতরাং, তাহার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট ভাবে নিশ্চিন্ত মনে কাপুরুষের মত শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল কাটাইলে চলিবে না।

সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির জন্য, আরব্ধ ব্রত নিষ্পাদনের জন্য জীবনপাত করিতেও, কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। তোমরা কি একবারও ভাবনা যে, তোমরা সেই মহামহিম মহান্ শক্তিধর পুরুষ শুঁকসমীক-শঙ্করাচার্য্যের বংশধর; তাঁহাদের পবিত্র শোণিত আজ পর্য্যন্তও তোমাদের ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? সতত মনে করিবে—পাপ-তাপ-দুর্ব্বলতা-ভীরুতা—ওসব তোমাদের নয়; উহা কামুক, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত ভোগীদের জন্য। সতত এই স্মৃতি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিবে যে, আমরা ত্যাগী সন্ন্যাসীর সন্তান। আমরা পবিত্রতার জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ। আমাদের কোনরূপ পাপ তাপ-দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে না। ইতি—

আঃ...

(১৯)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর, ইং ১৯।১১।২৩

স্নেহের...

পূর্ব্বাশ্রমের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে ত্যাগধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়। দৈনিক নিয়মিত সংখ্যা রাখিয়া জপ করিও। জপের সংখ্যা দৈনিক ১০০ করিয়া বাড়াইও। নিয়মিত ডায়েরী লিখিও। নিয়ত প্রাণে বিবেকবুদ্ধি জাগাইয়া কাজ করিও। আহার নিদ্রার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। তমোগুণের আক্রমণ হইতে নিয়ত নিজেকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিও। রাত্রি ৩টার পর ঘুমান কিছুতেই সমীচীন নয়। শয্যা ত্যাগ করিয়া পদ্মাসন অভ্যাস করিও; ধীরে ধীরে জড়তা ও তমোভাব কাটিবে। সমগ্র সঙ্ঘের বিষয় নিয়মিত দৈনিক কয়েক ঘণ্টা করিয়া ভাবিও। সমস্ত অবস্থার ভিতর নিজের স্বাতন্ত্রিকতাকে রক্ষা করিয়া চলিও। ইতি—

প্রাপক
কালাজ্বর নিবারণী সমিতি
নাটোর, রাজসাহী

আঃ...

(২০)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর, বাং ২৫।৯।৩০

স্নেহের...

সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আবশ্যক বোধে, প্রয়োজন বোধে, সময় হইলে অবশ্যই পাইবে।

সর্ব্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায় তাঁহার আশিস্‌বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া পুণ্যময়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপুরে তোমাদের সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ঐ শুভদিন, ঐ শুভ সময়ের মূল্য অনেকে হয়তো না ধরিতেও না বুঝিতে পারে; কিন্তু তোমাদের উহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। ওখানকার উৎসবের (মাঘী পূর্ণিমা উৎসবের) বাহ্যিক আড়ম্বর অনেক সময় রক্ষা করিতে না পারিলেও শুধু নির্দ্দিষ্ট দিনে চব্বিশ (২৪) ঘণ্টা শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই চলিবে। ইহাতে জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

তোমরা যে সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছ উহাকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই থাকিবে না। নিয়ত দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা বিষয়ে চিন্তা করিয়া—মৃত্যুর স্মৃতি স্মরণে রাখিবে। ইহার দ্বারা রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন নষ্ট হইয়া

কামনা-বাসনা লোপ পাইবে। এই মহাবাণী সতত স্মরণ রাখিয়া চলিও।

এখন আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে কর্ম্ম করিয়া যাও। অনতিবিলম্বে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে,—বিচলিত হইও না। ইতি—

প্রাপক

কালাজ্বর নিবারণী সমিতি, নাটোর আঃ...

(২১)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

মাদারিপুর, বাং ৬।৭।৩১

স্নেহের...

মনের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া শান্তি লাভের আশায় স্থানান্তরে যাইবার বাসনা করিতেছ; কিন্তু স্থানান্তর পরিভ্রমণ করিয়া চঞ্চলতা বাড়িবে বই কমিবে না। নিষেধবাণী না শুনা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ অযাচিত ভাবে উপদেশ দেওয়ার কারণ এই যে—মনের এইরূপ চঞ্চলতা লইয়া তুমি স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তোমার ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ-কথার পরও যদি তুমি জেদ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক হও, তবে তোমার বিষম ভুল হইবে—যাহা জীবনে আর সংশোধন

হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এই সমস্ত কথার পরে তোমার মনে হইতে পারে —যে ব্যক্তি আমাকে নিষেধ করিতেছে—সে কোন্ ব্যক্তি? সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎবেত্তা কিনা? সে ব্যক্তি অন্তশ্চক্ষুবিশিষ্ট কিনা? সে ব্যক্তি সিদ্ধ-সমাহিত কিনা?

কিন্তু যে ব্যক্তির নিষেধবাণী উপেক্ষা করিয়া অকাতরে তুমি স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইয়াছ—যে কোনো সিদ্ধসমাহিত মহাপুরুষ সেই ব্যক্তির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত কি না সন্দেহ। যদি কোন দিন প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব কোন ব্যক্তির নিকট উদ্ভেদ হইয়া থাকে, তবে সে বুঝিবে—তোমাকে যে ব্যক্তি স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিতেছে—সে অন্তশ্চক্ষুবিশিষ্ট বা ভূত-ভবিষ্যৎ-বেত্তা কি না? যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্ভেদ হইয়াছে কি না? তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই নানারূপ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া, অলীক চিন্তা করিয়া সাময়িক আনন্দ পাইতেছ। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে না যাওয়া যায় সেই পর্য্যন্তই কাল্পনিক সুখ ভোগ করা যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িলে নিজের সমস্ত চিন্তা যে অলীক তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

তুমি সুখে, শান্তিতে এবং নিতান্ত নিরাপদে ছিলে —যে পর্য্যন্ত তুমি Blind follower ছিলে। যখন হইতে তুমি ভাবিয়াছ—আমি আর Blind follower নই: আমারও নিজের একটা ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব আছে;—তখন

হইতেই তোমার ভিতরে নানা দুর্ব্বলতা ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। পার্থিব জগতে সাধারণ মানুষের নিকট সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যে সিদ্ধ-সমাহিত মহাপুরুষদের নিকট সাধারণ মানুষের আবার একটা ব্যক্তিত্ব কি ?

তুমি যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছ—এ অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে তোমার নিজের সমস্ত খেয়াল খুশি ছাড়িয়া দিতে হইবে। সঙ্ঘের যাবতীয় কর্ম্মের ভিতরে তোমাকে প্রতিনিয়ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং বিশেষ দায়িত্ব সহকারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। সঙ্ঘনেতার আদেশ ও বাণী—সর্ব্বনিয়ন্তার আদেশ ও বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার উপর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কিছুকাল চলিলে তোমার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে, চঞ্চলতা বিদূরিত হইবে এবং সর্ব্বদা চিত্তের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা লইয়া থাকিতে পারিবে।

যে মুহূর্ত্তে তোমার ভিতরে এই চিন্তা আসিবে যে, সঙ্ঘ বা সঙ্ঘনেতার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, সঙ্ঘের কোন কর্ম্মে তোমার সহানুভূতি নাই,—সেই মুহূর্ত্তে অশেষ দুর্ব্বলতা তোমার ভিতরে আসিয়া তোমাকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। সঙ্ঘের আদেশ-উপদেশে বহুদিন স্থানান্তরে থাকিলেও বিপদের সম্ভাবনা

নাই। কিন্তু সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার আদেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বা তাঁহার সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এবং সঙ্ঘের যাবতীয় কর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া স্থানান্তরে মুহূর্ত্তকাল থাকাও নিরাপদ হইবে না।

কত সময়ে, কত স্থানে, কত ভাবে পতিত হইয়াছিলে যাহার ভিতর হইতে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল; তখন সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতাই তোমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পরিত্রাতা ছিলেন; তখন যে কোন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতে। এই সুযোগ-সুবিধা সকল মানুষের পক্ষে ঘটা অসম্ভব। সাময়িক উত্তেজনার বশে, নানাবিধ দুর্ব্বলতার প্রভাবে এই সুযোগ সুবিধা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না।

যদিও কখনও কখনও তোমাদের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত আচরণ ব্যবহার ও ভাব পাইয়া থাকি, তথাপি তোমাদের উপর আমার কোনক্রমেই ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। তবে কেবলমাত্র এই সম্ভাবনা যে, অনভিপ্রেত ও অনীপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান তোমাদের সম্বন্ধে কখনও কখনও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে।

অবিলম্বে নিজের ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দায়িত্ব সহকারে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হইবে।

যদি কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া কাজ করিতে ইচ্ছা হয় তবে তাহাও করিতে পার। কিন্তু কলিকাতায় থাকা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। আরও কিছুদিন আমাকে মাদারিপুরে থাকিতে হইবে, এখানকার কার্য্য শেষ হইলে কলিকাতায় যাইব। ইতি—

প্রাপক
কলিকাতা আশ্রম আঃ...

(২২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩৩০

স্নেহের...

অনেক দিন যাবৎ তুমি আমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছ। তুমি আমার অতি নিকটে ছিলে, এত নিকটে ছিলে যে, অন্য কেহ এত নিকটে ছিল কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহের কথা। তুমি যে এইরূপ করিবে তাহা বিশ্বাস ছিল না।

আমি তোমার নিতান্ত আপনার ও আত্মীয়; আমার সহিত কি কাহারও কখনও প্রতারণা বা ছলনা করা উচিত? তোমরা যখন যেভাবে যেরূপ ব্যবহার কর না কেন, আমি তোমাদের জন্য যতদূর করা সম্ভব তাহা করিব; কিন্তু সেই সাহায্য, সহানুভূতি ও অনুগ্রহ পাইবার

মত চেষ্টা না করিলে কোন ক্রমেই তাহা পাইতে পার না। এখনও ফিরিবার জন্য যথেষ্ট আকুলতা ব্যাকুলতা সহকারে চেষ্টা কর, তাহা না হইলে বিশেষভাবে বিপন্ন হইবে। যদিও আমি সকল সময়েই তোমাদের সব জানিতে, শুনিতে, বুঝিতে পারি; কিন্তু তোমাদিগকে আমি সাহায্য করিতে পারি—এমন অবস্থায় তোমাদের আসা দরকার। এইরূপ অনুকূল অবস্থায় না আসিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে পারে না।

তোমার বিবেক-বৈরাগ্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া এক সময়ে অনেকই স্তম্ভিত হইত, আজ তাহা কোথায় লুপ্ত হইল ? তুমি আমার সহিত অনেক দূরে গিয়াছিলে, সেই হিসাবে আজ আবার অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছ। এখনও আমি বলি—তুমি ঘুরিয়া দাঁড়াইলে সঙ্ঘের এক দিক রক্ষা করিয়া আত্মকর্ত্তব্যের সমাধান করিতে পারিবে। তোমার শক্তি-সামর্থ্যের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল; কিন্তু অনুশীলনের অভাবে তাহার তেমন বিকাশ হইতেছে না।

এখনও নিজের ভুলত্রুটি দেখিতে চেষ্টা কর। ভ্রমভ্রান্তি দূর করিয়া, স্বপ্নের বিঘোর ভাঙ্গিয়া নিয়ত জাগ্রত অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা কর। একবার ভিতরের দিকে তাকাও—তবেই বুঝিবে, তুমি কোথায় কোন অবস্থায় সরিয়া পড়িয়াছ। এইরূপ অবস্থায় আর থাকিলে চলিবে না। খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন কর। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তোমার উন্নতি

হইতেছে কোথায় ? তোমাদিগকে অবলম্বন করিয়া কত শত লোক মানুষ হইবে আর তোমরা আজ কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছ! শুধু আহার নিদ্রা লইয়া দিন কাটাইও না। ক্রমোন্নতি হইতেছে কিনা, না হইতে থাকিলে তাহার কারণ কি ? দিন রাত্রি কত ঘণ্টা ভাবিতেছ জীবনের উন্নতির কথা ? নিশ্চেষ্ট মনে বসিয়া থাকিও না। এইরূপ ভাবে জীবনের ভাল সময়টা নষ্ট করিলে শেষ সময় বিপন্ন হইবে।

পাগল কখনও তাহার পাগলামি বুঝিতে পারে না। হয়তো তোমার অবস্থাও তুমি সেইরূপ বুঝিতে পারিতেছ না। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি—তোমাদের গোঁড়ামি জলাঞ্জলি দিয়া প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা কর। খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

বর্ত্তমানে তোমার সময় খুবই খারাপ। সমস্ত রিপু ও ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া তোমাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। তখন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে। নিজের বুদ্ধিমত চলিলে সর্ব্বনাশ হইবে। অবশ্য আদেশ মত চলিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যখন নিজের বুদ্ধিমত চলিতে পারিবে। সেই জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

ছোট ভাইদের অনেক সময় অনেক ত্রুটি হইবে। ধীরে ধীরে তাহা সংশোধন করিয়া দিবে। তোমার বীর্য্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ছেলেকে বীর্য্য ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাপকভাবে উপদেশ দিতে গেলে প্রচ্ছন্নভাবে

তোমার ভিতর কামভাব আসিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। ছেলেদের এইসব বিষয় শুধু আমি দেখিব ও ভাবিব। ওসব কাজ তোমাদের নয়, খুব সাবধান। ইহার ব্যতিক্রম করিলে বিশেষ শোচনীয় অবস্থায় পড়িবে। এক দিক দিয়া ইহাতে তোমার ক্ষতি হইবে। আর এক দিক দিয়া এমনও হইতে পারে যাহাতে এই ব্যাপার অন্য রকম ভাবে অন্য দিকে গড়াইয়া বিশেষ গুরুতর হইতে পারে যাহার জন্য বিদ্যালয় বিপন্ন হইবে।

তোমার উপর যে দায়িত্ব আছে তাহা অতি গুরুতর; ছেলেদের পড়ান, আশ্রম ও বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করা। বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিও। ইতি—

প্রাপক

মাদারিপুর সেবাশ্রম আঃ...

(২৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
ইং ১৮।১০।৩১, শনিবার

স্নেহের ...

ক্রমশঃ তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রাণে জাগিতেছে—শুনিয়া ও জানিয়া পরম

পরিতোষ লাভ করিলাম। নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত পথে চলিতে পারিলে খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে যাহা দেখিয়া ও ভাবিয়া তুমি স্তম্ভিত হইবে। সর্ব্বনিয়ন্তার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান্ হইয়া বীরের ন্যায় এ বিশ্ব-সংসারে স্বীয় অভিপ্রেত কর্ত্তব্য ধৈর্য্য সহকারে করিতে পারিলে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তোমার যাবতীয় মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তি-পাপ-তাপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রমশঃ তোমার চিত্তের প্রসন্নতা ও হৃদয়ের প্রফুল্লতা আসিয়া এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করিবে।

এই মহা-সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়ী হইতে হইলে তোমার একমাত্র সম্বল হইবে—এই বিবেক বৈরাগ্যরূপ মহাস্ত্র, তোমার একমাত্র সহায় ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য—এই মহামন্ত্র। সঙ্কল্পে দৃঢ় হওয়া, কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকাই হইবে—তোমার মূলনীতি। রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমই হইবে—তোমার জীবনের মহাব্রত। চরম সত্যকে উপলব্ধির জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিতে দ্বিধা বোধ না করাই হইবে তোমার সঙ্কল্প। বিশেষ ব্যস্ত হইও না। ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া যাও। ইতি—

আঃ...

(২৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর সেবাশ্রম
বাং ২৮।১২।৩১, শনিবার

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আজ তোমরা যে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ ও যে সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহাতে তোমাদের ধর্ম্মজীবন যখন তখন যে-ভাবে সে-ভাবে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কদাপি নাই। আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া সঙ্ঘনেতার যাবতীয় আদেশ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হও। এমন কোন পাপ-তাপ, মায়া-মোহ, ভ্রম-ভ্রান্তি বিশ্ব-সংসারে নাই যা তোমাদের ন্যায় আশ্রিত ব্যক্তির ধর্ম্মজীবনকে নষ্ট করিতে পারে—যদি তোমরা ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণে বর্ণে সঙ্ঘনেতার আদেশ ও উপদেশ বাণী গ্রহণ করিয়া চলিতে পার।

যদি এই বিশ্ব-সংসারে কেহ কোন দিন জীবনে মহাশক্তিকে লাভ করিয়া নিজেকে অনন্ত অসীমের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে সক্ষম হইয়া থাকে তবে তোমাদের জীবনে তাহা নিশ্চিত সম্ভব হইবে—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ধীর স্থির হইয়া বীরের ন্যায় যাহার

উপর যে দায়িত্ব চাপান হইয়াছে তাহা সুনিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাও। পাপ-তাপ-মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তি তোমাদের ন্যায় নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত ছেলেদের জন্য নয়। তবে জীবনে যদি কখনও কোনও অপ্রত্যাশিত ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তবে বিচার পূর্ব্বক তাহা দূরে তাড়াইয়া দিবে।

অতি সত্বর প্রস্তুত হও, জীবনের যা কিছু অপ্রত্যাশিত ভাব সময়ে সময়ে আসিয়া বিব্রত করে—তেমন কিছু আর যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে তেমন শিক্ষাদীক্ষা যাহাতে অবিলম্বে পাইতে পার। এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার যে, তোমাদের উপর যে আদেশ ও উপদেশ হইবে তাহা যেন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতে কোনরূপে পশ্চাৎপদ না হও। এমন হইলে চলিবে না যে, দুইটা উপদেশ পালন করিলে আর পাঁচটা করিলে না।

জীবনে কোনরূপ দুর্ব্বলতা আসিলে তাহাতে ভীত বা বিব্রত না হইয়া তাহাকে তাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। শত্রু আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহার আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভগবৎ-ইঙ্গিতে আজ তোমরা এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছ। জগতের মহাকল্যাণ সর্ব্বনিয়ন্তা তোমাদের জীবন দ্বারা করাইয়া লইবেন। তাই স্বয়ং নিয়ন্তাই তোমাদের জীবনকে নিরাপদ রাখিবেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র

লক্ষ লক্ষ লোক যে সঙ্ঘের শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়া জীবন জনম সার্থক করিবে, আজ সেই সঙ্ঘের সেবক ও কর্ম্মী যাহারা তাহাদিগকে পাপ-তাপ—দুর্ব্বলতা আক্রমণ করিতে সুযোগ পাইবে কেন ? কাজেই বুঝিতে হইবে, এখানে সেবকদের ত্রুটিই যথেষ্ট আছে। অবিলম্বে তোমাদের সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। আর নিজেকে ছেলেমানুষ ভাবিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া সাধারণের সহিত নিজেকে মিলাইয়া মিশাইয়া চলিলে চলিবে না। এইরূপ ছোট খাট ভাবকে অবলম্বন করিয়াই অনেক সময়ে দুর্ব্বলতা আসিবার সুযোগ পায়। এখনও আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া সঙ্ঘনেতার আদেশ ও উপদেশবাণী মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হও; অচিরে পাপ-তাপ-দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইবে। ইতি—

প্রাপক

আশাশুনী সেবাশ্রম (খুলনা) আঃ...

(২৫)

মাদারিপুর সেবাশ্রম

বাং ২৮।১২।৩১, শনিবার

স্নেহের...

ইতিপূর্ব্বে তোমার এক পত্র পাইয়াছি। তোমার বর্ত্তমান অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে।

তুমি এখনও বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলিতে অভ্যাস কর। তোমাকে এযাবৎ যে আদেশ ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা একরূপ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছ। বর্ত্তমানে তোমার ভিতরে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা (তোমার) ধর্ম্মজীবনকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য ঢুকিয়াছে। এযাবৎকাল তোমাকে ধর্ম্মের যে সমস্ত আঁট ও বন্ধনের ভিতর রাখা হইয়াছিল, আস্তে আস্তে উচ্ছৃঙ্খলতাবশে তুমি সেইগুলিকে তোমার স্বাধীনতার কণ্টকস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেছ। তাই আজ আর তোমার ভিতরে আচার-নিয়ম-নিষ্ঠার কোন আঁট দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় আর কিছু কাল চলিলে তোমার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িবে।

তুমি যাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার উপর তোমার শ্রদ্ধার নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তুমিও দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার অনভিপ্রেত ও অনভীপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় তোমার উপর তাঁর শুভদৃষ্টির নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং তোমার কার্যকলাপ সঙ্ঘনেতাকে তোমার সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। এ তোমার বড় বিষম বিপন্ন অবস্থা। এই অবস্থার অচিরে পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। তোমার মানসিক চঞ্চলতা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তুমি সঙ্ঘনেতার শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণের সুযোগও নিজেকে দিতেছ না। খুব শীঘ্রই আমি হয়তো একবার নওগাঁয়

যাইব। ইহার মধ্যেই তোমার মানসিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই।

তুমি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর বিষয় চিন্তা করিয়া সতত চলিবে। সতত তোমার আশ্রয়দাতার আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার ও সাধুভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চেষ্টা কর। বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হও। তোমাদের বাহ্যিক কার্য্যকলাপ ও আহার-বিহারাদির দ্বারা যেন সঙ্ঘের উপর কোন কলঙ্ক আরোপিত না হয়। অহঙ্কার অভিমান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্ঘ-ভ্রাতৃগণের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সর্ব্বদা চলিতে অভ্যাস কর। এরূপ ভাবে না চলিলে খুব বেশী দিন আর তোমাকে ধর্ম্মজগতে থাকিতে হইবে না।

এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি যে কয়েক জনের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহারা আমার নিকটে দূরে যখনি যেখানে থাকুক না কেন, তাহাদের সমস্ত অবস্থা সব সময় আমাকে বিশেষভাবে দেখিতে হয়। এখানে কেহ কোনরূপ চালাকি, চাতুরী, প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। তাহাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান জীবন লইয়া আমাকে নাড়াচাড়া করিতে হয়। তাই তাহাদের ভিতরের কোন কিছুই আমার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। তুমি আজ এমনি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছ যে, এই সব সাধারণ বিষয় সমূহও আজ তোমাকে আমার বিবৃত করিয়া বলিতে হইতেছে। এখনও সাবধান হইয়া চল। আমি তোমাকে

কঠোর নিয়মের ভিতরে আনিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে সাময়িক চঞ্চলতাবশে (তোমাকে) হয়তো স্থানান্তরেও যাইতে হইতে পারে। কাজেই পূর্ব্ব হইতেই মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিও।

যাঁহার শরণাপন্ন ও শরণাগত হইয়াছ তাঁহাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে পারিলে তোমার ধর্ম্মজীবন কোন ক্রমেই নষ্ট হইতে পারিবে না—একথা অভ্রান্ত সত্য। যাঁহার কৃপা ও করুণায় অনেক অবস্থা অতিক্রম করিয়া আজ এই মানবজীবনের চিরবাঞ্ছিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ তাঁহার আদেশ ও উপদেশমত চলিতে পারিলে কোন পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি তোমার ধর্ম্মজীবনকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষ ব্যস্ত ও ভীত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রদর্শিত পথে চলিতে থাক। খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। ইতি—

প্রাপক

উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম, নওগাঁ, রাজসাহী আঃ...

(২৬)

মাদারিপুর সেবাশ্রম

ইং ২০।২।২৫, শুক্রবার

স্নেহের...

তোমার বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম, তোমার অনন্ত উদ্যম, অধ্যবসায়ের উপর সঙ্ঘের একটা দিক নির্ভর

করিতেছে। মানুষের শক্তি অনন্ত, উদ্যম-উৎসাহ অসীম; কিন্তু তাহা অনেক সময়ে অনেকে অনুভূতির ভিতর আনিতে পারে না বলিয়াই নিতান্ত নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকে।

সন্ন্যাসীর জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের ন্যায় এরূপ কতক সন্ন্যাসীকে জীব-জগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থে ব্যয় করিতে হইবে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন সন্ন্যাসিসমাজের কলঙ্ক-কালিমা দূর করিতে হইলে যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে।

লোক যতই তোমাদের সংশ্রবে আসিবে ততই তাহারা তোমাদের ভিতরের তেজোবীর্য্য, বিক্রম-পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে এবং তোমাদের কর্ম্মশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে।

চিকিৎসক বলিতেছে সুরেশের অবস্থা খারাপ। তোমরা কর্ম্মবীর,—এই সমস্ত সাধারণ বিষয় ভাবিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত; কাল পূর্ণ যার হইবে সে চলিয়া যাইবে। ইতি—

প্রাপক

খুলনা সেবাশ্রম আঃ...

(২৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
নওগাঁ, রাজসাহী
২১।৪।৩০ বাংলা

স্নেহের...

যদিও আজ তোমরা মহাসংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; কিন্তু নিয়ন্তা তোমাদিগকে এমনি ঘাতপ্রতিঘাত ও দুঃখ-দৈন্য সহ্য করিবার মত বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম দিয়াছেন। হয়তো অনেক সময়ে এমন অবস্থা আসিয়া পড়িবে যখন নানাবিধ সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় নিতান্ত নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম আসিয়া আক্রমণ করিবে। ইহাতে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত হইলে চলিবে না। মায়া-মোহ-বিভ্রম-বিভ্রান্তি বশতঃ অনেক সময়ে আত্মশক্তিকে পরিমাপ করিতে পারিবে না। যদিও সাধকের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ অবস্থা আসিয়া থাকে,—আত্মমর্য্যাদার বলে বলীয়ান্ হইয়া, আত্মশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মনির্ভরতাকে অবলম্বন করিয়া, অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় সহকারে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহিষ্ণুতাকে গ্রহণপূর্ব্বক এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদিগকে পাপ-তাপ-জরা-ব্যাধিক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে মহামুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সমগ্র দেশে এমন ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে যাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া,

যাহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া এদেশ আবার জাগিয়া উঠিবে।

ব্যাধিরূপ মহাশত্রুর আক্রমণে তুমি বিশেষ বিব্রত। এই সংগ্রামে তোমাকে বিজয়ী হইতে হইবে। ইহার মধ্য দিয়া অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত, অনেক তত্ত্বের উদ্ভেদ হইবে, যাহা বহু যোগ-যাগ, সাধন ভজন, তপঃ-জপ সাপেক্ষ। কিন্তু তোমাকে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইবে। তোমার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মুখমণ্ডলের জ্যোতি এবং তোমার অন্তরের দিব্য জ্ঞানালোকে এই সঙ্ঘকে আলোকিত করিয়া সমগ্র দেশকে ত্যাগরূপ মহামন্ত্র গ্রহণে উৎসাহিত করিবে।

সতত মনে রাখিবে যে, এই দেহ কামকাঞ্চন ভোগ করিবার জন্য নহে; এই দেহ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র। তাই সতত ভাবিবে—আমার নাই রিপুর উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন, নাই মায়া-মোহ-পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি। আমি পবিত্রতা ও ত্যাগের জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ।

ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাও, এক দিন আত্মশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবে। ইতি—

প্রাপক

খুলনা সেবাশ্রম   আঃ...

(২৮)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর সেবাশ্রম

স্নেহের...

ধর্ম্মের প্রাণ—অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া, লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া কেহ কখনও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। যে মন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, রিপুর উত্তেজনায় বিশেষ উৎপীড়িত, কামনা-বাসনার জ্বালায় নিয়ত জর্জ্জরিত, সেই মন, সেই বুদ্ধি লইয়া যদি কেহ ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে যায় তবে তাহাকে বাতুল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? মন অনেক সময়ে অনেক রকমে বিব্রত হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। আর কিছুকাল কর্ম্মের অনন্ত উদ্দীপনা, উন্মাদনা লইয়া, অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় সহকারে আরব্ধ কর্ম্ম করিয়া যাও,—তবেই দেখিবে তোমাদের ভিতরে এমন সুতীক্ষ্ণ বিবেক-বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহার প্রভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ও সংস্কার নষ্ট হইয়া নিয়ত প্রাণে আত্মস্মৃতি জাগ্রত থাকিবে।

একথা অভ্রান্ত সত্য যে, তোমাদের ভিতরের প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন, প্রকাশ-বিকাশের পক্ষে এই সঙ্ঘের সাহায্য সহানুভূতি বিশেষ অনুকূল হইবে। তবে অনেক সময়ে অনেক রকম প্রকৃতির লোক আসিয়া

তোমাদের ভিতরের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিবে। কিন্তু তখন বিশেষ সতর্কতা সহকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে তোমাদের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

খুব নিশ্চিন্ত মনে, নির্ভাবনাতে, সঙ্ঘের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে চলিতে থাক, তবেই খুব শীঘ্র তোমাদের ভিতরের সমস্ত ভাবের বিকাশ-প্রকাশ হইবে। এমন দিন তোমাদের সঙ্ঘের খুব শীঘ্রই আসিতেছে যখন শত সহস্র লোক এই সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন-জনমের উদ্দেশ্য লাভে সফলমনোরথ হইবে।

রোগপীড়ায় অনেক সময় মনকে বিব্রত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে; তখন বিশেষ বিচার করিয়া চলিবে। মানুষের ভিতর অনেক সময়ে অনেক প্রকার দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে। এরূপ দুর্ব্বলতা আসা মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের সঙ্ঘের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; সেখানে কেহ চালাকি, চাতুরী করিয়া সঙ্ঘকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ হইবে।

এ সঙ্ঘ—কোন আশ্রম, মঠ, অফিস বা রিলিফ সেণ্টার নয়। এখানে ঠিক ঠিক বিবেক-বৈরাগ্যবান্ মোক্ষার্থী ভিন্ন কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে না।

বহু স্থান হইতে বহু রকমের লোক আসিয়া তোমাদের সঙ্ঘ-মঠকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিবে, তখন বিশেষ বিচারপূর্ব্বক চলিয়া সঙ্ঘের পবিত্রতাকে রক্ষা করিতে হইবে। আশ্রমে নিয়মিত স্তবস্তুতি পাঠ যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। ইতি—

প্রাপক

খুলনা সেবাশ্রম আঃ...

(২৯)

মাদারিপুর সেবাশ্রম

ইং ২০।১০।২৩

স্নেহের...

যেখানে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের উপরে কোনরূপ আধিপত্য ও সংযমশক্তির প্রভাব নাই—সেখানে কোনরূপ ধর্ম্মের প্রভাব থাকিতে পারে না। ত্যাগী সন্ন্যাসী সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সত্যের দোহাই দিয়া অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া—কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। তুমি গিয়া ওখানে কিছুদিন থাকিলে হয়তো ওখানকার আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইবে। তোমাকে আমি যেমন ভাবে প্রত্যাশা করিতেছি তুমি অতি সত্বর সেই ভাবে প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। মানুষের জীবনে যতদূর উন্নতি লাভ করা সম্ভব তোমাদের জীবনে

তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তমনে, বীরের মত চলিতে থাক। খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কিছুকাল একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে শীঘ্রই তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। ইতি—

আঃ...

(৩০)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইং ১০।৭।২৫

স্নেহের...

বাজিতপুর উৎসবের পর হইতে সুরেশের মৃত্যু পর্য্যন্ত কত রকম ভাবের ভিতর দিয়া তোমাদিগকে আনা হইয়াছে তাহার বিষয় বিশেষ কিছু ভাবিয়াছ কি ? যে অবস্থার ভিতরে তোমরা পড়িয়াছিলে,—ঐরূপ অবস্থার ভিতরে পড়িলে মানুষ যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিতে পারে তাহা কি তোমাদের লাভ হইয়াছে ? তোমাদিগকে যখন যে সমস্ত আদেশ উপদেশ ও ভাব দেওয়া হয় তাহা বিশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গ্রহণ না করাই তোমার ঐরূপ মানসিক দুরবস্থার কারণ। এযাবৎকাল কত সময়ে কত উপদেশ পাইয়াছ, তাহার বোধ হয় অধিকাংশই ভুলিয়া গিয়াছ। এমন চিন্তা, এমন ভাবনা,

এমন ধ্যানধারণা লইয়া সতত থাকিবে—যাহাতে তোমাদের সঙ্ঘনেতার শুভদৃষ্টির প্রভাবের ভিতর সতত থাকিতে পার। তাঁহার শুভদৃষ্টির প্রভাবের ভিতর থাকিতে পারিলে কোন পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সুতরাং, দৈনন্দিন সঙ্ঘের অভিপ্রেত ও চেষ্টিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত তীব্র বিবেকবুদ্ধি গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘনেতার প্রদত্ত ভাব ও সাধনা লইয়া থাকিবে। তবেই জীবন নিরাপদ হইবে। ইতি—

প্রাপক
মাদারিপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আঃ...

(৩১)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
খুলনা, বাং ১১।১০।৩২

স্নেহের...

পৌষ-পূর্ণিমার রাত্রে আমি বাজিতপুরে থাকিব। কাজেই তোমাদের আসার প্রয়োজন করে না। তোমরা পূর্ণিমার রাত্রে পূজা ও শিবনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে—যে-নাম গত পৌষ-পূর্ণিমায় বাজিতপুর সিদ্ধাসনে প্রাপ্তিলাভ হইয়াছিল।

আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে—তপঃশক্তি ও তপস্তেজের পূর্ণ বিকাশের সময়ে যাহাতে সঙ্ঘ নেতার তপঃপ্রভাব ও শুভদৃষ্টি গ্রহণ করিতে পার—এমন প্রাণের আকুলতা

ও ব্যাকুলতা নিয়া উপস্থিত হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ইতি—

প্রাপক
মাদারিপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আঃ...

(৩২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
গয়া, ইং ১১।১২।২৫

স্নেহের...

সঙ্ঘের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত সেবক যাহারা তাহাদের দ্বারা কখনও সঙ্ঘের অনভিপ্রেত কোন ভাব প্রচারিত হয় না। সুতরাং, যে কাগজ ছাপান হইয়াছে তাহার দ্বারা ছেলেদের যে অশেষ কল্যাণ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই বৈদিক যুগের আদর্শ ও বৌদ্ধ যুগের বিশিষ্ট ভাব লইয়া সঙ্ঘসন্তানদিগকে সমগ্র দেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশবাসীকে সঙ্ঘের ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাজ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কোন ক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন হইবে না। অনাদি, অনন্ত, অমৃতের সন্তান যাহারা তাহাদের কখনও কোন ব্যাপারে মানসিক চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান

করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় প্রসন্নচিত্তে ও প্রশান্ত মনে সতত অবস্থান করিতে হইবে।

ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই সন্ন্যাসীর সাধনপথের মহাসম্বল। অধ্যবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃ পুনঃ চেষ্টাযত্ন ও উদ্যোগসম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ত্ব। বীর সাধক যে সে কখনও কোন ব্যর্থতা-বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথে সিংহবিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। ইতি—

প্রাপক

রাজসাহী ছাত্রাবাস আঃ...

(৩৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কাশী - ইং ৫।১১।২৬

স্নেহের...

সঙ্ঘের তপঃশক্তির আকর্ষণে কত স্থান হইতে কত শত লোক আসিবে; বিষয়মোহে বিমোহিত তাহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যাহারা—স্ব স্ব স্বার্থের ব্যাঘাত হওয়ায় কত সময়ে কত কি বিকৃতমস্তিষ্কের ন্যায় প্রলাপ বকিবে; বিবেকী যে, বৈরাগ্যবান যে—সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কর্ত্তব্যপথে ধীর, স্থির, প্রশান্ত

ভাবে, অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সাধারণ ব্যক্তিই সাধারণ লোকের কথাতে বিচলিত হইয়া থাকে। সর্ব্বনিয়ন্তা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া দেশের মহাকল্যাণ সাধন করিবেন। এই বিরাট কার্য্যে হাজার হাজার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রয়োজন হইবে। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য গয়া-কাশী-পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। সঙ্ঘের সমস্ত ভাব ধরিবার মত সময় এখনও দেশের লোকের আসে নাই। দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক সঙ্ঘের ভাব ধরিতে সক্ষম হইবে। দিন দিন সঙ্ঘের গুরুতর দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত হইতেছে। সুতরাং নিজেকে আর সাধারণ লোক ভাবিলে চলিবে না।

তুমি বাঙ্গলা ভাষায় যে কোন স্থানে, যে কোন সময়, যে কোন বিষয়ে যাহাতে বক্তৃতা করিতে পার সেই ভাবে প্রস্তুত হও। উত্তরবঙ্গের রাজা জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট যাইয়া সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রের আদর্শ উদ্দেশ্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বাঙ্গলার বাহিরে কাজ করিতে হইলে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং, ইংরেজী ভাষায় যাহাতে সকলের সহিত সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে পার সেই ভাবে নিজেকে তৈরী কর।

ইতি—

প্রাপক
উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম, নওগাঁ

আঃ...

(৩৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

তোমার নিজের ইচ্ছায় তুমি ওখানে যাও নাই। সুতরাং, তোমার ভয় করিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। তোমাকে সমগ্র ভারতের সম্মুখে বীরবেশে আচার্য্যভাবে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে সঙ্ঘের বাণী শুনাইতে হইবে;—সেই ভাবে তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে সঞ্জীবিত ও তপঃশক্তিতে শক্তিশালী করিতে হইবে। ক্রমশঃ সব আঁধার কাটিয়া যাইবে, সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হইবে, চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হইবে।

মানুষ অনেক সময় অনেক রকম ভাবের ভিতরে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে ব্যস্ত ও বিব্রত হয় না। দুই এক বৎসরের ভিতর বাঙ্গলার আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। বাঙ্গলার বালক ও যুবকদের মুখের ভাব দেখিয়া যাহাতে আশার সঞ্চার হয় তাহা করিতে হইবে। ইতি—

প্রাপক
রাজসাহী ছাত্রাবাস

আঃ...

(৩৫)

মাদারিপুর—ইং ১৫।৪।২৫

স্নেহের...

তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে তাহাকে প্রকাশ বিকাশের সুযোগ তুমি এখনও তেমন দিতেছ না। তোমাকে যে আদেশ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ধৈর্য্যসহকারে করিয়া যাও; তবেই অল্প দিনের ভিতরে তোমার ধর্ম্মজীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে। সঙ্ঘনেতার অনভিপ্রেত ও অনভীপ্সিত কর্ম্মের চিন্তা তোমাদের ভিতরে আসিলে তোমাদের ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে। সুতরাং তোমরা যখন যে কার্য্যে নিয়োজিত থাক ধৈর্য্য সহকারে তাহাই করিবে। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই—মহাশক্তি—এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। ইতি—

প্রাপক
আশাশুনী সেবাশ্রম

আঃ...

(৩৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
নওগাঁ

স্নেহের ...

আর পূর্ব্বাশ্রমের কোন স্মৃতিই যেন তোমার প্রাণে জাগিতে না পারে। তুমি কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না যে, আজ তুমি কোন্ সংসর্গে কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত ?

প্রতিনিয়ত সঙ্ঘের কর্ম্মের ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া রাখ,—তবেই তোমাদের উন্নতি হইবে। যে যে-কার্য্যে যেখানে নিযুক্ত হইয়াছ ধৈর্য্য সহকারে তাহাই করিয়া যাও—তবেই তোমাদের মহাকল্যাণ হইবে। শারীরিক গ্লানি ও মানসিক ক্লেশে বিচলিত হইও না। খুলনা উৎসবের পরে তোমাদের সহিত দেখা হইবার খুব সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে সঙ্ঘের শরণ লইয়াছ সেই সঙ্ঘই তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ইতি—

প্রাপক
আশাশুনী সেবাশ্রম } আঃ...

(৩৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

তুমি যে কষ্ট পাইতেছ—এ কষ্ট কষ্ট নয়, উহা তোমার মহাপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমার ভাগ্য শীঘ্রই ফিরিবে। এ ব্যাধি ব্যাধি নয়। মানব মাত্রেরই ব্যাধি আছে। চঞ্চল হইলে চলিবে না। আজ তুমি মহাপরীক্ষাক্ষেত্রে সমুপস্থিত। তোমার ভাগ্যের শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হইবে।

এ দেহ চিরদিন থাকিবে না,—কাহারও থাকে নাই। এ দেহ একদিন যাবেই। দেহের চিন্তা করে সেই ব্যক্তি,—যে ব্যক্তি বিষয়লালসায় আবদ্ধ। তোমার আর ভয় নাই, এখন আর তুমি নিরাশ্রয় নও। তুমি উপযুক্ত লোকের আশ্রয়ই লাভ করিয়াছ। এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না। ইতি—

প্রাপক
আশাশুনী সেবাশ্রম

আঃ...

(৩৮)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

অনেক সময়ে তোমার ভিতরে অনেক প্রকার মানসিক ক্লেশ-ক্লান্তি আসিবে, তাহাতে বিব্রত হইলে চলিবে না। অতি সত্বর মহাশক্তি ও সাধনা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। সুতরাং, ত্যাগী সন্ন্যাসীর মহাভাব হইতে যেন কদাপি বিচলিত না হও। যে সকল উপদেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিয়মিত প্রতিপালন করিয়া চলিবে। আগামী মাঘী পূর্ণিমার জন্য অতি সত্বর প্রস্তুত হও; তখন হয়তো ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে। কখনও বাড়ীর বিষয় চিন্তা আসিলে ভগবচ্চিন্তা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইতি—

আঃ...

(৩৯)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম। আত্মচিন্তা, মৃত্যুচিন্তা, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী দৈনিক পাঠ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে

চেষ্টা করিবে। তোমরা যাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও যথেষ্ট নির্ভরতা না আনিতে পারিলে তোমাদের মহামুক্তির পথ সুগম হইবে না, প্রাণের জ্বালামালা বিদূরিত হইবে না, মনের দুর্ব্বলতা ও হৃদয়ের শুষ্কতা কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া চলিতে পারিলে কোন পাপ-তাপের দ্বারা তোমাদের মন সন্তাপিত হইবে না; কোনরূপ ভ্রম-ভ্রান্তি তোমাদিগকে বিমোহিত করিতে পারিবে না। সতত স্মরণ রাখিবে যে, তোমরা যে শুদ্ধ-শান্ত মহাপুরুষের শরণাগত হইয়াছ, যদি তোমরা তাহার নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চল তবে ক্রমশঃই তোমাদের মুক্তির পথ সরল ও সুগম হইবে। ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই। সতত তোমাদের আশ্রয়দাতার স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিও।

আগামী মাঘী পূর্ণিমার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ সময় তোমাদের ভাবী জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া যাইবে। বহু জন্মান্তরের তপস্যা ভিন্ন যে মহাসাধনা লাভ করা যায় না তাহা যাহাতে ঐ সময় গ্রহণ করিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। ইতি—

আঃ...

(৪০)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের.....

এ পর্য্যন্ত অনেক বন্যা তোমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যদিও তাহা তোমাকে অনেক সময়ে বিব্রত করিয়া তুলিত; কিন্তু কোন ক্রমেই তোমার ধর্ম্মজীবনকে নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, যে পর্য্যন্ত তুমি তোমার আশ্রয়দাতার উপর অচল অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, ভক্তি রাখিতে পারিবে। এই শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তোমাদের ধর্ম্মজীবনকে নানাবিধ পাপতাপ-মায়ামোহ ভ্রমভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবে। জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে যে জিনিস মানুষের ভাগ্যে লাভ হয় সেই জিনিস পাইবার জন্য অতি সত্বর প্রস্তুত হও। আগামী মাঘী পূর্ণিমার সময়ে হয়তো তোমাদের অনেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে।

আর বিলম্ব করিয়া অমূল্য সময়কে নষ্ট করিলে চলিবে না। দিন দিন সময় চলিয়া যাইতেছে, আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। আর নিরর্থক সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা যাহা তোমাদিগকে লেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, দৈনিক তাহা পাঠ করিবে। বিশেষ ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই। অচিরে

তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে —যদি তোমার আশ্রয়দাতার বাণী স্মরণ করিয়া চলিতে পার।

তোমার শারীরিক ক্লেশক্লান্তির জন্য ভাবিও না। ঐ ব্যাধি তোমাদের ব্যাধি নয়, ইহা তোমাদের উগ্র তপস্যা বিশেষ।

ইতি—

আঃ...

(৪১)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

মাদারিপুর, বাং ৭।২।৩০

স্নেহের....

তোমার পত্র পাইলাম। অনেক দিনের অনেক দুষ্কৃতি, বহু কালের বহু মলিনতা তোমার কাটিয়া যাওয়ায় তুমি আজ যে অবস্থানিচয়ের মধ্য দিয়া যে মহাস্থানে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছ তাহাতে আর দীর্ঘকাল বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত থাকিতে হইবে না। তবে নানা প্রকার আবিলতা আসিয়া তোমাকে অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্যে ফেলিয়া বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সাবধান, চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান করিলে চলিবে না। ভয়কে একদম ভুলিয়া যাও। পাপ-তাপকে চির জনমের তরে বিস্মৃত হও। মায়া-মোহ-বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেল। অপ্রত্যাশিত কামনা-বাসনাকে বিনাশ করিয়া ফেল।

ব্যাধির ভয়ে আর ভীত হইও না, অস্থির হইও না। এ ব্যাধি ব্যাধি নয়—ইহা তোমাদের মহাপরীক্ষা। এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে অনেক মলিনতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। এ-দেহ চিরদিন কাহারও থাকে নাই, কাহারও থাকিবেও না। দেহের ভাবনায় ব্যাকুল ও অস্থির হয় শুধু সেই ব্যক্তি,—যে শুধু বিষয়-সুখ-সম্ভোগ লইয়াই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত। কোন ব্যাপারের দ্বারা বিশেষ বিব্রত হইও না। খুব শীঘ্রই তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে।

তুমি এখন আর নিরাশ্রয়, নিরুপায় নও। তোমাকে দেখিবার মত, তোমার সময়োপযোগী শিক্ষাদীক্ষা ও সাহায্য প্রদানকারী লোকের আশ্রয়ে তুমি আসিয়া পড়িয়াছ। নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত পথে চলিতে সতত চেষ্টা কর। ইতি—

প্রাপক
খুলনা সেবাশ্রম

আঃ...

(৪২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
গয়া

স্নেহের...

আর সময় সুযোগ উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এখন পূর্ণোৎসাহে পূর্ণোদ্যমে সঙ্ঘনেতার প্রদর্শিত পথে চলিতে

আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রায় ১০ মাস অতীত হইতে চলিল তোমরা সাধন প্রাপ্ত হইয়াছ। এ পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে সাধনা লইয়া চলা উচিত ছিল, যদিও তাহা পার নাই, তথাপি যাহাতে প্রশান্ত চিত্তে, আনন্দমনে সঙ্ঘনেতার সমীপে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে—তপঃশক্তি, তপস্তেজের পূর্ণ বিকাশের দিনে—উপস্থিত হইয়া তাঁহার শুভদৃষ্টি ও শুভ-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পার তাহার জন্য আগামী দুই মাস কঠোর নীতি ও সংযমের ভিতর দিয়া স্ব স্ব সাধনা লইয়া চলিবে।

এই সঙ্ঘের আশ্রিত, শরণাগত ও শরণাপন্ন যাহারা, আজ তাহারা অতীব সৌভাগ্যবান ও তাহাদের জীবন নিতান্তই নিরাপদ। সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সঙ্ঘ-সন্তানের সাধনা; সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত চিন্তাভাবনা লইয়া বসবাস করাই তাহাদের ধর্ম্ম; সঙ্ঘনেতার অনভিপ্রেত ও অনভীপ্সিত কর্ম্মের চিন্তাভাবনা ও সংকল্প-বিকল্প লইয়া বসবাস করাই মহাপাপ;—ইহা সঙ্ঘ সন্তানগণের প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে সতত অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে।

তোমরা সতত এই বাণী স্মরণ করিয়া রাখিও যে, তোমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে যেরূপ সুরক্ষিত স্থান প্রয়োজন,—সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাদিগকে ঠিক সেইরূপ স্থানে রাখিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুরূপ আদেশ উপদেশ দিতেছেন

—এ-সম্বন্ধে তোমাদের ভিতরে কোন সংশয়-সন্দেহকে স্থান দিলে ধর্ম্মজীবনের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করা হইবে। কখনও কোন সংশয় উপস্থিত হইলে তোমরা যাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন তাঁহার স্মরণ করিও। তবেই সমস্ত পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে।

তোমরা যে মহাপরাক্রান্ত, অনন্ত অসীম শক্তিশালী সঙ্ঘের শরণ লইয়াছ তাহাতে কোন ক্রমেই তোমাদের ধর্ম্মজীবন একেবারে নষ্ট হইতে পারে না;—যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘনেতার বাণীকে বেদবাণী, ব্রহ্মবাণী বলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে। ইতি—

প্রাপক
খুলনা সেবাশ্রম

আঃ...

(৪৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর

স্নেহের...

সতত মনে রাখিও খুলনার সেই ভীষণ ব্যাধির কথা। জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, দেহ যে ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং, চিরদিন এখানে থাকিবার প্রত্যাশা কেহ করিতে পারে না। সংসাররূপ অতিথিশালায় তোমরা আগন্তুকভাবে আসিয়া কিছু দিনের জন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছ।

সুতরাং, কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হওয়া অভিপ্রেত নয়। জীবনের অমূল্য সময়কে শৈথিল্য বশতঃ নষ্ট করিও না। কখন যে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায় তাহার যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন কোন বৃথা মোহে বিমোহিত না হইয়া আপন আপন নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে সচেষ্ট হও।

আর অপ্রত্যাশিত ভাব লইয়া বসবাস করিও না। আর অবান্তর চিন্তাভাবনা লইয়া কাল কাটাইও না। আর কতকাল ভ্রান্তির মোহে নিপতিত হইয়া, মায়া-মোহের আবরণে আবরিত হইয়া জীবনের অমূল্য সময়কে নষ্ট করিবে ?

এই সঙ্ঘকে যথার্থরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর। এখনও আপন ভাবে, আপন মূর্ত্তিতে, আপন বেশে এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আপন অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব লইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাবীর পুরুষের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তোমরা সঙ্ঘকে ঠিক ঠিক ধরিয়া থাকিতে পারিলে সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিত হইয়াও তোমাদিগকে কোনরূপে বিব্রত ও বিপন্ন করিতে পারিবে না। তোমরা যে খুব সৌভাগ্যবান—এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বহুজন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ব্যতীত এরূপ সুযোগ, সুবিধা সংসর্গ কেহ লাভ করিতে পারে না। অতীত জীবনের যাবতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যাও। আজ তোমরা মহামুক্তি-পথের পথিক। পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি

আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না। খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। অতি সত্বর প্রস্তুত হও।

বিরাট পুরুষের বিরাট শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে ঐ শক্তি ধারণ করিবার মত উপযুক্ত হওয়া দরকার। কখনও কোনরূপ নৈরাশ্যকে স্থান দিও না। মানুষের জীবনে যদি ভগবৎ-কৃপা লাভ করা সম্ভব হয় তবে তোমাদের জীবনেও নিশ্চয়ই তাহা হইবে।

খুলনা উৎসবের পরে হয়তো তোমাদের ওখানে যাওয়া হইতে পারে। শারীরিক ক্লেশক্লান্তিতে বিচলিত হইও না; মানসিক গ্লানি একেবারে ভুলিয়া যাও। বীরের মত নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে চেষ্টা কর। সঙ্ঘের ও সঙ্ঘনেতার উপর অগাধ শ্রদ্ধা, অটল বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা আনিতে পারিলে তোমাদের মহাকল্যাণ হইবে। এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের উপরই তোমাদের ভাবী জীবনের মহাকল্যাণ নির্ভর করিতেছে। ইতি—

প্রাপক
আশাশুনী সেবাশ্রম }

আঃ...

(৪৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ইং ২।৭।২৫

স্নেহের...

সঙ্ঘের আদেশ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে আপ্রাণ চেষ্টা কর; তবেই তোমরা যাঁহার শরণাগত, শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া মহানন্দে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সতত স্মরণ রাখিও যে, তোমরা সাধারণের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আস নাই।

সর্ব্বনিয়ন্তার শুভানুগ্রহে তোমরা শত শত, সহস্র সহস্র ভ্রমান্ধ জীবের ভ্রম নিরসনের পক্ষে সাহায্য করিয়া জীবন-জনম সার্থক করিবে। ধীরে ধীরে তোমার জীবনে অনেক বিশেষত্ব দেখিতে পাইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও। নিজের ভিতরের ছোটখাট দুর্ব্বলতা দেখিয়া কখনো নিরুৎসাহ হইও না। খুব শীঘ্রই তাহা চলিয়া যাইবে। এখনও তোমার উপর শুভদৃষ্টির কোনই অভাব হয় নাই; ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া চলিতে চেষ্টা কর। যখন যেখানে থাক মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। ইতি—

প্রাপক
খুলনা সেবাশ্রম }

আঃ...

(৪৫)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি-সৌভাগ্য ভিন্ন মানুষের জীবনে এইরূপ ভগবৎ-কৃপা লাভের সুযোগ-সুবিধা ঘটে না। বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলিবে যাহাতে এ সুযোগ-সুবিধা নষ্ট না হয়। অনেক সময়ে মনে হইতে পারে যে, গিরিগহ্বরে বসিয়া তপস্যা না করিলে ভগবৎ-কৃপা লাভ হইবে না;—এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। এ ধারণা নিয়া অনেকে অনেক সময়ে গিরিগহ্বরে গিয়া তাহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ব্যর্থমনে শূন্যপ্রাণে বাড়ী ফিরিয়া নিতান্ত ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়া থাকে। সুতরাং ভ্রমেও এরূপ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলে ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি হইবে।

সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত যে কর্ম্ম নয়,—তাহা করিলে ধর্ম্মজীবনের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করা হইবে। তোমাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া যে কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালনা করিলে তোমাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে ও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে তোমাদিগকে ঠিক সেইরূপ স্থানে রাখিয়া সেইরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালনা করা হইতেছে ও হইয়া থাকে। এরূপ কোন সংশয় সন্দেহ তোমাদের ভিতর আসিয়া যেন তোমাদের

ধর্ম্মজীবনকে নষ্ট না করে—এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইবে।

সঙ্ঘনেতার নিকট হইতে এযাবৎ অনেক সময়ে অনেক উপদেশ পাইয়াছ—তাহা এ পর্য্যন্ত যদিও ঠিক ঠিক প্রতিপালিত হয় নাই; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে। ইতি—

আঃ...

(৪৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
গয়া—ইং ১৩।৬।২৫

স্নেহের...

নিজের জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়দাতার নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে তার উন্নতির কথা তাকে ভাবিতে হইবে না। এর নিদর্শনস্বরূপ দেখিতে পাইবে—ছোট ছোট ছেলে যাহারা সঙ্ঘে আসিতেছে তাহারা নিজেদের ভ্রান্ত বুদ্ধির গর্ব্ব না রাখিয়া আশ্রয়দাতার কথা অনুসারে চলিতে পারিলে নির্দ্দিষ্টকালের ভিতরে জীবের চিরঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারিবে। ইতি—

প্রাপক
কাশীতীর্থ সেবাশ্রম

আঃ...

(৪৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—ইং ১৯।৭।২৫

স্নেহের...

আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপনের অভাবে মানুষ অনেক সময়ে নিজেকে নিতান্ত ছোট মনে করিয়া খুবই দুর্দ্দশাপন্ন জীবন যাপন করিয়া থাকে। তুমি এখনও আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান্ হইয়া— তোমার আশ্রয়দাতার আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে বীরের মত কর্ম্ম করিয়া যাও —তবেই দেখিবে খুব শীঘ্র তোমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তোমার ভিতর এমন অসীম তেজোবীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রম আসিয়াছে, যাহার প্রভাবে তুমি তোমার চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরূক রাখিও যে,—তোমার শক্তি-সামর্থ্য কাহারও হইতে কম নহে। তাহার কতক পরিচয় এবার প্রচার কার্য্যে যাইয়া পাইয়াছ। তোমার কর্ম্মশক্তিই যেন তোমার আশ্রয়দাতার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদ আনয়ন করিয়া তোমাকে মহামুক্তির পথে পরিচালিত করিতে পারে,—এরূপভাবে সতত চলিও।

আগামী মাঘী পূর্ণিমার জন্য প্রস্তুত হও। ঐ সময় তোমাদের ভাবী জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া যাইবে। জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা ভিন্ন যে মহা সাধনা লাভ করা যায় না তাহা যাহাতে ঐ সময় গ্রহণ করিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। ইতি—

প্রাপক
গয়া সেবাশ্রম } আঃ...

(৪৮)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর ২৬।৭।৩০

স্নেহের...

তোমাদের ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই যদি সঙ্ঘের ও সঙ্ঘনেতার বাণীকে বেদবাণী অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধরিয়া থাকিতে পার। কিছুকাল যাবৎ তোমাকে নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে ; ইহার পরে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। পাপ-তাপ-মায়া-মোহে বিমোহিত হইলে চলিবে না। উহা তোমাদের জন্য নয় ; উহা বিষয়ের কীট, ভোগানুরক্ত ব্যক্তিদের জন্য। তোমরা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পুরুষের সন্তান, তাঁহারই সংশ্রবে সংশ্লিষ্ট,

তাঁহারই জ্ঞানালোকে আলোকিত;—এই স্মৃতি সতত প্রাণে জাগাইয়া রাখিও। খুব শীঘ্র প্রস্তুত হও। তমোভাবকে ধ্বংস করিয়া সত্যের আলোকে আলোকিত হইয়া নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত পথে গমন করিতে চেষ্টিত হও।

এমন কোন প্রলোভন আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই যাহা তোমাদিগকে প্রলোভিত করিতে পারে;—যদি তোমরা সঙ্ঘের সহিত নিজেকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে পার। সময়ে সময়ে নানা জাতীয় চিন্তাদ্বারা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, ইহাতে চঞ্চল হইলে চলিবে না। নিয়ত মৃত্যুচিন্তা করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের জ্বলন্ত জীবন্ত ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিও। দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিও। জপের সংখ্যা রাখিও। রীতিমত নিয়ম-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া চলিও। ইতি—

আঃ...

(৪৯)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
মাদারিপুর

স্নেহের...

তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হীন, অন্ত্যজ ও পতিত জাতির ভিতরে যদি কোনরূপ

ধর্ম্মের উদ্দীপনা আনয়ন করিতে পার তবে তোমাদের চেষ্টা যত্নের যথেষ্ট সফলতা লাভ হইবে। এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রসুপ্ত শক্তির উদ্বোধন, অবিকশিত ও অপ্রকাশিত শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ হইয়া তোমাদিগকে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের পথে, মহামুক্তির পথে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

সর্ব্বনিয়ন্তার নেতৃত্বে আজ তোমরা যে মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ; এই সুমহান্ সৌভাগ্য বিশেষ সুকৃতিলব্ধ জীবন ভিন্ন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। আজ তোমরা হীন-অন্ত্যজকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, পতিতকে উদ্ধারের পথে সাহায্য করিবার জন্য মহামহীয়ান্ পুরুষের দ্বারা এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছ। আপন আপন গত জীবনের স্মৃতি বিস্মৃতিসাগরের অতল তলে ঠেলিয়া দিয়া বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে অনন্ত উদ্যম-অধ্যবসায় লইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হও।

ভুলিয়া যাও—পাপতাপ-দুর্ব্বলতা-ভীরুতা। সতত স্বাতন্ত্রিক ভাব অবলম্বন করিয়া চলিও। নিয়মিত ডায়েরী রাখিও, জপের সংখ্যা বাড়াইও। মৃত্যুচিন্তাদ্বারা বিবেক-বৈরাগ্যের তীব্রতা আনিও। রিপু ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্মশক্তিকে রক্ষা

করিও।

সঙ্ঘের নির্ণীত ও নির্দ্দেশিত পথে চলিলে তোমার বিশেষ কিছু ভাবিবার বা ভয় করিবার থাকিবে না। বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও সৌভাগ্যবশতঃ এই সঙ্ঘের সংশ্রবে আসিয়া এই বিরাট কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছ; সেই সনাতন পুরুষের কৃপা-করুণা ভিন্ন কেহই এতটা অগ্রসর হইতে পারে না। ইতি—

আঃ...

(৫০)

কলিকাতা

স্নেহের...

মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে অনেক প্রকার হইবে—তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। এই তোমাদের পরীক্ষার সময়। এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মহাশান্তিসুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া, আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, প্রকৃত বীরের ন্যায় চঞ্চলতা, চপলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততাকে পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহিষ্ণুতাকে গ্রহণ করিয়া আপন ভাব নিয়ত রক্ষা করিবে। সাধারণ ব্যাপারে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইও না। ভ্রম-

ভ্রান্তি অনেক সময়ে আসিবে—তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না।

তোমরা বীরের জাতি, সাধকের সন্তান,—এই কথা স্মরণ রাখিও। দুর্ব্বলতাই পাপ, ভীরুতাই পাপ, চঞ্চলতাই পাপ। নিয়মিত ডায়েরী লিখিও। প্রত্যহ অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা করিয়া মৃত্যুচিন্তা করিও। মৃত্যুচিন্তাই তোমার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও রিপুর উৎপীড়নকে নষ্ট করিবে। এক আসনে অনেক সময় যাবৎ বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। নিয়মিত ব্যায়াম করিবে, জপের সংখ্যা দৈনিক বাড়াইবে। পূর্ব্বাশ্রমের কথা স্মরণে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রতারণা করিয়া আপন কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিও না। ধ্যান অভ্যাস করিও। অপরিমিত আহার—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার বিশেষ বিঘ্নকর। ইতি—

আঃ...

(৫১)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—বাং—৬।১২।৩২

স্নেহের...

যে সব কর্ম্মী সঙ্ঘের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সঙ্ঘের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে

না; বরং এই সব লোক সঙ্ঘে থাকিলে ভবিষ্যতে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত।

যেখানে সংযম নাই, যেখানে সত্য ও সাধনা নাই —এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা এই সঙ্ঘের বিশেষ কোন কার্য্য হইতে পারে না। এমন এক সময় আসিতেছে— যখন সঙ্ঘের সংযম ও সাধনার প্রবল প্রভাবে সমগ্র দেশ প্রভাবান্বিত হইবে। তোমাদের এক এক জনকে এক একটি Organisation চালাইবার শক্তি নিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।...সঙ্ঘসন্তানদের ভিতরে—একের অন্যের প্রতি যেন কোন ভাবের ব্যাঘাত না হয়। ইতি—

আঃ...

(৫২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—বাং—১৬।১২।৩২

স্নেহের...

মানুষকে অনেক অবস্থাবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। আমার সঙ্ঘের সন্তান যাহারা—এমন কোন পাপ-তাপ-ভ্রম-ভ্রান্তি-মায়া-মোহ নাই—যাহা তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনকে নষ্ট করিতে পারে। তবে কোন কোন সময়ে কোন কোন শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিতে পারে মাত্র। এক হস্তে কর্ম্ম,

অপর হস্তে বিবেক-বৈরাগ্যের সুশাণিত অসি লইয়া সতত চলিবে।

বিবেক-বৈরাগ্যরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিদ্বারা রিপু, ইন্দ্রিয় ও বাসনা প্রভৃতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। প্রতি নিমিষে নিমিষে, প্রতি পলকে পলকে এই দেহের চরম পরিণাম চিন্তা করিয়া সঙ্ঘের প্রকৃত কর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া চলিবে। তবেই কোন শত্রু আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। বিবেক-বৈরাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিলে শত্রু যখন তখন আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিবে। ইতি—

আঃ...

(৫৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—১।১।৩৩

স্নেহের...

......র জীবনে কত দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। কিন্তু সেই লোকই ধৈর্য্যের গুণে ও মানসিক যথেষ্ট দৃঢ়তার ফলে সাধনজীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহার জীবন অপেক্ষা তোমাদের জীবন কত পবিত্র ও ভিন্ন সংস্কারাপন্ন। তোমরা সন্ন্যাসী হইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বিষয়ের কোন তাড়না তোমাদিগকে স্পর্শ করিবার সুযোগ পায় নাই।

মানুষের জীবনে যাহা কিছু লাভ করা সম্ভব, তোমাদের জীবনে তাহা লাভ করা কেন সম্ভব হইবে না?

তুমি সংকল্পে দৃঢ় হও; প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত হইতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। তবেই দেখিবে তোমার অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। নৈরাশ্য নিরুৎসাহই তোমাদের পাপ। তোমাদের পক্ষে সমস্তই সম্ভব। তবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

তোমাদের ন্যায় সুকৃত সন্তান জগতে কতজন আছে? কতটা জেলাতে কয় জন লোক তোমাদের ন্যায় পাওয়া যায়? তবে মাঝে মাঝে যে দুর্ব্বলতা আসিতেছে —তাহা সত্বর দূরীভূত হইবে। তাহার জন্য বিশেষ ভাবিও না।

তোমরা যাঁহার সন্তান, যাঁহার আশ্রিত—তাহাতে তোমাদের এইরূপ নিরুদ্যম, নিরুৎসাহকে অবলম্বন করিয়া চলা সমীচীন নয়। তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য দেখিয়া দেশ স্তম্ভিত হইবে—এমন দিন আসিতেছে। এ দেহের চরম পরিণাম যে দুই মুষ্টি ভস্ম তাহা সতত স্মরণ করিয়া চলিবে। যে কোন মুহূর্ত্তে যখন তখন এ দেহ নষ্ট হইতে পারে। বিবেক-বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া গেলে কখনও কোনরূপ দুর্ব্বলতা আসিবে না।

মন-প্রাণ সঙ্ঘনেতাতে ডুবাইয়া দিতে পারিলে সমস্ত পাপ-তাপ-দুর্ব্বলতা কাটিয়া যাইবে। বুদ্ধদেব মৃত্যুচিন্তা দ্বারাই যাবতীয় পাপ-তাপ-দুর্ব্বলতা, বিষয়-বাসনা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়াছিলেন। সেই কথা ও

ভাব স্মরণ করিবে; তাহা হইলেই সমস্ত আঁধার কাটিয়া যাইবে। ইতি—

আঃ...

(৫৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা—১০।৭।২৫

স্নেহের...

* * মনকে আর ছোটখাট বিষয়ে রাখিলে চলিবে না। যে কার্য্য করিবার জন্য এই সঙ্ঘের সংশ্রবে আসিয়াছ, সেই কাজ করিবার জন্য সম্পূর্ণ সুযোগ এখন দিতে হইবে। আর বৃথা ব্যাপারে কাল কাটাইলে চলিবে না। আজ তোমাদের সঙ্ঘ সমগ্র ভারতকে তপঃশক্তি, তপস্তেজ, তপঃপ্রভাব প্রদর্শন করিবার জন্য উন্নত শিরে দণ্ডায়মান। সেই সঙ্ঘনেতার সন্তান তোমরা; তাই আর তোমাদিগকে এরূপ ভাবে থাকিলে চলিবে না। তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য-তেজোবীর্য্য এমনি হইবে যে, তোমাদের দর্শনে স্পর্শনে সাধারণের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন হইবে। অচিরে দূর কর—দুর্ব্বলতা ও চঞ্চলতাকে। অবিলম্বে ভুলিয়া যাও—বিভ্রম, বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতিকে।

অন্তরে প্রেম-পবিত্রতা-সাম্য-মৈত্রীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিকাশ প্রকাশের সুযোগ দিতে হইবে। অবিলম্বে এই

ভাবের উদ্বোধন, প্রকাশ, বিকাশ তোমাদের মধ্যে না হইলে মায়া-মোহে জর্জ্জরিত, পাপতাপে সন্তপ্ত, ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বলতায় সমাচ্ছন্ন এই মানবকুলকে কিরূপে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ করিয়া মহামুক্তি ও মহামিলনের পথে প্রেরণ করিবে?

নিজেদের ভিতর মিলন না আসিলে, নিজেদের হৃদয়ে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশ জাতি-সমাজের ভিতর কিরূপে সেই ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া মহামুক্তির পথে পরিচালন করিবে?

অবিলম্বে তোমাদের নিজেদের ভিতরে যে ভাবের ব্যবধান আছে তাহা দূর করিয়া পরস্পরের ভিতর প্রত্যাশিত, আকাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত ভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া লও।

কৈ?—কটা জেলায়, কয়জন ছেলে শৈশবাবধি এরূপ পবিত্র ভাব লইয়া জীবের চরম আদর্শ ত্যাগধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছে? কোন সাধারণ ব্যাপারে বিচলিত হইলে চলিবে না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্ঘনেতার ন্যস্ত ভার গ্রহণ করিয়া এই বিশ্বসংসারে বীরের ন্যায় চলিবে। তোমাদিগকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিতে পারে— এমন শক্তি কাহারও নাই,—যে পর্য্যন্ত তোমরা যাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার আদেশ-উপদেশ স্মরণ করিয়া চলিতে পারিবে।

তোমাদের মহাপ্রাণতা ও উদারতা এবং চিত্তের

প্রসন্নতা ও প্রশান্ততা দেখিয়া লোকসমাজ যেন স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে পারে। ইতি—

আঃ...

(৫৫)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭নং বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা, ইং ৮।৮।২৫

স্নেহের...

তোমার উপর বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে থাকার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং, বিদ্যালয় সম্বন্ধে তোমাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে। যাহার উপর এরূপ গুরুভার ন্যস্ত করা যাইতে পারে তাহার কার্য্য ও চিন্তা বিশেষ অনভিপ্রেত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। অনেক সময় নিজের বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। যদি তাহাতে কখনও কোন ভ্রম হয় তাহা পরে সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে। সতত এরূপ বিশ্বাস থাকা দরকার যে, আমার চিন্তা, ভাবনা ও অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমস্তই সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত। ইতি—

প্রাপক
মাদারিপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়

আঃ...

(৫৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১৬২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ইং ২।২।২৭

স্নেহের...

সঙ্ঘনেতার তপঃশক্তি ও তপঃপ্রভাবের পূর্ণ বিকাশের দিনে তোমরা যাঁর একান্ত আশ্রিত ও অনুগত তাঁর সেই শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তাঁর শুভ দৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদ লাভের একান্ত ইচ্ছা ও ঐকান্তিক টান প্রাণে যে কেন তেমন ভাবে জাগিতেছে না,—তাহা কি খুব বেশী ভাবিতেছ ? যে টান, যে আকাঙ্ক্ষা, যে ইচ্ছা প্রাণে জাগিতেছে,—তাহাতো তোমার পক্ষে খুব যথেষ্ট নয়! খুব ভাব, খুব চিন্তা কর, পুনঃ পুনঃ তাঁর স্মৃতি প্রতি শ্বাসে শ্বাসে, প্রতি পলকে পলকে হৃদয়ে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। তবেই দেখিবে—দিন দিন তোমার অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রতি নিমিষে নিমিষে— তোমরা যাঁর একান্ত শরণাগত ও শরণাপন্ন তাঁহার স্মৃতি ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। সেই স্মৃতি যখনই রাখিতে পারিবে না, তখনই তোমাদের মৃত্যু—নরক দর্শন, তখনই দুর্ব্বলতা আসিয়া তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। ঐ স্মৃতি নিয়ত প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে পাপ-তাপ-মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তির এমন সাধ্য নাই যে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

তোমরা যাঁর আশ্রিত তাঁর শুভ দৃষ্টিতে পলকের ভিতরে অনেক আঁধার কাটিয়া যাইতে পারে; সুতরাং ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই। নিরানন্দ, নিরাশা, নিরুৎসাহকে জন্মের মত ভুলিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত মহদ্ভাব তোমাদের ভিতর আসিয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে খুব ভাবিবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ শান্তি পাইতে থাকিবে।

ইতি—

প্রাপক

প্রচারক মণ্ডলী, ভাগলপুর (বিহার) আঃ...

(৫৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
গয়া, ইং ২৬।১১।২৫

স্নেহের...

ভারতীয় সন্ন্যাসী তোমরা;—যে সন্ন্যাসীর তপস্তেজে তপোবলে এ দেশ বলীয়ান্ হইত যে সন্ন্যাসীর তপঃশক্তিতে এ দেশ শক্তিমান ছিল, যাঁহাদের পবিত্র সংসর্গের প্রভাবে পাপ-তাপে সন্তপ্ত প্রাণ, সম্মোহিত চিত্ত নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হইত।

বহু জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মানুষের ভাগ্যে যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের সুযোগ ঘটে সেই মহান্ ধর্ম্ম তোমরা গ্রহণ করিয়াছ। এখন তোমাদের সময় সুযোগ আসিয়াছে, খুব শীঘ্রই নিয়ন্তার অনুগ্রহে বিভ্রম, বিভ্রান্তি, বিস্মৃতিকে

নষ্ট করিতে পারিবে। আর আত্মবিস্মৃতির আবরণে আবরিত হইয়া চলিলে চলিবে না। এখন তোমাদিগকে বিভ্রম-বিভ্রান্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সতত আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগাইয়া, সঙ্ঘনেতার আদেশ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারই নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে সিংহবিক্রমে অবিচলিত ভাবে চলিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিবে—আস্তে আস্তে সমস্ত আঁধার কাটিয়া যাইতেছে, ভ্রমভ্রান্তির আবরণ যেন ক্রমশঃ খসিয়া পড়িতেছে, বিবেক-বৈরাগ্য প্রভাবে ও জ্ঞানালোকে যেন প্রাণমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তখনই প্রকৃতপক্ষে আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতিকে প্রাণে জাগাইয়া রাখিতে পারিবে।

এই সঙ্ঘের আশ্রিত, শরণাগত, শরণাপন্ন যাহারা আজ তাহারা খুবই সৌভাগ্যবান্ এবং তাহাদের জীবন খুব নিরাপদ। সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহাদের সাধনা ও উপাসনা। সঙ্ঘনেতার অনভিপ্রেত ও অনভীপ্সিত কর্ম্মের চিন্তা-ভাবনা ও সঙ্কল্প-বিকল্প লইয়া বসবাস করাই মহাপাপ। এই স্মৃতি সঙ্ঘসন্তানের প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে সতত অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে।

তোমরা যে বিরাট সঙ্ঘের শরণ লইয়াছ তাহাতে কোনক্রমেই তোমাদের ধর্ম্মজীবন নষ্ট হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘনেতার বাণীকে বেদবাণী ও ব্রহ্মবাণী বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিবে।

আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে (তপঃশক্তি, তপস্তেজ,

তপঃপ্রভাবের পরিপূর্ণ বিকাশের দিনে) যাহাতে তোমরা সকলে সঙ্ঘনেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূর্ণ তপস্তেজের বিকাশের সময়ে তাঁহার শুভদৃষ্টি, শুভাশীর্ব্বাদ ও তপঃপ্রভাব গ্রহণ করিতে পার—প্রাণমনে এই আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা, ব্যাকুলতা লইয়া আসিতে প্রস্তুত হও।

সময় সুযোগ নষ্ট না করিয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া সঙ্ঘনেতার আদেশ উপদেশ প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত রাখিয়া তাঁহার নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিবার জন্য নিজেকে সতত প্রস্তুত করিয়া রাখ।

সতত স্মরণ রাখিও—এই বিশ্বসংসারে যদি একজন লোকও আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাহা পারিবে।

মানুষের জীবনে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির পক্ষে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধালাভ করা দরকার তাহা যখন তোমাদের সমস্তই মিলিয়াছে, তখন আর চিন্তার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে এখন চাই—আশ্রয়দাতার উপর সম্পূর্ণ আস্থা, নির্ভরতা, পূর্ণ বিশ্বাস; আশ্রয়দাতার ভাবে ভাব মিশাইয়া যদি সতত অবিরত থাকিতে পার—তবে তাঁহার শুভদৃষ্টির প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতি দুর্ভাগ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদূরিত হইয়া যাইবে। মনকে সতত গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে অত্যল্প কালের ভিতরে ধর্ম্মজীবনের অনেক রহস্যের উদ্ভেদ হইবে। ইতি—

আঃ...

(৫৮)

২৪।৩, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৮.৮.২৯ ইং

স্নেহের ...

সাধনাবস্থায় এক এক জন এক এক সময় এক এক ভাবে থাকে। তখন এক এক জনকে অপরের সহিত বিশেষ সতর্কভাবে মেলামেশা করার উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপ কোন ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হয়তো কাহাকেও তোমার সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করা হইয়া থাকিতে পারে। ইহা হয়তো তোমাদের উভয়েরই মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তাকাইয়া বলা হইয়াছিল। সুতরাং, ইহা লইয়া এত ভাবিবার কারণ নাই। সাধনজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—কি জন্য, কেন, কোন্ ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া মিশিতে নিষেধ করা হইয়াছিল তাহা নিজেই বুঝিয়া ও উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। ...কে অনেক সময় অনেকের সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়া থাকি। তাহাতে কি কোন ছেলে মনে করিতে পারে যে, তাহার প্রতি অবিচার করা হইল?

নিজের খেয়ালখুশি মতলব ছাড়িয়া যাঁহার আশ্রিত শরণাগত ও শরণাপন্ন তোমরা তাঁহার ভাবে সব সময় ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ মত চলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। তবেই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

তুমি বর্ত্তমানে মস্ত বড় একটি পরীক্ষার ভিতর পড়িয়াছ। সাধকজীবনে এইরূপ পরীক্ষা অনেক সময় আসিয়া থাকে। তখন খুব ধৈর্য্য ধরিয়া গুরুর শরণাপন্ন হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ধৈর্য্য ধরিয়া নির্দ্দেশমত চলিতে থাক, অনেক আঁধার কাটিয়া যাইবে। অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিবে ও বুঝিবে। নিজের শক্তি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে। সব সময় স্মরণ রাখিবে—কোন্ বিরাট শক্তিধর পুরুষের তোমরা শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়াছ। এই স্মৃতি সব সময়ে হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে সমস্ত অবস্থাই সহজে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে। ইতি—

আঃ...

(৫৯)

চুণার, ইং ৯.৪.৩০

স্নেহের...

আমি ১৬ই এপ্রিল তারিখ যশিডি পৌঁছিব। যশিডি পৌঁছিয়া ৪।৫ দিনের জন্য কলিকাতায় যাইব এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পত্র লিখিব। তদনুযায়ী তুমি আমার সহিত দেখা করিবে।

সর্ব্বদা আদেশ উপদেশ মত চলিবে। তাহাতে যেন কখনও অন্যথা না হয়। স্বাতন্ত্রিকতা ও গাম্ভীর্য্যই

তোমার জীবনের রক্ষাকবচ। এই সব ছাড়িয়া যখনই চলিবে তখনই নানারূপ অসুবিধার ভিতর পড়িবে। কঠোরতা ও গাম্ভীর্য্য লোককে সব সময় সব অবস্থায় রক্ষা করে। এই কথা ভুলিলে খুব বিপন্ন হইবে।

সঙ্কল্পকে ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞাকে ভাঙ্গিব না—এই মহাবাক্য সতত স্মরণ করিয়া চলিবে। তবেই নিরাপদ থাকিতে পারিবে। ইতি—

প্রাপক
রাঁচি প্রচারক মণ্ডলী

আঃ...

(৬০)

কলিকাতা
ইং ১৪.৮.৩৬

স্নেহের...

সঙ্ঘনেতার আদেশ ও নির্দ্দেশ মত কোন কাজে নিযুক্ত হইলে সেখানে কি কোন বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে ? তবে সাময়িক কোন আপদ বিপদ আসিয়া বিব্রত করিতে পারে। বীর সন্ন্যাসী তাহাতে বিচলিত না হইয়া শতগুণ উদ্যম উৎসাহে সঙ্ঘনেতার আদেশ ও নির্দ্দেশ শিরে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে। তুমি যখন আপন ইচ্ছামত কিছু করিতেছ না তখন এত বিচলিত হইতেছ কেন ? অচল অটল বিশ্বাস ও অগাধ

শ্রদ্ধা সহকারে আদেশ ও নির্দ্দেশবাণী লইয়া চলিতে থাক। এই বিশ্বসংসারে এমন শক্তি কাহার আছে যে তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে? তবে কোন কোন সময় নানারূপ ভাব আসিয়া ব্যস্ত ও বিব্রত করিয়া তুলিতে পারে।

তুমি আসিতে ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে চলিয়া আসিতে পার। তাহাতে কোন বাধা হইতে পারে না। তবে যে সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নেওয়া হইয়াছে তাহা ফেলিয়া দিয়া যখন তখন চলিয়া আসা একটু চিন্তার বিষয়। কোন ক্রমেই যদি তোমার থাকিতে ইচ্ছা না হয় তবে চলিয়া আসিবে। টাকা ওখান হইতে নিয়া আসিতে পার। না হয় এখানে তার করিবে, টাকা পাঠাইয়া দিব। ইতি—

প্রাপক

প্রচারক মণ্ডলী, মেমিও (ব্রহ্মদেশ) আঃ...

(৬১)

যশিডি

স্নেহের...

তুমি ও... থাকিতে প্রসেসন বন্ধ হইবে না। ...র বিরুদ্ধে নানারূপ সমালোচনা যে সমস্ত ছেলে করিতেছে তাহাদের নাম আমাকে জানাবে।...কে সমস্ত কাজে সমস্ত ভাবে সাহায্য করিবে। সঙ্ঘের সন্তান যদি একে অন্যের সম্বন্ধে আলোচনা করে তবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া

তাহাকে তাহার অন্যায় বুঝাইয়া দিবে। আমি আগামী রবিবার কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি—

আঃ...

(৬২)

কলিকাতা ৩।১১।৩৫

স্নেহের...

আমার ইচ্ছানুযায়ী তুমি রেঙ্গুণ অঞ্চলে আদায় করিয়াছ। এখনও আবশ্যক হইলে তুমি আদায় করিবে। ইহাতে যেন অন্যথা না হয়। যদি কখনও গানের দিক দিয়া অসুবিধা হয় তবে সময় সময় গানও করিবে।

তোমার সম্বন্ধে তোমার বিশেষ ভাবিবার প্রয়োজন করে না। বিনা প্রয়োজনে বিশেষ কিছু ভাবিতে গেলে তোমার কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে। সুতরাং তুমি আদেশ ও নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া যাও। তবেই সব সময় তুমি শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদের ভিতরে থাকিবে।

খুলনা উৎসবের কাজ শেষ করিয়া কিছু দিন বিভিন্ন জেলা সহরে ঘুরিব। কাজেই তোমার পার্টিতে থাকাই ভাল হইবে। যদি আবশ্যক মনে করি তবে বাজিতপুর উৎসবের কিছু পূর্ব্বেই তোমাকে নিয়া আসিব। ইতি—

প্রাপক

প্রচারক মণ্ডলী, ওয়ার্দ্ধা (মধ্যপ্রদেশ) আঃ...

শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা

দ্বিতীয় খণ্ড

নিবেদন

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার কৃপা ও অনুগ্রহে সঙ্ঘগীতার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগ প্রকাশের পর, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার অপ্রকট হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি সঙ্ঘসন্তানদের ধর্ম্মজীবন-গঠন এবং সঙ্ঘের আদর্শ, সাধনা, নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংহতভাব ও শক্তি অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মহান্ নীতি ও উপদেশবাণী বিশেষ বিশেষ শুভমুহূর্ত্তে সম্মিলিত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া (প্রত্যেকের খাতায় লেখাইয়া প্রত্যেক উপদেশের নীচে) নিজে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন; —এই ভাগে সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ সেই সমস্ত মহামূল্য উপদেশাবলী সন্নিবেশিত হইল। এতদ্ব্যতীত, সঙ্ঘ-সন্তানদের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত জীবন গঠন ও সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত আরো কিছু সারগর্ভ পত্র এবং "সঙ্ঘের কার্য্যসাধন কৌশল" ও "সঙ্ঘের সুসময়" সম্পর্কে মৌখিকভাবে প্রদত্ত (জনৈক বিশিষ্ট সঙ্ঘ সন্তান কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত) বিশেষ প্রয়োজনীয় উপদেশও ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে।

যদিও সঙ্ঘের ত্যাগী সন্তানগণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত চিঠিপত্র ও উপদেশ সমূহ লিখিত ও প্রদত্ত, তথাপি সঙ্ঘের আশ্রিত লক্ষ লক্ষ গৃহী সন্তানগণের তথা সমগ্র হিন্দুজাতি ও সমাজের শিক্ষণীয় ও আচরণীয় হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ ও সাধনার তত্ত্বগুলির ইঙ্গিত থাকায় এই পুস্তিকা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই পুস্তিকা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে। "সঙ্ঘগীতা" (১ম ও ২য় ভাগ) সঙ্ঘনেতার অলৌকিক জীবন ও তৎপ্রবর্ত্তিত সঙ্ঘ-চক্রের মূল ভাষ্য। "সঙ্ঘগীতা" পাঠ, শ্রবণ ও মনন দ্বারা জীবন গঠন, সমাজগঠন ও জাতি গঠনের মূল আদর্শ ও সাধনার নির্দ্দেশ মিলিবে। অধঃপতিত, ছিন্নভিন্ন ভীরু, দুর্ব্বল, আত্ম—প্রত্যয়হীন হিন্দুজাতিকে পুনরায় মহাশক্তিশালী, দিগ্বিজয়ী মহাজাতিরূপে গড়িয়া তুলিয়া ভাগবতী প্রতিশ্রুতিবাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য যিনি যুগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারই অব্যর্থ আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশপূর্ণ মণিমঞ্জুষা "সঙ্ঘগীতা" হিন্দুজাতির শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনের বস্তু হইয়া বিভ্রান্ত হিন্দুজাতিকে ভগবৎ-প্রেরণা ও আশীর্ব্বাদে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলুক—এই প্রার্থনা করি।

হরিঃ ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বেদানন্দ

ওঁ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা

সঙ্ঘনীতি

১। সঙঘ-সন্তানগণ সতত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবে।

২। চারিঘণ্টার অতিরিক্ত নিদ্রা যাইবে না। অতিরিক্ত নিদ্রা ও অতিরিক্ত আহার বীর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়।

৩। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা নষ্ট করিবার জন্য পদ্মাসন অভ্যাস করিবে।

৪। শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে অচিন্তা-কুচিন্তা করিলে কোনক্রমেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হইবে না। ঐ সময় সমগ্র সঙ্ঘের কার্য্যাবলীর বিষয় ভাবিয়া গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ও গুরুমন্ত্র জপ করিবে।

৫। কখনও কোন অচিন্তা কুচিন্তা বা সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শবিরোধী কার্য্য করিয়া ফেলিলে বা চিন্তা-ভাবনা আসিলে ধ্যান, জপ, প্রার্থনা, অনশন ও অনিদ্রা দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

৬। স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাকে মহাপাপ বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।

৭। দৈনিক অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সঙ্ঘের আদর্শ উদ্দেশ্য, ভাব ও কার্য্যধারা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া সঙ্ঘনেতার মহাভাবে ডুবিয়া থাকিবে এবং অন্ততঃ দুই ঘণ্টা সঙ্ঘনেতার আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ এবং গীতা উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিবে।

৮। ব্যাধিরূপ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে দেহের নশ্বরতা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা ভাবিয়া বিবেক-বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া ব্যাধির যাবতীয় রহস্য উদ্ভেদ করিবে।

—ঃ০ঃ—

ওঁ

সঙ্ঘ বিবেক

১। প্রঃ—সঙ্ঘ-সন্তানদিগের ধর্ম্মজীবন ধ্বংস হয় কিসে?

উঃ—(ক) পরস্পর বিরোধে।

(খ) একে অন্যের সম্বন্ধে তীব্র আলোচনায়।

(গ) একে অন্যের প্রতি ঈর্ষ্যা ও দ্বেষের ভাব পোষণ করায়।

(ঘ) একে অন্যের শক্তিকে অবিশ্বাস করায় ও অমর্য্যাদা দেওয়ায়।

(ঙ) একে অন্যের সহিত প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করায়।

২। প্রঃ—সঙ্ঘ-সন্তানদিগের পাপ কি?

উঃ—(ক) সঙ্ঘনেতার অনভিপ্রেত কার্য্য করা।

(খ) সঙ্ঘনেতার নির্দ্দেশানুসারে না চলা।

(গ) সঙ্ঘনেতার ভাব ও আদর্শ ভুলিয়া নিজ নিজ খেয়াল-খুশিমত চলা।

(ঘ) সঙ্ঘনেতার ভাবে ডুবিয়া না থাকিয়া সর্ব্বদা বাহিরের ভাবে ডুবিয়া থাকা ও তদনুসারে চলা।

(ঙ) সঙ্ঘ শক্তিকে ভুলিয়া, সঙ্ঘের বিরাট প্রতিষ্ঠা ও বিপুল (আধ্যাত্মিক) ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ না করিয়া নিজেকে নিতান্ত সাধারণ, দুর্ব্বল, নির্জ্জীব মনে করা।

৩। প্রঃ—ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন নষ্ট হয় কিসে?
উঃ—বিবেক ও বৈরাগ্যকে ভুলিয়া, কাম, ক্রোধকে প্রশ্রয় দিয়া, যাঁহার শরণাগত, শরণাপন্ন ও আশ্রিত তাঁহার আদেশ ও উপদেশকে উপেক্ষা করিয়া চলিলে।

৪। প্রঃ—সন্ন্যাস-জীবনের সম্বল ও যথাসর্ব্বস্ব কি?
উঃ—বিবেক ও বৈরাগ্য।

৫। প্রঃ—এই বিবেক-বৈরাগ্য লাভের উপায় কি?
উঃ—নিয়ত মৃত্যুচিন্তা ও আত্মচিন্তা করা। সর্ব্বদা ভাবিবে—আমি বাড়ী, ঘর, আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া সংযমময় জীবন যাপন করিতেছি সর্ব্ব প্রকার আবিলতা পঙ্কিলতা ও কুটিলতা পরিহার করিয়া সরলতা ও নিষ্কলুষ পবিত্রতা সাধনের ব্রত লইয়াছি—আমার জীবনে আবার কাম রিপুর উত্তেজনা, ক্রোধের উৎপীড়না কেন? আমি তিলে তিলে, পলে পলে এই পাপ প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করিয়া আমার এই কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন গ্রহণের সার্থকতা সম্পাদনে আপ্রাণ চেষ্টা করিব।

স্বামী প্রণবানন্দ

—ঃ০ঃ—

সঙ্ঘ নেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কলিকাতায় ১৩৩৫ সনে সমস্ত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে নিজে নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে এই উপদেশবাণী প্রদান করেন।

ওঁ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার

আদেশ ও নির্দ্দেশ

১। সঙ্ঘ-সন্তানগণ সতত সঙ্ঘের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিবে।

২। সঙ্ঘ-সন্তানগণ আহারে-বিহারে, বেশ ভূষায়, পোষাকে পরিচ্ছদে সঙ্ঘনেতার অভিরুচিমত চলিবে।

৩। সঙ্ঘ-সন্তান কদাচ একে অন্যের সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত ভাব পোষণ করিবে না এবং কাহারও সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা ও নিন্দা প্রভৃতি করিবে না।

৪। সঙ্ঘ-সন্তান একে অন্যের সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ পোষণ করিলে তাহার ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৫। যদি কোনও সঙ্ঘ-সন্তান ভ্রমক্রমে কাহারও (অপর কোন সঙ্ঘ-সন্তান) সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ পোষণ অথবা নিন্দা বা সমালোচনা করে তবে তাহাকে তাহার অপরাধের জন্য বিশেষভাবে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

৬। ঈর্ষ্যা-দ্বেষ ও হিংসা পাপ; পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও সমালোচনা মহাপাপ—এই নীতি সঙ্ঘ-সন্তানগণ সতত স্মরণ রাখিয়া চলিবে।

৭। সঙ্ঘের আশ্রিত কোনও সন্তান জীবনের

ঘোরতর অধঃপতন বশতঃ যদি কখনও সঙ্ঘের কোন কার্য্যকলাপের নিন্দা বা বিরুদ্ধ আলোচনা করে তবে তাহার অপরাধ ক্ষমার্হ হইবে না। সে সঙ্ঘের নিকট বিশেষভাবে দণ্ডনীয় হইবে।

৮। যাহারা সঙ্ঘের নিন্দা বা বিরুদ্ধ আলোচনা করে, সঙ্ঘ-সন্তানগণ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বা সংশ্রব রাখিবে না, বরং তাহাদিগকে সংযত বা শাসন করিবার সুব্যবস্থা করিবে।

৯। সঙ্ঘ-সন্তানের প্রকৃত শত্রুই সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সঙ্ঘের কার্য্যকলাপের নিন্দা ও সমালোচনা করে। সঙ্ঘ-সন্তানগণ এইরূপ শত্রু হইতে সাবধান থাকিয়া তাহাকে শাসন ও সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

১০। সঙ্ঘের কোন নিন্দা ও সমালোচনা শুনা পাপ ; হয় তাহার প্রতিকার, নতুবা তাহার সংশ্রব ও সান্নিধ্য ত্যাগ করা—এই নীতি অনুসরণ করাই প্রকৃষ্ট পথ।

১১। সঙ্ঘ-সন্তান সতত এইরূপ চিন্তা নিয়া চলিবে যে —এই সঙ্ঘের ছত্র ছায়াতলে আজ সমগ্র দেশ আসিয়া দাঁড়াইবে ও আশ্রয় লইবে। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ সচেতন ও সাবধান হইয়া চলিতে হইবে যাহাতে সঙ্ঘের কোন আদর্শ আমাদের দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হয়।

১২। সঙ্ঘ চায়—শক্তি ও শান্তি। যেখানে সংযম সেখানেই শক্তি ; আর যেখানে শক্তি সেখানেই শান্তি। সুতরাং সংযম লইয়া সব সময় চলিলে আর কোন প্রকার দুর্ব্বলতা কদাচ কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

১৩। সংযম সাধুর প্রকৃত আহার। সংযমই স্বাস্থ্যের মূল, সংযমই সুখ, শান্তি ও শক্তির উৎস। সংযমই মানুষকে সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ করে; সংযমই মানুষের অন্তরে অনন্ত উদ্যম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় আনিয়া দেয়; সংযমই মানুষকে দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দান করে। সুতরাং সঙ্ঘ-সন্তানগণ সর্ব্বদা সংযমকে জীবনপণে আক্‌ড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।

১৪। সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত—সঙ্ঘ-নেতার যাবতীয় শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্ব্বাদ তাহার সহজলভ্য।

'সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না'—এই-ই যাহার নীতি, একমাত্র সে-ই বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে।

১৫। সাবধান সঙ্ঘ-সন্তান! স্মরণ রাখিও তুমি কাহার আশ্রিত, কাহার শরণাপন্ন; কোন্ শক্তির বলে তুমি বলীয়ান্, কোন্ শক্তির তেজে তুমি তেজীয়ান্। ঠিক ঠিক ভাবে যদি তুমি সঙ্ঘ-নেতাকে ধরিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে কাহারও এমন কোন শক্তি নাই যে তোমাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারে; এ জগতে এমন কোন শক্তি আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই যাহা তোমার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে; সুতরাং তুমি সিংহবিক্রমে অগ্রসর হও, তোমার আশ্রয়-দাতার উপর অচল, অটল, অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লইয়া চলিতে থাক—তবেই নিশ্চিত জানিও সিদ্ধি তোমার করতলগত।

১৬। সঙ্ঘ-সন্তান! এখনও তুমি সঙ্ঘনেতার আদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হও। তবেই দেখিতে পাইবে

শক্তি, শান্তি ও মুক্তি তোমার করতলগত হইয়া পড়িয়াছে।

১৭। সঙ্ঘনেতার একান্ত শরণাগত ও শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্ঘ-সন্তানগণের কঠোর যোগযাগ তপশ্চরণ; —ইহা জানিয়া বুঝিয়া সতত চলিবে। তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

১৮। ভুলিও না সঙ্ঘ সন্তান! সঙ্ঘনেতার স্মৃতি, আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ। নিয়ত মনপ্রাণকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হও তবেই কোনরূপ আবিল আব্‌হাওয়া আর তোমাকে ধরিতে ছুইতে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

১৯। অনবরত প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, হাটিতে চলিতে, ঘুরিতে ফিরিতে সর্ব্বদা মনকে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রজপে নিযুক্ত রাখিবে। তবেই তুমি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাবৈচিত্র্যের ভিতরে পড়িয়া থাকিয়াও নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইবে।



—ঃ০ঃ—

* সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কাশীধামে বিদ্যাপীঠ রোডস্থিত বর্ত্তমান আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজোপলক্ষ্যে সম্মিলিত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে ৮ই আশ্বিন বুধবার রাত্রি এগার ঘটিকায় ইং ৬ই অক্টোবর (১৯৩৮) তারিখে মহাষ্টমী দিবসে এই মহান্ উপদেশ-বাণী নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে প্রদান করেন।

ওঁ

সঙ্ঘের প্রকৃত ধর্ম্ম, নীতি ও নিয়ম

১। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা, আরাম-বিরাম-বিশ্রাম, বিলাস-ব্যসন বিসর্জ্জন ও ত্যাগ করা।

২। আহারে বিহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে ব্যক্তিগত ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ভোগবিলাস বিসর্জ্জন দেওয়া।

৩। প্রতি চিন্তায় ভাবনায়, প্রতি কার্য্যে সঙ্ঘের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলা।

৪। ব্যক্তিগত ভোগ-সুখ-শান্তিকে বিষজ্ঞানে বিসর্জ্জন দেওয়া।

৫। ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া একাকী কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া অন্ন গ্রহণ না করা বা তাহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে কোনও সংশ্রব না রাখা।

৬। কেবলমাত্র সঙ্ঘের চাঁদা আদায়ের জন্য গৃহস্থের সংশ্রবে যাওয়া; তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত কোন দুর্ব্বলতার বসে কখনও কোনও গৃহস্থের বাড়ী কোনক্রমেই না যাওয়া।

৭। সঙ্ঘের কাজকর্ম্মের কোন ভান করিয়া গৃহস্থের বাড়ী না যাওয়া এবং গৃহস্থের সহিত না মেশা।

৮। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প ছাড়িয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও

সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ করিয়া, সঙ্ঘের আদর্শ-উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে সেই ঘৃণ্য, দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ ক্লীবের সংশ্রবে একেবারে না যাওয়া ও তাহার সহিত একেবারে না মেশা।

৯। স্বীয় সঙ্কল্প না ছাড়িয়া, প্রতিজ্ঞা না ভাঙ্গিয়া, সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে না ভুলিয়া সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়া, আবশ্যক বোধে এই দেহকে স্বহস্তে, তিলে তিলে, চুলে চুলে বিলাইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া ধীর স্থির অচল অটল অটুট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাই সঙ্ঘের প্রকৃত ধর্ম্ম, নীতি ও নিয়ম।

স্বামী প্রণবানন্দ

—ঃ০ঃ—

সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কলিকাতা আশ্রমে ২৯শে ফাল্গুন (১৩৪৫) ইং ১৩ মার্চ্চ ১৯৩৯ রাত্রি চারি ঘটিকার সময় সমবেত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে এই মহামূল্য উপদেশ-বাণী (নিজে নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে) প্রদান করেন।

ওঁ

সঙ্ঘসাধনা

১। মানুষ চায় শক্তি ও শান্তি। রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা এই শক্তি ও শান্তি লাভ হয়, রিপুদমন ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারাই এই দেহ সবল, সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

২। স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা ও বাসনাই মানুষের সবল, সুস্থ, শান্ত দেহ-মনকে দুর্ব্বল, অসুস্থ ও অশান্ত করিয়া তোলে।

৩। স্নেহ-মায়া-মমতা ও ভালবাসা হইতে অনেক রকম বাসনার অঙ্কুর উদ্‌গত হয়। তাহারই ফলে মানুষের বিবেক-বৈরাগ্য বীর্য্যবত্তা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন শত সহস্র রকমের কামনা-বাসনা আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ফেলে। তখন মানুষ কেবল হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বলতা লইয়া বসবাস করিতে থাকে।

৪। সব রকম বাসনার নাশ যেখানে, প্রকৃত মুক্তি সেখানে;—এই সিদ্ধান্তই সব সময় স্মরণ রাখিয়া চলিতে হয়।

৫। মানুষের সব রকম বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রমের বিলোপ সাধন করে—একমাত্র এই বাসনা। সুতরাং, বিবেক-বিচারদ্বারা এই বাসনার মূলকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে।

৬। নিত্যনিয়ত জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির চিন্তা লইয়া থাকিলে ও চলিলে কোন মায়া-মোহ, বিভ্রম-বিভ্রান্তি-বিস্মৃতি মানুষকে ধরিতে ছুঁইতে, স্পর্শ করিতে পারে না। দীর্ঘকাল এইরূপ চিন্তা-ভাবনা লইয়া চলিতে পারিলে মায়ামোহের জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতির ঘোর একেবারে কাটিয়া যায়। তখনই প্রকৃত শান্তি ও শক্তি মানুষের ভিতরে আসিয়া পড়ে। তখন আর জ্বালামালা, দুঃখকষ্ট, দুর্ব্বলতা আসিয়া মনকে অসুস্থ ও অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

৭। কোনও বিবেক-বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি কখন ভ্রান্তির বশে কোনও বালক বালিকা পালন বা মৃগ, ময়ূর প্রভৃতি জীবজন্তু পোষণ করে ও ইহাদের সহিত কোনও সংশ্রব রাখে তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মজীবন একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মানুষ সাধনা ও তপস্যার দ্বারা যতই বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করুক না কেন, যদি একবার তাহার ভিতরে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা স্থান পায় তবে তাহার সমস্ত তপঃশক্তি তপোবল নিমেষের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কেননা, বহু বিবেক বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির তপঃশক্তি-

তপোবল অনেক সময় এই স্নেহ-মায়া-মমতাকে অবলম্বন করিয়া চলার ফলেই সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত বিবেক-বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিকে সর্ব্বদা এই স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে হইবে। অনবরত প্রতিনিয়ত বিবেক বৈরাগ্য, জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির চিন্তা লইয়া থাকিলে ও চলিলে মানুষকে আর কোন সময়ে কোন রকম দুঃখ-দুর্ব্বলতা, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা আসিয়া অভিভূত করিতে পারিবে না।

৮। বিবেক-বৈরাগ্যের অভাব যেখানে রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-উৎপীড়না, কামনা-বাসনা, নানাপ্রকার ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষাও সেইখানে।

৯। বৈরাগ্যই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে, বৈরাগ্যই নানারূপ বাসনাকে নাশ করিয়া মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়।

১০। বিবেক-বৈরাগ্যই বিষয়-বুদ্ধিকে নাশ করিয়া দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাকে দূর করিয়া দুর্ব্বল মনকে সবল করে; বিবেক-বৈরাগ্যই কামনা-বাসনার জালকে ছিন্ন করিয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভোগ-বিলাসের মূল একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যাবতীয় দুঃখ-দৈন্য, দুর্ব্বলতা-ভীরুতা-কাপুরুষতা বিদূরিত করিয়া এই বিবেক-বৈরাগ্যই মানুষের ভিতর অমিত তেজোবীর্য্য বিক্রম-পরাক্রম আনিয়া দেয়। সুতরাং বিবেকীর

একমাত্র সহায়, সম্বল ও সর্ব্বস্বই হইল—এই বিবেক-বৈরাগ্য।

১১। বিষয়-বুদ্ধিকে একেবারে নষ্ট করিয়া বিবেক বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করিবার উপায় এই বিবেক-বৈরাগ্য। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি যদি কখনও এই বিবেক-বৈরাগ্যকে ত্যাগ করিয়া চলে তাহা হইলে মুহূর্ত্তেই তাহার ভিতর কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। বিবেক-বিচারের অভাব হইলেই মানুষের ভিতরে কামনাবাসনা, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা জাগ্রত হয়, তখন আর তাহার সেই বিক্রম-পরাক্রম থাকে না; রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-উৎপীড়না ধর্ম্মজীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

স্বামী স্বরূপানন্দ

—ঃ০ঃ—

সঙ্ঘ-সন্তানের

তপস্যা ও আরাধনা

১। সর্ব্বদা অবিচারিত চিত্তে সঙ্ঘ নেতার আদেশ ও নির্দ্দেশমত চলা ও কাজ করাই সঙ্ঘসন্তানের তপস্যা ও আরাধনা।

২। যে সন্তান অনবরত, অবিরত, প্রতিনিয়ত সঙ্ঘ নেতার আদেশ লাভের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করে সে-ই একমাত্র একনিষ্ঠ সঙ্ঘসাধক।

৩। এরূপ সঙ্ঘ-সন্তান সঙ্ঘ-নেতা কর্ত্তৃক যখন যেখানে, যে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত হউক না কেন একান্ত মনে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারাই তাহার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত সাধনার সিদ্ধি করতলগত হইবে।

৪। কখনও কোন আদেশ নির্দ্দেশ প্রতিপালনের সময় কোনও সঙ্ঘ সন্তানের নিজের রুচিমত বিচার বিবেচনা আসিলে সঙ্ঘসাধকের সাধনার বিঘ্ন ও ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

৫। সঙ্ঘসাধকের নিজের কোনও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য, বিচার-বিবেচনা, সুখ-সুবিধাবোধ বলিয়া কিছু

থাকিতে পারে না, সঙ্ঘনেতার বিচার-বিবেচনা, সুখ-সুবিধাই সঙ্ঘ-সন্তানের বিচার বিবেচনা, সুখ-সুবিধা বলিয়া সব সময় বিবেচিত হইয়া থাকে। একনিষ্ঠ সঙ্ঘসাধক সব সময় এই নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

৬। যদি কখনও ভ্রমবশতঃ সঙ্ঘ নেতার আদেশ ও নির্দ্দেশ প্রতিপালন কালে নিজের বিচার বিবেচনা আসিয়া মনে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ বা বিরুদ্ধ ভাবের আলোড়ন সৃষ্টি করে তবে তখনই সঙ্ঘ-সন্তান সাধনভ্রষ্ট ও তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং সঙ্ঘনেতার সহিত সঙ্ঘ-সন্তানের যে সংযোগসূত্র তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। তখন সঙ্ঘনেতার তপোবল, তপঃশক্তি, তপস্তেজের প্রভাবের ভিতর থাকিতে না পারায় সঙ্ঘ সন্তানের মনে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহার শান্তিময়, সুখময় জীবনকে অসুস্থ, অশান্ত ও অশান্তিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এই অসময়ে ও অশুভ মুহূর্ত্তে কোন রকমে কোন ক্রমে ক্ষণকালের জন্যও যদি মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারা যায় তাহা হইলেও আবার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া সঙ্ঘনেতার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদ আবার সঙ্ঘ-সন্তানের উপর পড়িয়া তাহার তপোজীবন জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে;—এই আশ্বাস ও সিদ্ধান্ত সঙ্ঘ-সন্তান সব সময়ে স্মরণে মননে রাখিয়া চলিবে।

৭। সঙ্ঘের বিধিনিষেধ, নীতি ও নিয়ম ভুলিয়া যখন যে সঙ্ঘ-সন্তান চলিতে থাকে তখন তাহার উপরই সঙ্ঘনেতার উদাসীনতার কশাঘাত আসিয়া পড়ে।

সঙ্ঘনেতার এই সাময়িক উদাসীনতার শাসন ভাগ্যবশে যে সঙ্ঘ-সন্তানকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দেয় সেই সঙ্ঘ-সন্তান আর কোনক্রমেই সাধনভ্রষ্ট ও তপোভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু যে সঙ্ঘ সন্তান এই সাময়িক উদাসীনতা দ্বারা সতর্ক বা সাবধান না হয় তাহার খুবই দুর্ভাগ্য ও দুরদৃষ্ট।

সঙ্ঘনেতার এই উদাসীনতাই সঙ্ঘ-সন্তানকে সব সময়ে শাসনে ও সাবধানে রাখে: এই উদাসীনতাই সঙ্ঘ-সন্তানের সব রকম দোষত্রুটি, ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয় যাহার ফলে সাময়িকভাবে নানা ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেও কোন সঙ্ঘ-সন্তান একেবারে তপোভ্রষ্ট হইতে পারে না।

৮। সঙ্ঘ-সন্তানগণ যখন যেখানে যেভাবে থাকিয়া যাহা কিছুই করুক না কেন সমস্তই সঙ্ঘ নেতার দৃষ্টির ভিতরে থাকে—এই চিন্তা ভাবনা লইয়া চলিতে পারিলে আর কোন সঙ্ঘ সন্তান কখনও বিপথগামী বা সাধনভ্রষ্ট, তপোভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না; সঙ্ঘ-সন্তানগণ সব সময়ই সঙ্ঘনেতার স্মৃতি ও দৃষ্টির ভিতরে থাকে—এই

ধারণা ও স্মৃতি সর্ব্বদা সঙ্ঘ-সন্তানকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক সঙ্ঘ-সন্তান প্রতিনিয়ত এই নীতি ও নিয়ম বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া চলিবে।

স্বামী প্রণবানন্দ

---

*শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১৩৪৫ সনের ১২ই ফাল্গুন শুক্রবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯) গভীর রাত্রিতে সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কলিকাতা আশ্রমে সমবেত সঙ্ঘসন্তানদিগকে নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে এই উপদেশ প্রদান করেন।

ওঁ

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর সাধনা

১। প্র:— মন কেন সুস্থ হয় না, শান্ত হয় না, আনন্দময় হয় না?

উ:— ঠিক ঠিক সঙ্ঘনেতার শরণাপন্ন ও শরণাগত হইতে না পারিলে এবং তাঁর আদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে চলার অভ্যাস না করিলে।

২। প্র:— সদা বহির্মুখী মনকে কিভাবে অন্তর্মুখী রাখা যায়?

উ:— অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধ্যানে না আসা এবং তাহাতে চিত্ত নিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত শয্যা ত্যাগ না করিলে।

৩। প্র:— দুর্ব্বল মন সবল হয় কিসে?

উ:— জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির বিষয় চিন্তা করিয়া বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত হইলে।

৪। প্র:— ভিতরের ভাব সব সময় ঠিক থাকে না কেন?

উ:— মন গুরুমুখী না থাকিলে এবং গুরুর চিন্তা-ভাবনায় ডুবিয়া না থাকিলে।

৫। প্র:— ভাবকে সর্ব্বদা কিভাবে জাগ্রত রাখা যায়?

উ:— সর্ব্বদা জন্ম-জরা-মৃত্যু বিষয় চিন্তা এবং গুরুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে।

৬। প্রঃ— রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়না কিসে চলিয়া যাইবে ?

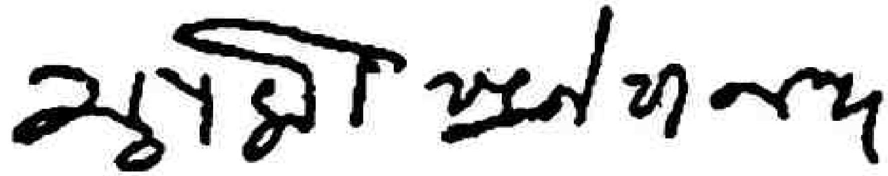
উ:— অনবরত প্রতিনিয়ত মনকে গুরুর চিন্তা-ভাবনায় ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে এবং সদা সর্ব্বদা হৃদয়ে গুরুস্মৃতি ধরিয়া রাখিতে ও চলিতে পারিলে।

৭। প্র:— নানারূপ বিষয়-বাসনা আসিয়া মনকে অনেক সময় জ্বালামালায় জর্জ্জরিত করিতে চেষ্টা করে, ইহাদের হাত হইতে কিসে, অব্যাহতি লাভ করা যায় ?

উ:— প্রতি নিঃশ্বাস, প্রশ্বাসে গুরুর আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে।

৮। প্র:— গুরুর কৃপা কিসে লাভ হয় ?

উ:— সঙ্ঘনির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের ভিতর উল্লিখিত মহাবাণী দৈনন্দিন জীবনে প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে। দৈনন্দিন জীবনে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা এই সমস্ত ভাবের ভিতর সঙ্ঘ-সন্তানগণ ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে।



—ঃ০ঃ—

ওঁ

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর বিবেক-বিচার

১। বীর সন্ন্যাসী জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির চিন্তা দ্বারা ভিতরে মহাবীর্য্য, বিক্রম, পরাক্রম আনয়ন পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদা গুরুর আদেশ ও নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া যাইবে। তবেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

২। মৃত্যুচিন্তা দ্বারা বিষয়ীর মন দুর্ব্বল হয়, কিন্তু এই মৃত্যুচিন্তাই বীর সন্ন্যাসীর মনে বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম আনয়ন করিয়া ভিতরে কর্ম্মের প্রবল প্রেরণা জাগ্রত করিয়া দেয়।

৩। মৃত্যুচিন্তাই ভিতরে সমস্ত দুর্ব্বলতা-ভীরুতা-কাপুরুষতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বীর সন্ন্যাসীর ভিতরে অনন্ত উৎসাহ-উদ্যম-অধ্যবসায় আনিয়া দেয়, মৃত্যুচিন্তাই রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা-উৎপীড়নাকে ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া মনকে সতত গুরুমুখী করিয়া দেয়, মৃত্যুচিন্তাই বীর সন্ন্যাসীকে সতত সতর্ক ও জাগ্রত করিয়া রাখে।

মৃত্যুচিন্তার দ্বারা বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হয়, আর বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারাই আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতি লাভ হয়।

৪। আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন—এই অবস্থা মানুষ চায়। কিন্তু এই আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শন কেবলমাত্র গুরুর কৃপায় ও গুরুর প্রসাদেই লাভ হইয়া থাকে। তাই বীর সন্ন্যাসী একমাত্র গুরুর আদেশ-উপদেশকেই জীবনের প্রধান সাধনা ও তপস্যা বলিয়া ধরিয়া থাকে।

৫। কঠোর যোগযাগ-তপস্যা, ব্রতনিয়ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, তাহা কেবলমাত্র গুরুর আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন দ্বারাই হইয়া থাকে—ইহাই সঙ্ঘের একমাত্র মূলনীতি।



—ঃ০ঃ—

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

সঙ্ঘসিদ্ধপীঠ বাজিতপুরে প্রণবমঠে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজোৎসব সমাপনান্তে কলিকাতায় (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ) আসিয়া সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সম্মিলিত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে ১০ই কার্ত্তিক (১৩৪১ সন) রাত্রিতে "কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর সাধনা" ও কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর বিবেক-বিচার" শীর্ষক উপদেশ-বাণী দুইটি লিখিতভাবে প্রদান করেন এবং প্রত্যেকের খাতায় (উপদেশগুলি লেখা হইলে তাহার নীচে) নাম স্বাক্ষর করিয়া দেন।

ওঁ

শিষ্যের গুরুদর্শন

ভক্ত চায় ভগবদ্দর্শন, যোগী চায় আত্মদর্শন, জ্ঞানী চায় ব্রহ্মদর্শন আর প্রকৃত শিষ্য চায় গুরুদর্শন। গুরুর কৃপা, গুরুর আশীর্ব্বাদ ও গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন। গুরুর নির্দ্দেশ মত চলা, গুরুর আদেশ উপদেশ প্রতিপালন ও তাঁহার নির্ণীত নির্দ্ধারিত পথে চলার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

গুরুর আদেশকেই শিষ্য একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিয়া মানিয়া চলিবে। শিষ্য গুরুকে সতত যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার আদেশকেও সর্ব্বদা সেইরূপ চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া মানিয়া চলিবে।

গুরুর আদেশই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল। শিষ্যের যাবতীয় বিভ্রম-বিভ্রান্তি-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙ্গিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া যাবতীয় দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া এই আদেশেই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখিবে; সুতরাং এই আদেশকে সতত স্মরণ মননে নিদিধ্যাসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।

মনকে সর্ব্বদা গুরুমুখী করিয়া রাখাই শিষ্যের

একমাত্র তপস্যা ও আরাধনা। সব রকম কাজের ভিতর দিয়া চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখী মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে বাহিরের কোন রকম বাজে আব্‌হাওয়া শিষ্যকে কোন ভাবে কোন রকমে ধরিতে ছুঁইতে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বিধান সব সময় মানিয়া চলিলে শিষ্য আর কখনও কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইবে না।

বাসনার নাশ যেখানে, ভক্তের ভগবদ্দর্শন, যোগীর আত্মদর্শন, জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন ও শিষ্যের গুরুদর্শন সেখানে। গুরুর আদেশ প্রতিপালনেই শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ যাবতীয় বাসনার নাশ হইয়া থাকে। এই বাসনার নাশ যেখানে শান্তি, শক্তি ও মুক্তি সেখানে। এই শান্তি, শক্তি ও মুক্তিই শিষ্যের একমাত্র গুরুদর্শন।



—ঃ০ঃ—

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সমবেত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে কলিকাতা আশ্রমে ৬ই ফাল্গুন (১৩৪৫ সন) তারিখে নিজে নাম স্বাক্ষর করিয়া এই লিখিত উপদেশবাণী প্রদান করেন।

ওঁ

বীর সঙ্ঘ-সন্তানের বিচার বিবেচনা

১। কখনও কোনও সঙ্ঘ-সন্তান সাময়িক দুর্ব্বলতা বশতঃ যদি কোন নীতিবিগর্হিত কাজ করে এবং সেই সব ব্যাপার লইয়া তাহাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে অপর কোন সঙ্ঘ-সন্তান যদি তাহার নানারূপ নিন্দা বা সমালোচনা করে, তবে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই সেই সমস্ত দোষত্রুটি নিন্দা বা সমালোচনাকারী সঙ্ঘ-সন্তানকে আসিয়া আক্রমণ করিতে থাকে।

২। কোন সঙ্ঘ-সন্তানকে তাহার ভুলত্রুটি সংশোধনার্থ (প্রীতি ও সহানুভূতির সহিত) সমালোচনা করিতে যাওয়া অপরাধ নয়, কিন্তু কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দোপভোগ অথবা হেয় অপদস্থ করিবার জন্য কোনও সঙ্ঘ-সন্তানের (কোন দোষ-ত্রুটির) সমালোচনা করিতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক।

৩। কোন সঙ্ঘ-সন্তান আদর্শ জীবন যাপন করিতে করিতে যদি কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে কোনরূপ দুর্ব্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আদর্শভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে তাহা দেখিয়া অপর কোন সঙ্ঘ সন্তানও কি তাহার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আদর্শভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে ? না; তখন সে মনে করিবে যে—চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্‌পালকে

সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নি ও গুরুকে স্পর্শ করিয়া আমি যে সুমহান্ ব্রত ও নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকিতেও সেই ব্রত ও নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

সাধারণ মানুষ যখন তখন প্রতিজ্ঞা করে আবার যখন তখনই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলে, যখন তখন সঙ্কল্প করে আবার যখন তখনই সেই সঙ্কল্প ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আমি তো সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতেছি না। আমার জীবনের একটা মহান্ আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য আছে। 'আমি সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না'—এই নীতি ও নিয়মকেই এযাবৎকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন কোন দুর্ভাগ্যগ্রস্ত সঙ্ঘ-সন্তান কোনরূপ দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্মরক্ষায় অক্ষম হইয়া বিপথগামী হইতেছে দেখিয়া আমিও কি (তাহার দেখাদেখি) আমার সঙ্কল্পে দৃঢ় না হইয়া প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত না থাকিয়া সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আদর্শভ্রষ্ট ভাগ্যহীন সঙ্ঘ-সন্তানের অনুগমন করিব? ইহাই কি আমার বিচার-বিবেচনা হইবে? না, কখনও না। যদি কোন যুগে, কোন কালে, কোন সময়ে এই মহান্ আদর্শ জীবন লইয়া কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, তবে আমার পক্ষে কেন এই আদর্শ জীবন লইয়া চলা সম্ভবপর হইবে না? একের পক্ষে যাহা সম্ভব অন্যের পক্ষে তাহা কেন সম্ভবপর হইবে না? যদি জগতের সমস্ত লোকই নীতি নিয়ম ভাঙ্গিয়া, আদর্শ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলে তবুও আমি আমার সঙ্কল্প না ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা না ভাঙ্গিয়া অচল

অটল অটুটভাবে আমার আদর্শকে রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইব—এই বিশ্বাস আমি রাখিয়া চলি।

দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব যে সে আপন সঙ্কল্প ছাড়িয়া দেয়, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলে; কিন্তু বিপুল বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রমশালী ব্যক্তি যে, সে আপন সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যাইয়া আবশ্যকবোধে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কখনও কুণ্ঠা বোধ করে না। সব যুগে, সব কালে, সব সময়েই দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ ও ক্লীব ছিল এবং বর্ত্তমান কালেও থাকিবে। কিন্তু আমার মত বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে কি কখনও কোনও দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, ক্লীবতা আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে ? ইহা আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি না—ইহাই হইল বীর সঙ্ঘ-সন্তানের সবল ধারণা ও সিদ্ধান্ত।

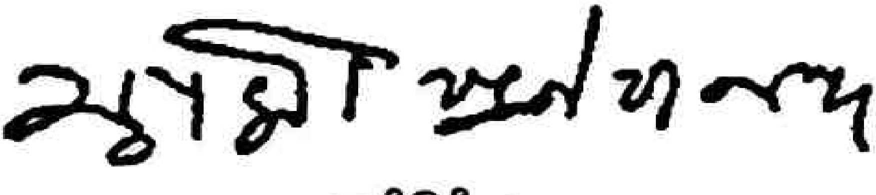
দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব যে সে-ই অন্যের দুর্ব্বলতা ভীরুতা, কাপুরুষতা, ক্লীবতা দেখিয়া আদর্শ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু সিদ্ধ সমাহিত, অনন্ত বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রমশালী মহাপুরুষের আশ্রিত সন্তান যে সে কি অন্যের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজ সঙ্কল্প ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া স্বীয় জীবনের মহান্ আদর্শ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে প্রয়াসী হইতে পারে ? চোর চুরি করে, ডাকাত ডাকাতি করে, দস্যু দস্যুবৃত্তি করে; কিন্তু তাহা দেখিয়া কি কখনও কোনও বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই পথে ব্রতী হইতে যায় ?

কোন সঙ্ঘ-সন্তান আনন্দময় জীবন যাপন করিতে করিতে যদি কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে কোনরূপ দুর্ব্বলতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিপথগামী হয় তবে তাহা দেখিয়া অপর একজন সঙ্ঘ-সন্তানও কি তাহার আদর্শ জীবন পরিত্যাগ করিবে? চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিকপালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া যে সুমহান্ ব্রত-নিয়ম সঙ্ঘ-সন্তান গ্রহণ করিয়াছে অপর একজন সঙ্ঘ-সন্তানের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা দেখিয়া কি তখনই সে সেই পবিত্র জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে সাময়িক মানসিক চঞ্চলতা আসা স্বাভাবিক বটে। বিবেক-বিচারকে অবলম্বন করিয়া এই সাময়িক মানসিক চঞ্চলতাকে নিবারণ করিতে হয়।

মানুষমাত্রেই মানসিক চঞ্চলতা ও দুর্ব্বলতার দ্বারা সময় সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে। তখন সদ্‌গুরুর একান্ত শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায়ান্তর থাকে না।

অনেক সময় অন্য কোন সঙ্ঘ-সন্তানের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা না দেখিয়াও স্বাভাবিক ভাবে কোন সঙ্ঘ-সন্তানের ভিতরে দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা আসিতে পারে। তখন তাহাকে তাহার জীবনের মহান্ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিকে তাকাইয়া দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতাকে দূর করিতে হইবে। বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মস্মৃতি ও আত্মবোধকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে অপর কোন সঙ্ঘ-সন্তানের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা আর তাহাকে ধরিতে

ছুঁইতে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিবেক বৈরাগ্য লইয়া যদি সঙ্ঘ-সন্তান না চলে তবে তাহার আধ্যাত্মিক জীবন যখন তখন ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা যে সঙ্ঘ-সন্তান তাহার ধর্ম্মজীবনকে জাগ্রত ও জীবন্ত রাখিতে পারে, অন্য সঙ্ঘ-সন্তানের দোষ-ত্রুটি দুর্ব্বলতা তাহার কি করিতে পারে ? সর্ব্বদা বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা ভিতরের ভাবকে জাগ্রত না রাখিলে সঙ্ঘ-সন্তানের ধর্ম্মজীবন যখন তখন যেভাবে সেভাবে অপর সঙ্ঘ-সন্তানের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা না দেখিয়াও ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। যাহার জীবনের আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্থির হইয়াছে সে যখন তখন যাহার তাহার দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতার দিকে তাকাইয়া চলে না। সে সব সময় আপন ভাবেই ডুবিয়া মজিয়া থাকে। সে কখনও কাহারও কোন প্রকার সমালোচনার ধার ধারে না, অপরের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতার দিকে তাকাইয়া দুর্ব্বল, আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।



—ঃ০ঃ—

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কলিকাতা আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজ ২৪শে ফাল্গুন (১৩৪৫ সন) ইং ৮ মার্চ্চ (১৯৩৯) তারিখে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সমবেত সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে এই মহান্ উপদেশবাণী লিখিত ভাবে প্রদান করেন।

ওঁ

সঙ্ঘের বীর সাধকের সাধনা

সাধক চায় শক্তি। সেই শক্তি লাভ হয় ভিতর ও বাহিরের সংগ্রামদ্বারা। যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই।

সংগ্রাম সাধককে সর্ব্বদা সজাগ রাখে, সংগ্রামই সব সময় সাধককে জাগ্রত করিয়া দেয়, সংগ্রামই সাধকের ভিতরে জাগ্রত জীবন্ত ভাব আনয়ন করে। এই সংগ্রামের অভাব হইলেই সাধক নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক সংগ্রামের ভিতর থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার কোন ভয় ভীতি ভাবনা থাকে না, তত সময়ে থাকে শুধু তাহার ভিতরে অমিত তেজোবীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রম, আর থাকে সংগ্রামে বিজয় লাভ ও আত্মরক্ষার জন্য একটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

আত্মরক্ষা ও সংগ্রামে বিজয় লাভের জন্য এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কখনও সাধকের প্রাণে দুঃখ-দুর্ব্বিপত্তি-অশান্তি আনে না, আনে প্রবল উদ্যোগ উৎসাহ উদ্যম, আনে বিপুল শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রম। এই উদ্বেগ, এই উৎকণ্ঠা সবরকম প্রলোভনের ভিতরে সব রকম

অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষকে ধীর, স্থির, অচল, অটুট রাখে। মানুষের ভিতরে আত্মরক্ষার এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার যখনই একটু অভাব হইয়া পড়ে তখন আর মানুষের সেই সিংহবিক্রম ও বীর্য্য-পরাক্রম থাকে না, তখন মানুষ নির্জ্জীব জড়ের ন্যায় কেবলমাত্র জীবিত থাকে।

বীর সাধক কিছুর ভয় ভাবনা রাখে না, কখনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপত্তির ধার ধারে না, কোনও সুযোগ-সুবিধা, আরাম-বিরামের আকাঙ্ক্ষা লইয়াও সে কখনও চলে না। বীর সাধক চায় বিপুল সংগ্রামের ভিতর দিয়া বহু রকম দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপত্তির মধ্য দিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি।

'সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত'—ইহাই বীর সাধকের মূলমন্ত্র বলিয়া জানিবে। বীর সাধক আকাশে বাতাসে সব সময় এই (মহাবাণীরই) প্রতিধ্বনি শুনিতে পায় যে—কখনও নিজ সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না। এই মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনি শ্রবণের দ্বারা সাধক সব সময় জাগ্রত ও জীবন্ত অবস্থায় বিচরণ করিতে সক্ষম ও সমর্থ হয়। যে সাধক কখনও কোন আরাম-বিরাম-বিশ্রাম-সুযোগ-সুবিধা চায় না, কোন রকম স্নেহ-মায়া-মমতা-সখ্যতা-ভালবাসার ধার ধারে না—সিদ্ধি কেবল সেই সাধকের জন্যই।

সাধকের সংগ্রামই সহায়, নানাবিধ বিপদাপদই পরম সম্বল, আর নানাপ্রকার দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বিপত্তিই সাথের

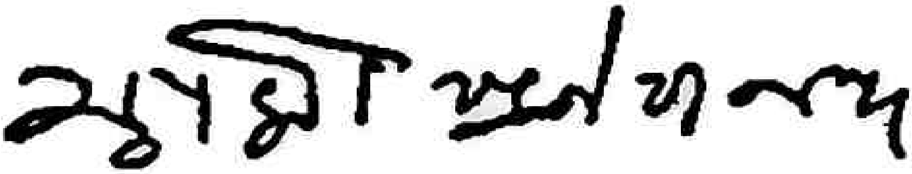
সাথী। মৃত্যুর সহিত হাসিমুখে আলিঙ্গনের জন্য সাধক সর্ব্বদা প্রস্তুত। জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির কোন রকম ভয় ভাবনা তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। বীর সাধক কখনও চায় না নিরিবিলি নিরাপদ জীবন। সব সময় বিপদসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথেই সে সর্ব্বদা বিরাজ ও বিহার করিতে চায়। সঙ্ঘ-সন্তানগণ! সাবধান। সব সময় স্মরণ রাখিয়া চলিবে যে, তোমরা এই বীর সাধকদলের সাধক। কোন ভয়-ভাবনা, দুঃখ-দৈন্য, বিপদাপদে ভীত না হইয়া সংগ্রামকে বীরের মত বরণ করিয়া লও।

হে বীর সাধক! তুমি কি জান না যে তুমি শক্তির পূজক, মহাশক্তির উপাসক ? তোমার সেই শক্তির সাধনা কোথায় ? একবার ধীর স্থির হইয়া চিন্তা কর তোমার উপাস্য দেবদেবীর মহাবীরত্বব্যঞ্জক লীলাভিনয়। শিবের হাতে ত্রিশূল, তাহা দেখিয়া তুমি কি চিন্তা করিবে ? শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন—তাহা দেখিয়া তুমি কি ভাবনা ভাবিবে ? দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার দিকে তাকাইয়া তোমার ভিতরে কি চিন্তা আসিবে ? এই মহাশক্তির সাধনা করিয়া কি মানুষ দুর্ব্বল হয়, না সবল হয় ?

সাধক! একবার বিশেষ ভাবে এই সমস্ত কথা চিন্তা কর। তারপর তুমি ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখ যে, তোমার শক্তির পূজা ও সাধনা ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা। যদি না হইয়া থাকে তবে ঠিক কর যে, এখন হইতে কি

ভাবে তুমি তোমার আরাধ্য দেবতার পূজা উপাসনা করিবে।

সঙ্ঘ-সন্তানগণ! প্রাণে প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখ যে—সব রকম আরাম-বিরাম, সুযোগ-সুবিধা লইয়া সাধকের সাধনা কখনও চলে না, সব সময় সব রকম বিপদের সম্মুখীন হইয়াই বীর সাধককে চলিতে হয়।



—ঃ০ঃ—

ওঁ

সঙ্ঘের কার্য্যসাধন কৌশল

যাহারা সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিবে, একত্র কাজ করিবে তাহাদের ভিতর সর্ব্বদা এক চিন্তা, এক ভাবনা, একই রকম ভাবপ্রবাহ থাকা চাই। সকলের মন প্রাণ সর্ব্বদা এক সুরে বাঁধা থাকিবে। আজ আমরা জাতির যে সমস্যার সমাধান করিতে চাই তাহাতে প্রথমেই কর্ম্মীদের (সঙ্ঘ-সন্তানদের) ভিতরে সর্ব্বদা মতের মিল, চিন্তার ঐক্য ও ভাবের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। সকলে সঙ্ঘনেতার ভাবে ডুবিয়া, তাঁহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত হইয়া, একই জাতীয় চিন্তাভাবনা, একই প্রকার ভাবধারা লইয়া, এক মন-প্রাণ-বুদ্ধি হইয়া সমস্ত কাজ করিবে। ইহাই সঙ্ঘের নিয়ম, অনুশাসন— ইহাই সঙ্ঘের কার্য্যসাধন-প্রণালী বা কৌশল।

এই ভাবে না চলিয়া সঙ্ঘ-সন্তানগণ যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মত মত চলে, যার যার ভাবে সে সে থাকে —সে সে কাজ করে তাহা হইলে পরস্পরের ভিতরে অনৈক্য পার্থক্য এবং ভেদ বিবাদ বিরোধ দেখা দিবে। অপরের ভাব ও চিন্তার ধারার দিকে না তাকাইয়া, অপরের মতের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া যার যার নিজ নিজ

ভাব ও ইচ্ছানুযায়ী চলিলে সঙ্ঘের বিশাল শক্তি বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলি পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সঙ্ঘের বিরাট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত তাহাই অকর্ম্মণ্য হইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহাতে সঙ্ঘের বিরাট কাজ ও মহান্ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং আর কোন কিছুই করা সম্ভব হইবে না।

এই অনৈক্য, পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য দূর করিতে হইলে যার যার নিজ নিজ খেয়াল-খুশি-মতলব ছাড়িয়া সঙ্ঘনেতার ভাবের সহিত ভাব মিলাইয়া সকলকে সঙ্ঘের আদেশ, নির্দ্দেশ ও অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আমার শক্তি সকলের ভিতর কাজ করিতে পারিবে।

লোক আশ্রয় পাইয়াও নিরাশ্রয় হয়, নিরাশ্রয়ের মত থাকে যদি শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়া না চলে। নিজ নিজ খেয়াল-খুশিমত চলিলে, নিজের মতলব ও ইচ্ছা অনুসারে সব সময় কাজ করিলে কোন সাহায্য সেখানে পৌঁছিতে পারে না। আমার শক্তি সেখানে কোন কাজ করিতে পারে না। গ্রহণেচ্ছু (Receptive) না হইলে, সর্ব্বদা সঙ্ঘবিরোধী ভাব নিয়া থাকিলে সাহায্য যাইয়াও ফিরিয়া আসে। যে সাহায্য ঠিক ঠিক চায় সে-ই সাহায্য পায়।

সঙ্ঘ-নেতার উপরে আন্তরিক প্রেম-অনুরাগ ও আকর্ষণ চাই। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি নিমেষ, প্রতি মুহূর্ত্ত

যেন তাঁর স্মৃতি নিয়া তাঁর চিন্তাভাবনায় কাটে, একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন তাঁহার স্মৃতিশূন্য হইয়া প্রবাহিত না হয়, চোখের একটি পলকও যেন তাঁর চিন্তাশূন্য হইয়া না পড়ে, জীবনের একটি পলও যেন সঙ্ঘনেতার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ব্যয়িত না হয়।

প্রত্যেক সঙ্ঘ-সন্তানের ভিতরে আজ এই ভাব ও এই সঙ্কল্প চাই। এই ভাব ও এই সঙ্কল্প নিয়া চলিলেই আজ সমগ্র দেশবাসীর ভিতরে যে ভাব দিতে চাই, তাহা সম্ভব হইবে।

সঙ্ঘ-নেতাগতপ্রাণ সন্তানদের ভিতর দিয়াই সঙ্ঘনেতার ভাব ও শক্তি সকলের নিকট পৌঁছিতে পারে—সঙ্ঘ-সন্তানদের প্রাণে এই ভাব ও সঙ্কল্প থাকিলে তাহারা আমার শক্তি অনুভব করিতে পারিবে এবং বিপুল উৎসাহ উদ্যম নিয়া সহস্র গুণ বেশী কাজ করিতে পারিবে। তাহা না হইলে তাহারা কি কাজ করিবে? আমার শক্তি না পাইলে কে কি করিতে পারে?

এই ভাবকে ধরিয়া থাকিবার জন্য অভ্যাস চাই। অভ্যাস ব্যতীত সর্ব্বদা এই স্মৃতিকে ধরিয়া থাকা যায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিস্মৃতি আসে, সমস্ত চিন্তাভাবনা ধারণা ভুল হইয়া যায়।

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে জপের সাহায্যে ধ্যেয় মূর্ত্তিতে চিত্ত নিবদ্ধ করিবে। যে পর্য্যন্ত না ইষ্টমূর্ত্তিতে চিত্ত নিবদ্ধ হয় সেই পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিবে না বা কোন

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ইষ্টমূর্ত্তিতে চিত্ত নিবদ্ধ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত দিন সেই ভাব সেই স্মৃতি নিয়া চলা যাইবে।

সমস্ত দিনের কার্য্যাবসানে রাত্রে ঘুমের পূর্ব্বে বিছানায় বসিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, সারাদিনের সমস্ত কাজকর্ম্ম চিন্তাভাবনা সব কিছু সঙ্ঘনেতার নিকট নিবেদন করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। এই ভাবে প্রতিদিন তোমাদের আশ্রয় দাতার নিকট আত্মনিবেদন করিয়া, নিজের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া তাঁহার ভাবে তন্ময় হইতে পারিলেই তাঁহার মহাভাব ও মহাশক্তি তোমরা অনুভব করিতে পারিবে। কিছুদিন অভ্যাস করিলেই ধীরে ধীরে ইহা স্বভাবে পরিণত হইয়া যাইবে।

বই পড়িয়া এই জিনিস হয় না, অন্য কোন উপায়েও ইহা লাভ করা যায় না, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে।*

—ঃ০ঃ—

*সঙ্ঘ-সিদ্ধপীঠে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা-মহোৎসবান্তে সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কলিকাতায় আসিয়া ১০ই কার্ত্তিক (১৩৪১) (২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৪) তারিখ রাত্রি ১২ ঘটিকায় এই সাধনবাণী প্রদান করেন।

জনৈক বিশিষ্ট সঙ্ঘসন্ন্যাসী কর্ত্তৃক ইহা অনুলিখিত হয়।

সঙ্ঘের সুসময়

বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইয়া সঙ্ঘের আজ পরম আনন্দের দিন আসিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যেমন এক এক সময় এক একটি অবস্থা আসে তেমনি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জীবনেও এক এক সময়ে এক একটি শুভ সময় আসে। এই মাঘী পূর্ণিমা হইতে আগামী মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সঙ্ঘ-সন্তানদের একটি পরম শুভ সময়, মহা আনন্দের দিন। এই সময় এক একটি আদেশ পালনের ভিতর দিয়া ৫০ বৎসরের তপস্যার কাজ হইয়া যাইবে। ঠিক ঠিক ভাবমত চলিতে পারিলে সঙ্ঘ-সন্তানগণ যে কাজে হাত দিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে, যে দিকে গতি ফিরাইবে সেই দিকেই অনায়াসে চলিতে পারিবে; যদি তাহারা আগুনকে বলে জল বা জলকে বলে আগুন তবে তাহাই সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

জগতে এমন কোন পাপতাপ মায়ামোহ আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই যাহা সঙ্ঘ-সন্তানদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা সঙ্ঘনেতার ভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে। সর্বদা এই স্মৃতি, এই শক্তিই হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে যে—আমি অলৌকিক

মহাতপঃশক্তিশালী সঙ্ঘনেতার অন্তরঙ্গ সন্তান, আমি সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ উপদেশ অনুসারে চলিতেছি; সুতরাং যখন যে কাজেই যাই না কেন তাহাতেই জয়ী হইব। আহারে বিহারে প্রতি নিয়ত এই মহাবাণীই প্রাণে মনে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে যে—যদি কিছু মনন করিতে হয় তবে ঐ গুরুমূর্ত্তিই মনন করিব, যদি কোন কিছু শ্রবণ করিতে হয় তবে গুরুর আদেশই শ্রবণ করিব, যদি কোন কিছুর গুণগান করিতে হয় তবে গুরুগুণগানই কীর্ত্তন করিব। বাহিরের শরীরটি সঙ্ঘের কাজে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু মনটি থাকিবে এক জায়গায় স্থির— সেই গুরুচিন্তায় ডুবিয়া। তাহা হইলেই সঙ্ঘ-সন্তানগণ নিশ্চিন্ত মনে নির্ভাবনাতে চলিয়া মহাশান্তিসুখে কাল কাটাইতে পারিবে।*

—ঃ০ঃ—

* ১৩।৩।৩৬ তারিখে মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব্বে সঙ্ঘনেতা সঙ্ঘ-সিদ্ধপীঠ বাজিতপুরে সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে এই উপদেশ প্রদান করেন।

জনৈক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অনুলিখিত হয়।

ওঁ

সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের

প ত্রা ব লী

(১)

মাদারিপুর সেবাশ্রম।
নভেম্বর, ১৯২৩

স্নেহের...

মানুষের জীবনে অনেক সময় অনেক রকম উত্থান-পতনের ভাব আসিয়া থাকে। তাহাতে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত না হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান্ হইয়া সঙ্কল্পিত ও আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অবিচলিত অচঞ্চলিত ভাবে চলিতে হইবে। স্বামী...র কর্ম্মশক্তির প্রভাবে শুধু রাজসাহী জেলাবাসীর জড়তা ও তমসাচ্ছন্নতা বিদূরিত হইবে না, এমন দিন আসিবে যখন সমগ্র দেশবাসী তাহার জ্ঞানালোকে আলোকিত ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই মহাবাণীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বিপুল বিক্রম ও অনন্ত উদ্যম অধ্যবসায়

সহকারে আরব্ধ সঙ্কল্পিত কৰ্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। অনেক সময় ভিতরের নানাপ্রকার দুৰ্ব্বলতা দেখিয়া আত্মশক্তির উপর অনাস্থা আসিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তাহাতে বিব্রত হইলে চলিবে না। কেননা, মানুষের জীবনে এইরূপ দুৰ্ব্বলতা অনেক সময়ই আসিয়া থাকে।

ইতি—

প্রাপক—উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম
নওগাঁ

আঃ...

(২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইং ১৬।৬।২৪,
বাং ৩০ শে আষাঢ়, ১৩৩১

স্নেহের...

তোমাদের হিত তোমাদের অপেক্ষা আমি বেশী বুঝি। আর ছেলেমি করিয়া আমাকে বিব্রত করিও না। তোমরা কোনরূপ হৈচৈ করিলে গয়ার কাৰ্য্য শৃঙ্খলামত হইতে বিলম্ব হইবে। এত কাল পর্য্যন্ত এই সংস্রবে থাকিয়া এখন কি সঙ্ঘকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে? ...এখনও বলিতেছি—তোমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া চল। এই শুভদিনে শুভ সময়ে

সকল ছেলে শক্তি অনুসারে সমভাবে এই কার্য্যে সাহায্য করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি কেহ আমাকে বিব্রত করে তবে তাহাকে কোন্ দিক দিয়া সমর্থন করিবার আছে? তুমি দ্বিধাশূন্য হইয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে থাক। তুমি স্থির হইয়া কিছু দিন ওখানে থাক। ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, অবাক্ হইবে তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য দেখিয়া। খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কথানুসারে চলিলে কোন দুর্ব্বলতা কিছু করিতে পারিবে না। আপন ব্যক্তিত্ব অস্তিত্বকে সঙ্ঘের হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হও। কোন ভয় নাই। তোমরা বীরের সন্তান। এসব দুর্ব্বলতা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। ধীর স্থির হও, নিশ্চিন্ত মনে নির্ভাবনাতে চল। ইতি—

প্রাপক
মাদারিপুর সেবাশ্রম   আঃ...

(৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা-ইং ১১.৭.২৭

স্নেহের...

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শীঘ্রই প্রচারে বাহির হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইবে। সঙ্গে দুই একজন ব্রহ্মচারী

ও স্কুল-কলেজের ছেলে থাকিতে পারে। তাহারা যখন যেখানে বক্তৃতা দেওয়া স্থির হইবে তখন সেখানে গিয়া বক্তৃতা সম্বন্ধে হ্যাণ্ডবিল প্রচার করিবে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এইরূপ ভাবে না চলিলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইবে না।

প্রত্যেক জনসভায় কিছু কিছু 'সঙ্ঘবাণী' ও 'ব্রহ্মচর্য্যম্' চার্ট বিতরণ করিবে।

সঙ্ঘবাণী তোমাদের সঙ্ঘনেতার উপলব্ধ কয়েকটি মহান্ সত্য। এক একজন মহাপুরুষ এক এক সময় আসিয়া সাধনা দ্বারা কয়েকটি সত্যকে উপলব্ধি করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য তাহা জনসমাজে প্রচার করিয়া যান। এই সঙ্ঘবাণীও তদ্রূপ জনসমাজের কল্যাণের জন্য প্রচারিত হইতেছে—এই কথা সকলকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলেই সকলে ইহা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিবে ও যত্ন সহকারে দৈনিক পাঠ করিবে। দুই বৎসরের ভিতরে সারা বাঙ্গলায় এই জিনিস ঘরে ঘরে নিত্যপাঠ্য হইবে।

স্বামী...যাহাতে সত্বর প্রচার কার্য্যে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সেই কথা বলিবে। ইতি—

প্রাপক...

রাজসাহী ছাত্রাবাস আঃ...

(৪)

কলিকাতা, ইং ১১।৭।২৭

স্নেহের...

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় তোমাকে খুব শীঘ্রই প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে হইবে। এই জন্য দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া প্রস্তুত হও। মানসিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন লইয়া সর্ব্বত্র উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই তোমাদের সঙ্গ করিয়া একটি প্রভাব অনুভব করিতে পারে। সঙ্ঘবাণী* দৈনিক দশবার করিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিবে। সঙ্ঘবাণী সঙ্ঘের প্রত্যেক ছেলেরই কণ্ঠস্থ করা দরকার। ইতি—

প্রাপক

নওগাঁ সেবাশ্রম (রাজসাহী) আঃ...

---

*শ্রীশ্রীমদাচার্যদেব জাতীয় কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁহার উপলব্ধ কয়েকটি মহান্ সত্যকে "সঙ্ঘবাণী" শিরোনামায় সূত্রাকারে দেশবাসীকে দান করিয়াছেন।

এই সূত্রের ভাষ্যরূপে "ওঁ যুগমন্ত্র শ্রীশ্রীসঙ্ঘবাণী" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই আলোচনা "সঙ্ঘবাণী"র তত্ত্ব অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক হইবে।

(৫)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম। আর দীর্ঘকাল এরূপ দুরবস্থার ভিতর পড়িয়া থাকিতে হইবে না; খুব শীঘ্রই তোমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইবে, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে।

এখনও নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে চেষ্টা কর। মনের সকল খেয়াল ছাড়িয়া দাও, তোমাদের আশ্রয়দাতার উপর অটুট শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা আনিতে চেষ্টা কর। তবেই তোমাদের মহাকল্যাণ লাভ হইবে এবং চিত্তপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তোমাদিগকে যে আত্মচিন্তা, মৃত্যুচিন্তা ও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা দৈনিক নিয়মিতভাবে পালন করিয়া চলিবে। মাঘী পূর্ণিমার দিনে যাহাতে তোমরা তোমাদের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার মত মহাসাধনা লাভ করিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে থাক। মহাশক্তি, মহাসাধনা লাভ না করা পর্য্যন্ত তোমাদের চিত্তের অসদ্বৃত্তি প্রশমিত হইবে না।

কোন পাপতাপ, মায়ামোহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না যদি তোমাদের আশ্রয়দাতার স্মৃতি সতত তোমাদের হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে পার।

খুব সাবধান হইয়া চলিও। কোনও সময়েই যেন পূর্ব্বাশ্রমের চিন্তা হৃদয়ে না আসে। পূর্ব্বাশ্রমের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইবামাত্রই ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইতি—

আঃ...

(৬)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা, ৩.১২.৩০

স্নেহের...

...আদেশ উপদেশমত চলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। তোমাকে এযাবৎকাল যেরূপ সুযোগ সুবিধার ভিতর দিয়া আনা হইয়াছে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা অনেকের ভাগ্যেই অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না। তাই বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া সব সময়ে চলিতে হইবে। মন খুব বেশী বহির্মুখী হইয়া পড়িলে এত বড় সুযোগ সুবিধাকেও উপেক্ষা করিয়া সাধারণ ভাবস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সেই অবস্থায়ই মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে জীবন নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, এত বড় তপঃশক্তি ও তপঃপ্রভাবের ভিতর দিয়া যখন জীবন যাপনের সুযোগ

পাওয়া গিয়াছে তখন সাময়িক অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইলেও তোমাদের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমরা যাঁহার শরাণাপন্ন শরণাগত তাঁহার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদের প্রভাবে জীবনের সমস্ত অশুভ, ময়লা ও জঞ্জালসমূহ ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। এই জাতীয় ভাব ও চিন্তা লইয়া নিয়ত বসবাস করিলে ভিতরে অদম্য উৎসাহ আসিবে এবং অসীম আনন্দের সহিত কাল কাটাইতে সক্ষম হইবে।

গত পাঁচ ছয় মাস যাবৎ তোমাকে যে ভাবের ভিতরে রাখা হইয়াছে সেই ভাব লইয়া নিয়ত চলিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ভাবে চলিতে পারিলে বাহিরের আবহাওয়া বা কোনরূপ বিরুদ্ধ সংসর্গের প্রভাব তোমার উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। ইতি—

আঃ...

(৭)

কলিকাতা
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

স্নেহের...

...সব সময়ে গুরুর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে আর কোন বিপদে পড়িবে না। প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুকে স্মরণ রাখিতে

হইবে, তাহা হইলে আর অচিন্তা কুচিন্তা কখনও আক্রমণ করিবে না। সঙ্কল্পে দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত হইয়া চলিতে হইবে, তাহা হইলে আর রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় উৎপীড়িত হইবে না। ইতি—

আঃ...

(৮)

গয়া সেবাশ্রম, গয়া
২৮শে নভেম্বর, ১৯২৫

স্নেহের...

নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও যখন সময়ে সময়ে ভিতরে নানারকম সদিচ্ছা ও সদাকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, তখন যদি নিজেকে অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া আত্মোন্নতির জন্য সামান্য চেষ্টা করিতে পার তাহা হইলে অতি অল্প কালের ভিতরে মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে।

আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান্ হইয়া, শাস্ত্র ও সদাচারকে অবলম্বন করিয়া, রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমরূপ মহাব্রত পালন করিয়া চলিতে পারিলে খুব অল্প কালের ভিতরেই আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ ও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। রিপু ও ইন্দ্রিয়গুলির উপর সংযমশক্তির প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলে

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের শক্তি-সামর্থ্য, বিক্রম-পরাক্রম দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইবে।

অনন্ত অসীম শক্তি-সামর্থ্য, বিপুল বিক্রম পরাক্রম মানুষের ভিতরে আছে। কিন্তু ইহার প্রকাশ বিকাশ না থাকায় মানুষ অনেক সময়ে নিতান্ত নিৰ্জ্জীব ও জড়ের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে।

আজ ভারতের মহামুক্তি ও মহামিলনের দিন। আজ আর কাহাকেও মায়া-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া এখন প্রত্যেকের আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে।

'সঙ্কল্পে দৃঢ় হওয়া, প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত থাকা'—এই নীতিকে সর্ব্বদা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে অনেক কঠোর কার্য্যও অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে।

নিজেকে এমন কতকগুলি আচার-নিয়ম-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া পরিচালন করিবে যাহার প্রভাবে ভিতরের যাবতীয় আলস্য, ঔদাস্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিদূরিত হইয়া ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সতত আহারে বিহারে, আমোদে প্রমোদে, পোষাক-পরিচ্ছদে, বাক্যে ও কার্য্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিবে। তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্রিকতাই তোমাদিগকে অপ্রত্যাশিত চিন্তা-ভাবনা ও কার্য্য হইতে রক্ষা করিবে।

স্বামী...র শরীর বর্ত্তমান কিরূপ, তোমাদের ওখানকার অবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানাও। ইতি—

আঃ...

(৯)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ইং ১১.৮.৩৯

স্নেহের...

সঙ্ঘ-সন্তানগণ যখন যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, সব সময় সমস্ত অবস্থায়ই তাহারা সঙ্ঘনেতার শুভদৃষ্টি ও শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু এই জন্য সকলকে সঙ্ঘনেতার আদেশ ও নির্দ্দেশ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্মৃতিপথে রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আর কাহারও পা কখনও বেতালে পড়িবে না। সঙ্ঘনেতার স্মৃতিই সঙ্ঘ-সন্তানদিগকে সবল সতেজ ও জাগ্রত করিয়া রাখে। এই স্মৃতির কখনও কোন সময় অভাব হইলে নানা রূপ দুর্ব্বলতা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

তুমি যে সঙ্ঘনেতার শুভাশিস্ শিরে ধারণ করিয়া প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়াছ—এই চিন্তা ভাবনা যেন সর্ব্বতোভাবে সমস্ত কাজে রাখিয়া চলিতে পার। তাহা হইলেই প্রচার কার্য্যে জয়যুক্ত হইতে পারিবে।

অবিরাম অবিশ্রাম, অনবরত প্রতিনিয়ত সঙ্ঘ-নেতার আদেশ ও নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলে কখনও কোনরূপ অসুবিধায় পড়িবে না, সব কাজেই সব সময়ে বিজয়ী হইয়া বীরের মত নির্ভীক ভাবে বিচরণ করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে। ইতি—

আঃ...

(১০)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩২

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। জীবনের এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের ভিতরেই মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব ও বীরের বীরত্ব।

আজ জাতি ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জড়তাগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত নির্জীব ও মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিতেছে। বর্ত্তমানে দেশের প্রাণে আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম উৎসাহ কিছুই নাই। সমগ্র দেশ যেন একটা গভীর নৈরাশ্য লইয়া কাল কাটাইতেছে।

দেশের এই নৈরাশ্যভাব ও বিপন্নাবস্থা দূর করিতে হইলে সকলের প্রাণে সংযমশক্তির প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া সমগ্র জাতিকে জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

ইতি—

আঃ...

(১১)

পুরী সেবাশ্রম
স্বর্গদ্বার, পুরী
ইং ১.৭.৪০

স্নেহের...

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। যদি কখনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তোমার কোনও ভুল-ত্রুটি, দোষ বা অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য এত ব্যস্ত বা বিব্রত হইবার কিছুই নাই। মানুষের ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্রিত সন্তানের যত ভুলত্রুটি অপরাধই হউক না কেন তাহার আশ্রয়দাতা যিনি, ইহকাল পরকালের ভাগ্যবিধাতা যিনি, তিনি সব সময় সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়া আশ্রিত সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই তোমাদের আশ্রয়দাতার নীতি।

তুমি তোমার নিজের দোষত্রুটি অপরাধের জন্য

যতটুকু ভাব, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী ভাবিয়া থাকেন তোমার আশ্রয়দাতা। এই সম্বন্ধে তোমার আর কিছু ভাবিবার বা চিন্তা করিবার নাই। যাহা কিছু ভাবিবার আমিই ভাবিব এবং যাহা কিছু করিবার আমিই করিব। তুমি শুধু আমার আদেশ ও নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া যাও।

মানুষ অনেক সময় কর্ম্মক্ষেত্রে নানা রকম আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়, আশ্রয়দাতা রক্ষাকর্ত্তা সেই সব অবস্থা হইতে আশ্রিত সন্তানকে সততই রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে আশ্রিত সন্তান অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হয় এবং তখনই সে নিজেকে খুব বিপন্ন বলিয়া মনে করে। এই সময় সর্ব্বদা একান্ত ভাবে আশ্রয়দাতা গুরুকে স্মরণ করিয়া চলিতে পারিলেই সমস্ত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

কোন্ মহীয়ান্ শক্তিধর পুরুষের আশ্রিত সন্তান তুমি তাহা সতত স্মরণ রাখিয়া চলিবে। তাহা হইলে আর কোন দুর্ব্বলতা-ভীরুতা, ক্লীবতা-কাপুরুষতা তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমার উপরে গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তুমি তেমন কোন ভুলত্রুটি অন্যায় অপরাধ কর নাই যাহার জন্য তোমাকে বিশেষ ভাবিতে হইবে। আজ যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এখন আর এইরূপ খুঁটিনাটি ছোটখাট বিষয় নিয়া এত ভাবিলে চলিবে না।

এখন বীর বিক্রমে সিংহপরাক্রমে গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া আত্মশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিতে হইবে। তবেই তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইতি—

আঃ...

(১২)

বাজিতপুর সেবাশ্রম,
জেলা—ফরিদপুর
১০ই ভাদ্র, ১৩২৮

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম। মানুষ মায়ামোহ বিভ্রম-বিভ্রান্তির আবরণে নিজেকে আবরিত করিয়া আপনার বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম বিস্মৃত হইয়া, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনে অক্ষম হইয়া নিতান্ত নির্জীব ও জড়ের মত অবস্থান করিতেছে।

আত্মশক্তির বিকাশ-প্রকাশ, উন্মেষ-উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব ও বীরের বীরত্ব। সুতরাং মানুষকে আর দীর্ঘকাল এইরূপ দুরবস্থার ভিতর পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। এখন প্রসুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া মহাজাগরণের ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় অচল অটল অটুটভাবে

জীবনের এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া আত্মশক্তিকে রক্ষা করিতে হইবে। আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান্ হইয়া আত্মানুসন্ধান পূর্ব্বক আত্মবোধ ও আত্মানুভূতি অর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

মানুষ রিপু-ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়নায় উৎপীড়িত হইয়া, আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তাকে গ্রহণ করিয়া অনন্ত শক্তি-সামর্থ্য-উদ্যম-অধ্যবসায় হারাইয়া, দুর্ব্বলতা-ভীরুতা-কাপুরুষতাকে আশ্রয় করিয়া, মায়া-মোহ-কামনা-বাসনার জালে বিজড়িত হইয়া নিতান্ত মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

এই ধ্বংসোম্মুখ জাতির প্রাণে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে সমগ্র দেশের ভিতর সংযমশক্তির প্রবল প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ভিতর দিয়া নীতি ও ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করতঃ এক মহাজাগরণ আনয়নের জন্য তোমাদের মত একজন আত্মোৎসর্গকারী নিষ্কাম কর্ম্মীকে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ইতি—

আঃ...

(১৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১৭.৬.৩৬

স্নেহের...

পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া চলিবে। অক্ষুধায় খাইলে শরীর নষ্ট হইয়া যায়। প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও বার্লি খাইবে। তবেই system ঠিক থাকিবে।

নিয়মিত ও পরিমিত আহার শরীরকে রক্ষা করে। আর অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার শরীরকে ধ্বংস করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি খেয়ালের (মনোযোগের) অভাবে শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হইতে থাকে। সুতরাং সব সময়ে শরীর সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া খেয়াল রাখিয়া চলিবে।

সংযমই শরীরের প্রকৃত আহার। সংযমই শরীরকে সুস্থ সবল ও বলিষ্ঠ রাখে। এই সংযম সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় অনেকেই নানা রকম রোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। যে-সব ছেলেরা কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আহার্য্য (দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্য) গ্রহণ করিয়া থাকে, আহার সম্বন্ধে তেমন সংযম (পরিমাণ) ঠিক না রাখায় তাহারাও

নানাবিধ রোগে ভুগিতেছে। আর যে-সব ছেলেরা রসনার পরিতৃপ্তির জন্য নানারূপ অহিতকর খাদ্য খাইতেছে তাহাদের শরীর তো একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

সংযমই সাধুর সম্বল। এই সংযমের অভাব হইলে জীবন একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। কাজেই আহারে বিহারে, আমোদে উৎসবে—প্রতি কার্য্যকলাপে সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই সম্বন্ধে প্রত্যেক সঙ্ঘ-সন্তানকে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইতে হইবে। এই বিষয়ে আর উদাসীন থাকিলে অনেকের জীবনই বিপন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সংযমই হইল মানুষের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ যেমন বাঁচিতে পারে না, সংযমহারা হইলেও মানুষ তেমনি বাঁচিতে পারে না। কাজেই সব সময় এই সংযমশক্তিকে জাগ্রত রাখিয়া চলিতে হইবে। অনেকেরই জীবনের অনেকসময় কাটিয়া গেল। আর এইরূপ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা উচিত নয়। ইতি—

আঃ...

(১৪)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা

স্নেহের...

কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক প্রকার পরীক্ষা আসিয়া থাকে। তুমি ঐ সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া খুব উদ্যোগী হইয়া বিপুল উদ্যম সহকারে কাজ করিবে। কাজের সমস্ত দায়িত্ব দিয়া তোমাকে ওখানে পাঠান হইয়াছে। সুতরাং তুমি সম্মান-অসম্মান, সদ্ব্যবহার-অসদ্ব্যবহার সব কিছু উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যের দিক লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। মানুষ না বুঝিয়া কত সময় কত রকম দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে, বীর কর্ম্মী তাহা সহ্য করিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যায়।

তোমার উপর যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। কাজ যাহাতে বেশী হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সেই সময় অন্যের ব্যবহারের বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা করিবে না।

মানুষের ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক, সুতরাং অপরের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সময় সময় অসঙ্গত ব্যবহার করাও স্বাভাবিক। এই সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর পরীক্ষা বিশেষ। কর্ম্মীর ঐ সব বিষয়

ভাবিতে গেলে আর কোন কাজ করা চলে না। তোমার ন্যায় কর্ম্মীর এই সব জিনিস অনায়াসে ভুলিয়া যাওয়া দরকার। খুঁটিনাটি বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে কাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইবে।

সব সময় হৃদয়ে এইরূপ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবে যে, এক মুহূর্ত্তের তরেও আমার হৃদয়ে সঙ্ঘনেতার অনভিপ্রেত ভাব জাগিতে পারে না। তাহা হইলেই আর কোন আবিলতা পঙ্কিলতা তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ইতি—

আঃ...

(১৫)

সুরথলাল মিত্রের বাড়ী
পাথরবাড়ী, মধুপুর
ইং ১. ১১. ৩৩

স্নেহের...

যখন সহকর্ম্মীদের সহিত মনের, মতের বা ভাবের অনৈক্য হইবে তখন উপেক্ষাকে অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। তবেই পরস্পরের ভিতর শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই উপেক্ষার (সহকর্ম্মীদের দোষত্রুটির

প্রতি) অভাবেই মানুষের মনে নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ আসিয়া থাকে। তুমি বিশেষ বিচারবান ছেলে। এই উপেক্ষাকে অবলম্বন করিয়া অপরের ভুল ত্রুটি-দুর্ব্ব্যবহার ভুলিয়া যাইবে। তাহা হইলে তোমাদের কর্ত্তব্য সাধনে আর কোন প্রকার ত্রুটি হইবে না। তোমাদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অন্যের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া না চলিলে অনেক সময় সঙ্ঘ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সুতরাং সহকর্ম্মী সঙ্ঘ ভ্রাতাদের সহিত যাহাতে মতের ও মনের অনৈক্য না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে।

ইতি—

আঃ...

(১৬)

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১.৭.৩৮

স্নেহের...

নানারূপ মানসিক দুর্ব্বলতায় মন যখন অসুস্থ ও অশান্ত হইয়া পড়ে, তখন যদি কাহারও নিকট হইতে কেহ অবাঞ্ছিত ব্যবহার পায়, তাহা হইলে সে আর কিছুতেই সুস্থ ও শান্ত হইতে পারে না। এই অবস্থায়

মানুষের একমাত্র সহায় ও সম্বল গুরুনির্ভরতা। কিন্তু তখন বিচারের এতই অভাব ঘটে যে, শত চেষ্টা করিয়াও গুরুনির্ভরতা আনা যায় না। সুতরাং তখন সঙ্গীদের নানাপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্ত্তে মানুষ যদি এই সময় সঙ্গীদের নিকট হইতে বিরুদ্ধ ব্যবহার পায় তবে আর তাহার দাঁড়াইবার কোন স্থান থাকে না।

গুরুনির্ভরতা যেখানে, সদ্‌গুরুর উপর অচল অটল অগাধ বিশ্বাস যেখানে, কোন প্রকার মানসিক দুর্ব্বলতা বা ব্যবহারের বৈষম্য সেখানে কিছুই করিতে পারে না। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশবাণীকে লক্ষ্য করিয়া নিয়ত চলে যে, কোন দুর্ব্বলতা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে? সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ মত কাজ করিব, তাঁহার নির্ণীত পথে চলিব—এই যাহার জীবনের একমাত্র নীতি ও নিয়ম, তাহার পক্ষে স্বাধীন বা স্বেচ্ছামত কিছু ভাবিবার সময় সুযোগ বা অবসর অবকাশ কোথায়? ইতি—

আঃ...

(১৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ২০.৭.৩৮

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সাধকের জীবনে অনেক সময় অনেক রকম চঞ্চলতা আসিয়া থাকে, তখন আশ্রয়দাতা গুরুকে স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে হয়। তাহা হইলেই চিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়া থাকে। যখনই চিত্ত বিশেষ উদ্বেগপূর্ণ হয় তখনই অন্ততঃ তিন ঘণ্টা গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপ করিলে উদ্বেগ কমিয়া চিত্তের প্রফুল্লতা ও মনের প্রসন্নতা আসিবে এবং অশান্ত মন শান্ত হইবে। যখন চিত্ত একেবারেই অশান্ত হইয়া পড়ে, উদ্বেগে একেবারে অস্থির করিয়া তোলে তখন অনবরত প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গুরুপ্রদত্ত নাম জপ করিতে হয়; একটি পলকও নাম ছাড়িয়া চলিতে নাই। এইরূপ দুঃসময়ে নাম জপ (গুরুপ্রদত্ত সিদ্ধমন্ত্র) না করিয়া চলিলে এই সময় জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ঘটে। সদাসর্ব্বদা মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে খুব তাড়াতাড়ি অশান্ত, চঞ্চল, উদ্বেগপূর্ণ মন শান্ত, সুস্থ ও নিরুদ্বেগ হইবে।

সঙ্ঘের আশ্রিত সন্তান কেহ কেহ (যাহারা কর্ত্তব্য ব্যপদেশে দূরে আছে) কখনও কখনও মনে করিতে পারে—'আমি সঙ্ঘনেতার আশ্রয় ও কৃপা হইতে দূরে পড়িয়া আছি, নিকটে গিয়া পড়িলেই অশান্ত অসুস্থ মন শান্ত ও সুস্থ হইবে। কিন্তু সঙ্ঘের কাজের জন্য নিকটে আসা তখন (অনেকের পক্ষে) সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই সময় সে কি ভাবে চলিয়া নিজেকে সুস্থ, সংযত ও শান্ত রাখিবে? তখন তাহাকে এইরূপভাবে চিন্তা করিতে হইবে যে, যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাঁহার কাছে নিকট বা দূর কিছুই থাকিতে পারে না। যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকা হউক না কেন, সব অবস্থাতেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও শুভদৃষ্টি সমভাবেই পাওয়া যাইবে।

সঙ্ঘ-সন্তান যখন যেখানে (দূরে বা নিকটে) যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমস্ত অবস্থায়ই সঙ্ঘ-নেতার শুভ আশীর্ব্বাদ ও শুভদৃষ্টি সমভাবে পাইয়া থাকে—ইহাতে কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই; সঙ্ঘ-সন্তানগণ সঙ্ঘনেতার শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কখনও কোথায়ও থাকে না। তাঁহার (সঙ্ঘনেতার) শুভদৃষ্টি ও শুভ আশীর্ব্বাদের সঙ্গে দূর বা নিকটের কোন প্রশ্ন আসিতে বা থাকিতে পারে না—ইহা সতত চিন্তা করিয়া চলিবে। তবেই এই ভ্রান্ত ধারণা হৃদয় হইতে একবারে মুছিয়া যাইবে। ভ্রান্তির বশে নানারূপ দুর্ব্বলতা দ্বারা কোন

সঙ্ঘ-সন্তান যখন আক্রান্ত হয় তখনই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া থাকে। ধৈর্য্য ধরিয়া এইরূপ আদেশ ও নির্দ্দেশমত চলিলে হৃদয়ের সব গ্লানি দূর হইয়া যাইবে, মন ক্রমশঃ সুস্থ ও শান্ত হইয়া উঠিবে।

উপেক্ষাই সন্ন্যাসীর একমাত্র সম্বল। কাহারও ব্যবহারের ব্যতিক্রম দ্বারা মন ব্যস্ত ও বিব্রত হইলে উপেক্ষাকে অবলম্বন করিয়া চলিবে। তাহা হইলেই চিত্তদৌর্ব্বল্য চলিয়া যাইবে।

মন যখন এইরূপ নানা কারণে অশান্ত হইয়া পড়ে তখন ইহার হাত হইতে একমাত্র রক্ষার উপায়ই মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখা। সর্ব্বদা এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিলে আর কোন অশান্তি ও দুর্ব্বলতা আসিয়া বিব্রত করিতে পারিবে না।

ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে থাক, সত্বরই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। যে সমস্ত চিন্তাভাবনা আসিয়া তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, কয়েক দিন ধৈর্য্য ধরিয়া আদেশ ও নির্দ্দেশ মত চলিলে সেই সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তোমার কাটিয়া যাইবে। তখন আবার মন সুস্থ ও শান্ত হইবে।

সব জিনিসকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাক, তাহা হইলে আর কোন কষ্ট পাইবে না। উপেক্ষা করিতে না পারিলে নানারূপ উদ্বেগ আসিয়া তোমাকে ব্যস্ত ও বিব্রত করিবে।

সতত গুরুর আশীর্ব্বাদ ও শুভদৃষ্টি লাভের জন্য মনকে নিয়ত গুরুমুখী করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে কোন উদ্বেগ, অশান্তি ও দুর্ব্ব্যবহার তোমার মনকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

আদেশ ও নির্দ্দেশই একমাত্র সহায় সম্বল জানিয়া চলিবে। তবেই প্রকৃত শান্তি পাইবে। ইতি—

আঃ...

(১৮)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১৪.৮.৩৬

স্নেহের...

কাজের গুরুতর দায়িত্বভার তোমার উপর ন্যস্ত। সুতরাং ছোটখাট ব্যাপারে এত বিচলিত হইলে চলিতে পারে না। সকলকে বুঝাইয়া শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

বুদ্ধির ভ্রমে, বিচারের অভাবে মানুষ অনেক সময় অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়া বসে। সব সময়ই তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিবে। উপেক্ষা না করিলে নানা অশান্তি আসিয়া উপদ্রব করিবে। উপেক্ষাই সন্ন্যাসীর মস্ত বড় ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বদা সকলকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। ইতি—

আঃ...

(১৯)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১৪. ৮. ৩৬

স্নেহের...

বুদ্ধির ভ্রমে বা বিচারের অভাবে কেহ কোন সময় তোমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া (সেই সব) উপেক্ষা করিয়া চলিলে শান্তি পাওয়া যাইবে। উপেক্ষাই সন্ন্যাসীর বড় ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম সতত পালন করিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন কিছুই মনকে অশান্ত করিতে পারিবে না। মন সব সময়ই শান্ত সুস্থ থাকিবে।

ইতি—

আঃ...

(২০)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ৯.৯.৩৯

স্নেহের...

অনেক সময় মানুষের জীবনে অনেক রকম ভুলত্রুটি হইয়া থাকে। আমি তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া থাকি। কাজেই...র জীবনে যদি কোন ভুলত্রুটি আসিয়া থাকে তবে আমিই তাহা সংশোধন করিয়া দিব। তাহার

সম্মানে কেহ যেন হাত দিতে না পারে—এ বিষয়ে তুমি দেখিবে। ...র যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য আছে বলিয়াই আমি তাহার উপর পার্টির সমস্ত ভার দিয়াছি। ইতি—

আঃ...

(২১)

প্রণবমঠ, বাজিতপুর
ফরিদপুর, ইং ৭.৯.৪৭

স্নেহের...

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি সঙ্ঘের যে ভাবে প্রচার করিতেছ তাহাতে তোমার কোন ত্রুটি নাই। প্রচারের সহিত যেভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেছ তাহাও খুবই ভাল হইতেছে। কিন্তু প্রচার বা অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া যদি অলক্ষিত ভাবে তোমার ভিতরে কোন প্রকার কামনা বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় এবং তাহাতে যদি সঙ্ঘভ্রাতৃগণ তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া সাবধানবাণী প্রেরণ করে তাহা হইলে তাহাদের কোন অন্যায় বা ত্রুটি হইতে পারে না। সঙ্ঘ-ভাইদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য-সহানুভূতি, সতর্কতা ও সাবধানবাণী সব সময়ে পাইবে বলিয়াই ত এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতেছ। নচেৎ এক একজন এক এক স্থানে একাকীই ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চলিয়া যাইতে পারিতে।

দীর্ঘকাল একাকী গৃহস্থের সঙ্গে বসবাস করিতে থাকিলে অলক্ষিতভাবে নানারূপ কামনা বাসনার বীজ ভিতরে অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। তাই তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম—মাসের ভিতর কিছু সময় চাঁদা আদায় করিবে এবং কিছু সময় প্রচারে যাইয়া মিলন-মন্দির স্থাপন ও রক্ষিদল গঠন করিবে। কখনও একাকী, কখনও বা অন্য সন্ন্যাসীর সহিত যাইয়া এই কাজ করিবে। এইরূপ করিলে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী থাকিতে পারে না।

প্রথমে চাই তোমাদের ধর্ম্মজীবন রক্ষা, তারপরে প্রচার ও অর্থসংগ্রহ।

দীর্ঘকাল এইরূপ একাকী গৃহস্থদের সঙ্গে বসবাস করা তোমাদের ধর্ম্মজীবনের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। তাই মাঝে মাঝে তোমাকে আশ্রমে আসিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ একাকী গৃহস্থদের সহিত বসবাস করিয়া প্রচারকার্য্য ও অর্থসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছ। সুতরাং তোমার জীবনের ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় স্বামী...তোমাকে পত্র দিয়াছে। এই জন্য তোমার দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হওয়া উচিত। কেননা, তোমাকে বিপদে আপদে সতর্ক সাবধান করিয়া দেওয়ার মত লোক সতত তোমার পিছনে আছে।

পূর্ব্বের মত প্রচারকার্য্য ও অর্থসংগ্রহ করিবে।

পিতৃপক্ষ মেলার সময় গয়াতে যাইবে। যে সমস্ত স্থানে প্রচার-বাহিনী না যাইবে, সেই সমস্ত স্থানে তুমি যাইয়া কাজ করিবে।

ইতি—

আঃ...

(২২)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
১৬২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ইং ১.৭.২৬

স্নেহের...

পুরী আশ্রমের অধ্যক্ষ বলিয়া যাহাকে প্রচার করা হইতেছে, সেই লোককে আমি যেভাবে দেখিতে চাই সেইভাবে প্রস্তুত হও। ইত্যবসরে ওখানকার আব্হাওয়া পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল। প্রয়োজন হইলেই পুরী পাঠাইব। পুরীতে অধ্যক্ষভাবে যাইতে হইলে যেরূপ যোগ্যতা দরকার তাহা অর্জ্জন করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক। শক্তি দেখিয়া যেন লোক অবাক্ হয়। ইতি—

প্রাপক
নওগাঁ সেবাশ্রম (রাজসাহী) আঃ...

(২৩)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১৭.১১.৩৯

স্নেহের...

অনেক সময় অনেকের ভুলত্রুটি তোমার চোখের সামনে পড়িতে পারে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে তুমি কোন আলোচনা করিবে না। তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে। তোমার সঙ্গে যদি কোন ছেলে ব্যবহারের ব্যতিক্রম করে তবে আমাকে জানাইবে, আমি তাহার সংশোধন করিয়া দিব।

যদি কোন সঙ্ঘভ্রাতা কোন সময় না বুঝিয়া অন্যের দোষ সম্বন্ধে তোমার নিকট আলোচনা করে তবে তুমি সেখানে না থাকিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে। এই সমস্ত আলোচনায় যোগ দিলে খুব অপরাধ হয়। কাহারও বিরুদ্ধে যদি তোমার কিছু বলার থাকে তবে তুমি তাহা আমাকে জানাইবে।

যে সমস্ত প্রশ্ন তোমার মনে উঠিবে, প্রথমতঃ তুমি নিজেই তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কোন প্রশ্ন কখনও নিজে সমাধান করিতে না পার তবে আমাকে জানাইবে। এবার পুরীতে তোমার অনেক বিষয়ের সমাধান করিয়া দেওয়া হইবে।

বৈরাগ্যই বিবেকীর সম্বল, সংযমই তপস্বীর যথাসর্ব্বস্ব —এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। ইতি—

আঃ...

(২৪)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১৭.১১.৩৯

স্নেহের...

তুমি সঙ্ঘের একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী। তোমার এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন খুবই অশোভনীয়। হিন্দু-সংগঠনের এত বড় দায়িত্বভার তোমার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে; এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। সব সময়ই তোমার মনে রাখা উচিত যে—যখন তখন যা'কে তা'কে এইরূপ দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

বিচারের ভুলে মানুষ অনেক সময় অনেক অন্যায় করিয়া বসে। যাহাদের উপর কোন প্রকার দায়িত্ব নাই তাহারা এইরূপ ভুল করিলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমার উপর যে গুরুতর দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে এই অপরাধ ক্ষুদ্র হইলেও অতি গুরুতর। ইতি—

আঃ...

(২৫)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ১০.৬.৪০

স্নেহের...

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় রক্ষিদল গঠনের জন্য বর্ত্তমানে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য স্থিরসঙ্কল্প যে, দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতেও হিন্দুর ধর্ম্ম-মান-ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকারে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না— এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার, সে-ই হইবে প্রকৃত রক্ষী। রক্ষীর এই আদর্শ প্রচার করিয়া সকলকে রক্ষিদলভুক্ত করিয়া লইবে।

হিন্দুমাত্রই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং স্বীয় মান ইজ্জত রক্ষা করিতে চায়। সুতরাং প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারিলে সকলেই রক্ষিদলে যোগদান করিতে পারিবে।

সমগ্র বাঙ্গলাতে যদি আজ পাঁচ লক্ষ লোক দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বাঙ্গলার আব্‌হাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে—ইহাতে কোন রকম সংশয় সন্দেহ নাই। এই ধারণা লইয়া গত শিবরাত্রির সময় ৫ লক্ষ রক্ষী সহ এক বিরাট রক্ষিবাহিনী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি।

সমগ্র হিন্দু-সমাজকে ধর্ম্ম-মান-ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থ সজাগ ও সতর্ক করিয়া তুলিবার জন্য আমার এই রক্ষিদল-গঠন-আন্দোলন। যাহারা এইরূপ সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে রক্ষিদলে ভর্ত্তি করিয়া লইবে।

ইতি—

আঃ...

(২৬)

মাদারিপুর সেবাশ্রম
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইলাম। এখান হইতে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহাতে যে তোমার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা মনে হইল না। সাধারণ ছেলেদের সহিত উচ্ছৃঙ্খলভাবে মেলামেশাই তোমার ধর্ম্মজীবনের এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। তুমি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহিয়াছ। স্থানান্তরে গেলেই যে তোমার ঐ সব কু-অভ্যাস দূর হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তির উপর তোমাকে দাঁড় করান হইয়াছিল, আজ তুমি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া চলিতেছ। বর্ত্তমানে তোমার

আচার-ব্যবহার, কার্য্যকলাপ অতি সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তোমার মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে তোমাকে ওখানকার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেদের শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পূর্ণরূপে হারাইতে হইবে।

বর্ত্তমানে ওখানকার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ওখানকার কোন ছেলেই তোমাদের জীবনের বিশেষত্ব দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছে না। কেন না, তাহারা তোমাদের ভিতরে এমন কোন ভাব দেখিতেছে না যাহার বিশেষত্বে তোমাদের উপর কোন বিশেষ ভাব পোষণ করিতে পারে।

...তোমার জীবনে এযাবৎকাল বেশ ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তোমার এরূপ পরিবর্ত্তন হইবার কারণ এই যে, তোমার হৃদয়ের যে আসনে এক সময়ে সঙ্ঘনেতাকে বসাইয়াছিলে আজ সেই আসনে তাঁহার পরিবর্ত্তে কাহাকে বসাইয়া কিভাবে কাহার সেবা করিতেছ তাহা তুমিই বিশেষভাবে বুঝিতেছ। ইহার ফলে স্বেচ্ছায় আজ নিজের অকল্যাণ নিজেই কামনা করিতেছ, নিজের মুক্তিপথে নিজেই কন্টক আনয়ন করিতেছ।

সঙ্ঘনেতার উপর এক সময় তোমার যে অচল অটল বিশ্বাস, দৃঢ় ভক্তি ও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং যাহার প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি অনেক নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলে, আজ ভাগ্যদোষে নানাবিধ সংসর্গের প্রভাবে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায়

এমনি অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ। এখনও বিশেষ সাবধান সতর্ক হইয়া চলিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

এই ছুটির সময় ওখানে তোমার থাকা আমার অভিপ্রেত নয় বলিয়া (তোমার শরীর তত সুস্থ না থাকা সত্ত্বেও) তোমাকে স্থানান্তরে যাইবার অভিমত আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহা জানিয়া বুঝিয়াও যদি আমার অভিপ্রেত কর্ম্ম না করিয়া অনভিপ্রেত কর্ম্ম লইয়া চলিয়া থাক তবে তোমার অবস্থা যে কতটা শোচনীয় এবং তোমার জীবন যে কতটা বিপন্ন তাহা তুমি নিজেই ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে।

...তোমার এখন একমাত্র রক্ষার উপায়— সঙ্ঘনেতার উপর অচল অটল বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন হওয়া। এত দিন তোমরা যাঁহার শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়া জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে, তাঁহার ঈপ্সিত বা অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পাদনে কেহ যদি কখনো দ্বিধাবোধ করে তবে তাহার ধর্ম্মজীবন লইয়া দীর্ঘকাল থাকিবার আশা যে অতি কম তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং এখনও সাবধান সতর্ক হইয়া নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত পথে চলিয়া মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভে যত্নবান হও। ইতি—

প্রাপক

উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম, নওগাঁ — আঃ...

(২৭)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩০শে আষাঢ় ১৩৩১,
ইং ১৬.৬.২৪

স্নেহের...

—তোমাকে ছেলেদের পড়াইবার ভার লইয়া ওখানে থাকিতে হইবে। এখনও বলিতেছি সাবধান হইয়া চল। কাহার নিকট হইতে সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছ তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিও। একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যেন অমর্য্যাদা না হয়।

সঙ্ঘ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিও।...আমি গয়ায় চলিলাম। গয়ার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সেখানে আশ্রম স্থাপনের জন্য সমস্ত পত্রিকার মারফৎ আবেদন জানাইয়াছে। সুতরাং সাবধান সতর্ক হও। এই সমস্ত সাধারণ ব্যাপার লইয়া আর ভাবিবার সময় নাই। তোমরা সঙ্ঘের গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে ভাবিতে অভ্যস্ত হও।

ইতি—

আঃ...

(২৮)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ইং ৩.১০.২৪

স্নেহের...

কাজের সুবিধার জন্য স্বামী... তোমাকে রাজসাহী বিদ্যার্থিভবনে থাকার কথা বলিয়াছিল। তুমিও সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ।

বিদ্যার্থিভবন খোলা হইয়াছে সাধারণ কলেজের ছাত্রদের জীবনে ধর্ম্মভাব জাগাইবার জন্য। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিবে বলিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, বৈরাগ্যের আলোক যাহাদের ভিতর ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতেছে তাহাদের আর বিদ্যার্থিভবনে থাকিবার প্রয়োজন কি ?

তুমি যদি এখন ষ্টুডেণ্টস্ হোমে থাক তাহা হইলে হোমের আবহাওয়া গঠন করার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু তোমার ধর্ম্মজীবনের পক্ষে উহা ক্ষতিকর হইবে।

যে পড়া ত্যাগ করিয়া তুমি সঙ্ঘে আসিয়াছ হোমে থাকিতে থাকিতে তোমার ভিতর আবার সেই কলেজে পড়ার ইচ্ছা জাগিবে এবং ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং হোমে থাকিবার ইচ্ছা

ত্যাগ কর, আদেশানুযায়ী যেভাবে চলিতেছ সেই ভাবেই চলিতে থাক, ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে। ইতি—

আঃ...

(২৯)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ২৬.১১.৪০

স্নেহের...

...প্রভৃতি কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমাদের সঙ্ঘের নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং তুমি...সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোনও আলোচনা করিও না। ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের কাহারও সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না—ইহা অতি সত্য কথা। কাহারও মুখে কিছু শুনিয়া কোন মিশনের কর্ম্মীর বিরুদ্ধে আমরা কোনও মতামত প্রচার করিতে পারি না।

মোট কথা, কোন মিশনের কোন লোকের বিরুদ্ধে তুমি কোন কথা আলোচনা করিবে না। তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষতি হইতে পারে। পরনিন্দা, পরচর্চ্চাকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সততই আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকে। এই সব কথা চিন্তা করিয়া তুমি চলিবে। ইতি—

আঃ...

(৩০)

কলিকাতা

স্নেহের...

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। সব সময় গুরুর আদেশ ও নির্দ্দেশের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া না চলিলে অনেক সময় অনেক রকম বিপদাপদ আসিয়া জীবনকে বিপন্ন করিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে গুরুর আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ হইয়া চলিতে পারিলে কোনরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়া মনকে ব্যতিব্যস্ত, বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিবে না।

সঙ্কল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত যাবতীয় সিদ্ধি তার কলতলগত—এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ রাখিয়া চলিও। তবে আর কখনও কোনও দুর্ব্বলতা ধরিতে ছুঁইতে পারিবে না।

জন্ম-জরা-মৃত্যু-ব্যাধির কবলে মানুষ যখন্ তখন পড়িতে পারে—এইরূপ চিন্তা-ভাবনা নিয়া নিয়ত চলিতে পারিলে, নানারূপ কু-বাসনা যাহা প্রতিনিয়ত মানুষকে নির্য্যাতিত নিপীড়িত করিয়া রাখে তাহার হস্ত হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। চঞ্চল মনকে শান্ত সংযত করিবার একমাত্র উপায় জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা।

মানুষের ভিতরে নানারূপ চঞ্চলতা আসিয়া তাহাকে আদর্শভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত করে। এইজন্য সব সময় বিবেকী ও বৈরাগ্যবানকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। মানুষের ভিতরে যদি একবার কোনক্রমে অবান্তর বাসনা স্থান লাভ করিতে পারে, তবে তাহার বৈরাগ্যময় জীবনকে একেবারে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় বাসনার নাশ যেখানে যাবতীয় সাধনার সিদ্ধি এবং মানুষের চিরআকাঙ্ক্ষিত মুক্তিও সেখানে। এইরূপ অভ্রান্ত ধারণা লইয়া সব সময় চলিতে পারিলে আর কোন প্রকার কামনা-বাসনা, মায়া-মোহ, ভ্রমভ্রান্তি মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি যে সুমহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহা উদ্‌যাপন করিতে গিয়া যে কোন কঠোর নীতি ও নিয়ম আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। যদি কখনও আমি আমার আশ্রমধর্ম্মের নীতি ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলি তবে আমার ধর্ম্মজীবন ধ্বংস হইবার উপক্রম হইবে। প্রকৃত মানুষ কখনও তাহার সঙ্কল্পিত ব্রত পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বীরত্ব পুরুষত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া ভীরু কাপুরুষের মত ঘৃণ্য জীবন যাপন করিতে পারে না। সুতরাং আমিই বা তাহা করিব কেন —এই ভাবের চিন্তা ভাবনা লইয়া সর্ব্বদা বসবাস করিবে। তবেই সমস্ত চঞ্চলতা দূর হইয়া যাইবে।

ইতি—

আঃ...

(৩১)

বাজিতপুর সেবাশ্রম
ফরিদপুর, ইং ১০.১১.১৭

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি তোমার মনের মত একটি সঙ্গী পাইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ভগবান্ যাহার যেমন বাসনা তেমনি তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মানুষের উত্থান-পতন যে কোন সময় হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে থাকিও। প্রলোভনের ভিতর পড়িয়া অনেক সময় অনেকের পতন ঘটিয়াছে। মানুষের অধঃপতন হয় তখন যখন সে আপনার স্বরূপ ভুলিয়া প্রকৃত জিনিস ছাড়িয়া বাহিরের খোসাভুষি লইয়া টানাটানি করে।

তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি জন্য আসিয়াছ? যে জন্য আসিয়াছ তাহারই বা কি করিতেছ? এই সমস্ত বিষয় নির্জ্জনে একাকী বসিয়া গভীর ভাবে ভাবিও। তাহা হইলে আর তুমি আত্মবিস্মৃত হইবে না।

আত্মমর্য্যাদাকে কখনও হারাইওনা। সর্ব্বদা এইরূপ ভাবে চিন্তা করিবে যে,—তুমি একজন তাঁহারই সৃষ্ট জীব, তাঁহারই কৃপায়, তাঁহারই করুণায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছ। সুতরাং সাধারণের ন্যায় তুমি তোমার জীবনকে নষ্ট করিতে পার না।

প্রতিনিয়ত এই ভাবের চিন্তা লইয়া থাকিতে পারিলে বিবেকবোধ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবে এবং বাহিরের কোন প্রকার পঙ্কিল আবহাওয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ইতি—

প্রাপক
সেন্ট্রাল কলেজ, কলিকাতা আঃ...

(৩২)

বাজিতপুর, ফরিদপুর, মাঘ ১৩২৮

স্নেহের...

সর্ব্বদা খুব কঠোর নিয়ম পালন করিয়া চলিবে। এই কঠোরতাই সর্ব্বদা তোমাদের জীবনকে বাহিরের আবহাওয়া হইতে রক্ষা করিবে।

মনে কখনও কোনরূপ অচিন্তা কুচিন্তা আসিলে নামজপ, অনশন ও অনিদ্রা দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এক নিমেষের জন্যও যদি কেহ অচিন্তা কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় তবে তাহার ব্রহ্মচর্য্য কিছুতেই রক্ষা হইবে না। দৈনিক অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আত্মচিন্তা, আত্মবিচারণা ও ভগবদারাধনা করিবে। কখনও ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কিছু পরিধান করিবে না। প্রতিদিন নিয়মিত ডায়েরী লিখিবে। তাহাতে কোন্ সময় কত রকমের চিন্তা

কতবার আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া রাখিবে।

কখনও পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতার কথা মনে পড়িলে তখনই আপন সুন্দর সুঠাম দেহের চরম পরিণতির বিষয় ভাবিয়া মানসিক দুশ্চিন্তাকে দূর করিবে।

কোন সময় মানসিক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা আসিলে এইরূপ চিন্তা করিবে যে—আমি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিকপালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া যে মন্ত্র গ্রহণ ও যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তাহা এই জীবনে কখনও কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না; এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে গিয়া আমাকে যে-কোন দুঃখ-দৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অবিচলিত, অচঞ্চলিতভাবে, অচল-অটল অটুটভাবে আমার আপন ভাবকে রক্ষা করিয়া এই আশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদাকে বজায় রাখিতে হইবে।

যখন বিষয়চিন্তা, ভোগবিলাসের বাসনা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না প্রভৃতি আসিয়া মনকে ওতপ্রোতভাবে আক্রমণ করিবে তখন ভাবিবে যে—আমি বহু জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ও সৌভাগ্যবশে এইরূপ ত্যাগধর্ম্ম লাভ করিয়াছি। মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তি-পাপ-তাপ আমার জন্য নহে; উহা বিষয়-সুখ সম্ভোগকারী মায়ামোহে বিমুগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য। আমি নিজে উঠিয়া দেশকে উঠাইব, নিজে জাগিয়া দেশকে

জাগাইব। আমি বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে বিবেক-বৈরাগ্যরূপ মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশকে মহাধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই মহাসংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আপন অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিব।

আমি যে মহামন্ত্র ও পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে আমার কোন পাপতাপ, মায়া-মোহ, ভ্রম-ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। এই ধারণা সত্য, অভ্রান্ত সত্য। আমি নিত্য নির্ম্মল, শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাবস্বরূপ। আমাকে পাপতাপ কোনক্রমেই সন্তাপিত করিতে পারে না।

এই ভাবে প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতে থাকিলে মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আঃ...

(৩৩)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা, ইং ১৬.৮.২৯

স্নেহের...

বিশেষ অধীর, অস্থির হইও না। ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি—এই কথা ভুলিও না। যে অবস্থায় যেখানে আছ তাহার মধ্যে যতটা পার ভালভাবে চলিতে চেষ্টা কর।

রীতিমত জপ-ধ্যান ও প্রার্থনা করিও—রাত্রে

শয়নের সময় এবং প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে। নিয়মিত ব্যায়াম করিও। ডায়েরী লিখিও। মধ্যে মধ্যে পত্রাদি দিও।

ইতি—

আঃ...

(৩৪)

গয়া সেবাশ্রম, গয়া
ইং ২৭.১১.২৫

স্নেহের...

সঙ্ঘনেতার নিকট হইতে এই পর্য্যন্ত অনেক উপদেশ পাইয়াছ। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রায় দশ মাস অতীত হইতে চলিল তোমাদের সাধনা দেওয়া হইয়াছে। এযাবৎ আশানুরূপ ভাবে চলিতে না পারিলেও আগামী দুই মাস এমন ভাবে চলিতে হইবে যাহাতে মাঘী-পূর্ণিমার দিনে (তপঃশক্তি তপস্তেজের পূর্ণ বিকাশের দিনে) নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্ঘনেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পার।

সঙ্ঘনেতা কর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা শ্রদ্ধাসহকারে করিতে পারিলেই ক্রমশঃ মানসিক চঞ্চলতা নিবারিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবে এবং আত্মচিন্তা আত্মবিচারণা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে পারিবে।

এই সঙ্ঘের আশ্রিত, শরণাগত, শরণাপন্ন যাহারা, তাহারা খুবই সৌভাগ্যবান এবং তাহাদের জীবন খুবই নিরাপদ।

সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সঙ্ঘ-সন্তানের সাধনা, সঙ্ঘনেতার অভীপ্সিত চিন্তাভাবনা লইয়া বসবাস করাই তাহাদের ধর্ম্ম, আর সঙ্ঘনেতার অনভীপ্সিত কর্ম্মের চিন্তাভাবনা, সঙ্কল্প-বিকল্প লইয়া বসবাস করাই মহাপাপ—এই স্মৃতি সঙ্ঘ-সন্তানদের প্রাণে সতত স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে।

তোমরা স্মরণ রাখিও যে, ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিতে যেরূপ সুরক্ষিত একান্ত স্থান প্রয়োজন সঙ্ঘশীর্ষে দণ্ডায়মান সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তোমাদিগকে ঠিক সেইরূপ স্থানে রাখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কোন সংশয়-সন্দেহ ভ্রমেও ভিতরে স্থান দিলে ধর্ম্মজীবনের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করা হইবে। সুতরাং যদি কখনও কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ আসে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিবে।

তোমরা যে মহাশক্তিশালী সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছ তাহাতে কোনক্রমেই তোমাদের ধর্ম্ম জীবন নষ্ট হইতে পারিবে না যেপর্য্যন্ত তোমরা সঙ্ঘনেতার বাণীকে বেদবাণী বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিবে। ইতি—

আঃ...

(৩৫)

বাজিতপুর সেবাশ্রম
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

স্নেহের...

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। অনেক সময় মানসিক অবস্থার অনেক রকম পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। এইরূপ অবস্থান্তর স্বাভাবিক, ইহা তোমাদের মহাপরীক্ষা। এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে শান্তি-সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।

সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া, আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া, অব্যবস্থিত চিন্তা ভাবনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহিষ্ণুতা সহকারে স্বীয় ভাবকে রক্ষা করিতে হইবে। অনেক সময় অনেক রকম ভ্রম-ভ্রান্তি, পাপ-তাপ আসিবে, তাহাতে হতাশ হইও না। সাধারণ ব্যাপারে কখনও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িও না। তোমরা বীর সাধকের সন্তান—এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিও।

নিয়মিত ডায়েরী লিখিও। প্রত্যহ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া মৃত্যুচিন্তা করিও। এই মৃত্যুচিন্তাই রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নষ্ট করিয়া মনকে নির্ম্মল, নিষ্পাপ করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি এই দেহের পরিণাম যে একমুষ্টি ভস্ম তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহাকে কোন পাপতাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

দৈনিক অন্ততঃ অর্দ্ধঘন্টা করিয়া আসনে বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। নিয়মিত ব্যায়াম করিবে। জপের সংখ্যা অন্ততঃ ৩০ করিয়া বাড়াইবে। ধ্যান্ অভ্যাস করিবে।

বাড়ীর কথা মনে পড়িলে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দুর্ব্বলতা ভীরুতাই মহাপাপ। সুতরাং কোন প্রকার দুর্ব্বলতাকে মুহূর্ত্তের জন্যও প্রশ্রয় দিবে না।

আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিও না। অপরিমিত আহার করিও না, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার বিশেষ বিঘ্ন করে।

খুব শীঘ্রই খুলনা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন ওখানে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা আছে। ইতি—

আঃ...

(৩৬)

বাজিতপুর সেবাশ্রম

স্নেহের...

আর দীর্ঘকাল এইরূপ দুরবস্থার ভিতর পড়িয়া থাকিতে হইবে না। খুব শীঘ্রই তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। মৃত্যুচিন্তার দ্বারা বিবেকবুদ্ধিকে সতত জাগ্রত রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রতি নিমিষে এ দেহের চরম পরিণামের

কথা চিন্তা করিয়া রিপুদমন ও ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করিবে।

সঙ্ঘনেতার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত, শরণাগত ও শরণাপন্ন যে, তাহাকে যখন তখন যে কোন দুর্ব্বলতা আসিয়া বিব্রত করিতে পারে না।

সঙ্ঘের ভিতর থাকিয়াও অনেকে অনেক সময় নিজের ইচ্ছা মত চলাফেরা করে। ইহারা দৃশ্যতঃ সঙ্ঘের ভিতর থাকিলেও কার্য্যতঃ সঙ্ঘের বাহিরেই অবস্থান করে। সুতরাং সঙ্ঘের সাহায্য বা প্রভাব ইহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না।

নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, রক্ষা করিবার জন্য, স্বীয় ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই সতত সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়া, সঙ্ঘনেতার নির্দ্দেশ মানিয়া সকলকে চলিতে হইবে। কেহ সঙ্ঘকে বাঁচাইবার জন্য বা রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়া মিলিত হয় নাই; এইরূপ ধারণা যে করিবে সেই মরিবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

অনেক সময় স্থান পরিবর্ত্তনে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। প্রয়োজন হইলে তোমাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে হইতে পারে। ওখানে অন্য কোন লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা হইলেই তোমাকে অন্যত্র পাঠাইব ভয় নাই।

ইতি—

আঃ...

(৩৭)

গয়া সেবাশ্রম
৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩২

স্নেহের...

...গত মাঘী পূর্ণিমায় যে শক্তিধর পুরুষের নিকট হইতে মহাসাধনা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা লইয়া নিয়ত চলিতে পারিলে এবং সঙ্ঘনেতার ভাবে সতত অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিতে পারিলে কোন পাপ-তাপে সন্তপ্ত হইবে না। কোন কামনা বাসনানলে দেহমন দগ্ধীভূত হইবে না, সব সময়েই চিত্তের প্রসন্নতা, হৃদয়ের প্রফুল্লতা ও মনের শান্তি নিয়া কাল যাপন করিতে পারিবে। নিম্নলিখিত ভাব নিয়া চলিতে পারিলে খুব শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। আর যেন বৃথা চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না হয়। এখনও বিশেষ সাবধান ও সতর্ক হইয়া চল, তবেই সঙ্ঘনেতার প্রবল প্রভাবের ভিতর আসিয়া পড়িতে পারিবে। এইরূপ প্রভাব যাহার লাভ হইবে তাহার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

১। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর অন্ততঃ চারি ঘণ্টা আত্মচিন্তা, মৃত্যুচিন্তা, আত্মবিচারণা ও ধ্যান-জপ করিবে।

২। সংযমের কঠোর শাসনে রিপু-ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিবে।

৩। যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ তাঁহার ভাবের সহিত নিজের ভাবকে সব সময় মিলাইয়া মিশাইয়া

রাখিবে। (অর্থাৎ মনকে সতত গুরুমুখী করিয়া রাখিবে)।

৪। বিবেক-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে; তাহা না হইলে কর্ম্মের ভিতর নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া ধর্ম্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

সতত স্মরণ রাখিও—নির্ভীক তোমরা— নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল তোমরা—প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিধর মহাপুরুষের সন্তান তোমরা। তাই কোন পাপতাপ, মায়া-মোহ, ভ্রম-ভ্রান্তি তোমাদের ধর্ম্ম জীবনকে কোন ক্রমে নষ্ট করিতে পারিবে না যদি তোমরা সতত সঙ্ঘনেতার শরণাপন্ন ও শরণাগত হইয়া চলিতে পার। আর দীর্ঘকাল নানাবিধ ভ্রমের আবরণে আবরিত হইয়া থাকিলে চলিবে না। তোমরা যে বিরাট পুরুষের সঙ্গী হইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ তাঁহার সংস্রবে আসিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক মুক্তিপথের সাহায্য লাভ করিবে এবং তোমাদের সঙ্গ লাভ করিয়াও কত শত কলঙ্ক-কালিমা, পাপতাপ ও মায়ামোহে বিমোহিত ব্যক্তি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হইয়া মহাশান্তিতে কালযাপন করিবে। সুতরাং এখনও আপন আপন স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর।

ইতি—

আঃ...

(৩৮)

উত্তরবঙ্গ সেবাশ্রম
নওগাঁ, রাজসাহী, ইং ২৭.৫.২৬

স্নেহের...

তুমি গয়া হইতে এখানে চলিয়া আস। এখানে আসিয়া বীরের মত কাজ করিতে হইবে। প্রবীণ ব্যক্তিরা যেন তোমার সহিত মিশিয়া একটা প্রভাব অনুভব করিতে পারে। সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে না। এবার তোমার শক্তি দেখিয়া যেন সকলে অবাক্ হইতে পারে।

ইতি—

প্রাপক — আঃ...

গয়া সেবাশ্রম, গয়া

(৩৯)

বালিগঞ্জ, কলিকাতা
ইং ৯.৯.৩৯

স্নেহের...

...তুমি যাহা করিয়াছ তাহা ঠিকই হইয়াছে। এখন আমার আদেশমত...সমস্ত দায়িত্বভার...কে দিবে এবং তুমি পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আদেশ ও নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিবে। তাহা হইলেই শৃঙ্খলা ঠিক থাকিবে।

ইতি—

আঃ...

(৪০)

২৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা, বাং ৩০.৩.৩১

স্নেহের...

...সাবধান হও।...২০।২৫ দিনের মধ্যে... কলিকাতায় আসিবে, তুমি ওখানে থাকিবে। এই কয়েকটা দিন সাবধান হইয়া চল। এই কয়েক দিন ঠিকমত থাকিতে না পারিলে তোমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে, জানিও। এখনও বলিতেছি সঙ্ঘ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিও... তোমরা আর বিব্রত করিয়া সঙ্ঘকে ক্ষতিগ্রস্ত করিও না। ইতি—

আঃ...

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

—ঃ০ঃ—

ওঁ ভাবাতীতং যত্তু মহাভাবযুক্তম্।
নিরাকারং যচ্চ সাকারদীপ্তম্॥
অহৈতুকীং প্রেমঘনদিব্যমূর্ত্তিম্।
আচার্য্যরূপং প্রণবং নমামি॥
ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং তৎ ভবতু সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ জগদ্গুরো॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ও শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!! হরিঃ ওঁ

—ঃ০ঃ—